তৃতীয় সংস্করণ

উৎসর্গ

মেদিনীপুর জেলার ক্যাচকাপুর নিবাসী

চন্দ্রকোণা রোডের বিখ্যাত ব্যবসায়ী

নাট্যপ্রিয়—

শ্রীসত্যেশ্বর সিংহ, বি-এ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

গুণমুগ্ধ

আনন্দময়।

কয়েকটি কথা।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসের গল্প অবলম্বনে রচিত এই নাটক। দেবী চৌধুরাণী সর্ব্বজন পরিচিত উপন্যাস। কাজেই সে বিষয়ে বেশী বলা বাহুল্যতা মাত্র। নিউ গণেশ অপেরার প্রোপ্রাইটর শ্রীযুক্তবাবু গোষ্ঠবিহারী ঘোষ মহাশয় বহু অর্থ ব্যয়ে, যোগ্য শিল্পী সমন্বয়ে এই নাটক অভিনয় করান। গোষ্ঠবাবুর একাগ্রতাই এই নাটকের দেশব্যাপি সুযশের মূল কারণ। সেজন্য গোষ্ঠবাবুর কাছে আমি ।

যাত্রা জগতের জনপ্রিয় নট শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিউ গণেশ অপেরায় যোগদান করিয়া আমাকে এই নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁরই কথায় আমি এই নাটক লিখি। তিনি এই নাটক পরিচালনা করিয়া আমার নাট্যরূপকে সার্থক করিয়াছেন। সেজন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী।

ইতি—

আনন্দময়

চরিত্র।

পুরুষগণ।

হরবল্লভ রায়	...	...	ভূতনাথপুরের জমিদার
ব্রজেশ্বর রায়	...	...	ঐ পুত্র
বিশ্বনাথ শর্ম্মা	...	...	ঐ কর্ম্মচারী
দুর্ল ভ চক্রবর্ত্তী	...	...	ঐ গোমস্তা
পরাণ হালদার	...	...	ঐ গ্রামবাসী
সরোজকুমার	...	...	সাগরের ভাই
ভবানী পাঠক	...	...	সন্ন্যাসী
রঙ্গরাজ	...	...	ঐ শিষ্য
রাজনারায়ণ	...	...	„ গৌড়ের রাজবংশধর
মদন	...	...	প্রফুল্লর গ্রামবাসী
রুদ্ররূপ	...	...	কাপালিক
ব্রেনান	...	...	ইংরেজ সেনাপতি

পুরোহিত, পাইক, বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

প্রফুল্ল	...	...	ব্রজেশ্বরের প্রথমা স্ত্রী
সাগর	...	...	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী
দিবা ও নিশি	...	...	ভবানী পাঠকের শিষ্যা
ফুলমণি	...	...	পরাণের স্ত্রী

বালিকাগণ।

সংগঠনকারিগণ।

প্রোপ্রাইটর—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী ঘোষ
ম্যানেজার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মিত্র
সহকারি ম্যানেজার—
শ্রীহরিপদ মাইতি
ব্যবস্থাপক—শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায়
কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়
সহকারি কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীবিধুপ্রসাদ রায়
নাট্য-পরিচালক জনপ্রিয় নট—
শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুরশিল্পী—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
হারমোনিয়ম বাদক—শ্রীশীতল দত্ত
শ্রীমনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
বংশীবাদক—শ্রীপঞ্চানন পাল
কর্ণেট বাদক—শ্রীকালিপদ মিত্র
এল্‌থরণ বাদক—শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী
বেহালা বাদক—শ্রীকৃষ্ণচরণ দত্ত
সঙ্গত—শ্রীকৃষ্ণ নন্দী
স্মারক—শ্রীনিরঞ্জন শীট
সজ্জাকর—শ্রীপটল দাস, শ্রীমন্মথ মাজি, শ্রীঅনিল দে ও শ্রীবঙ্কিম বেরা

অভিনেতাগণ।

হরবল্লভ রায়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবরদা সর্দ্দার
ব্রজেশ্বর রায়—জনপ্রিয় নট শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বিশ্বনাথ শর্ম্মা—শ্রীযতিন গোস্বামী ও শ্রীহরিপদ মাইতি
দুর্ল্ভ চক্রবর্ত্তী—শ্রীবিজয় মজুমদার
পরাণ হালদার—
শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়
সরোজকুমার—
শ্রীঅভয়কুমার হালদার
ভবানী পাঠক—শ্রীভোলানাথ পাল
রঙ্গরাজ—শ্রীমুকুন্দ ঘোষ
রাজনারায়ণ—শ্রীআনন্দময়
মদন—শ্রীগুরুদাস ধাড়া
রুদ্ররূপ—শ্রীবিনোদবিহারী ধাড়া
ব্রেনান—শ্রীফণী গাঙ্গুলী
পুরোহিত ও পাইক—
শ্রীশচিন আচার্য্য
প্রফুল্ল—শ্রীছবি রায় (ছবিরাণী)
সাগর—শ্রীপ্রজাপতি পাত্র
দিবা—শ্রীবিমলকুমার মুখোপাধ্যায়
নিশি—শ্রীফণী নস্কর
ফুলমণি—শ্রীসন্তোষ বসু

দেবী-চৌধুরাণী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—[ভূতনাথপুর জমিদার বাড়ি পূজা মণ্ডপ। "পুরোহিত" রাধামাধব বিগ্রহের পূজা শেষ করিয়া আরতি করিলেন। আরতির শেষে "বালক ও বালিকাগণ" প্রণাম করিয়া গান গাহিতে লাগিল। এমন সময় ছিন্ন মলিন বসনে ধীরে ধীরে চারিদিক দেখিতে দেখিতে "প্রফুল্ল" আসিয়া একপাশে চুপ করিয়া বসিলেন।]

গীত।

বালক-বালিকাগণ :—জয় রাধামাধব নমি তব পায়।
অপরূপ রূপে নাহি ভোলা যায়॥
অন্তর মাঝে থাক তুমি—
ভকতি কুসুমে পূজিব আমি
শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিব পায় প্রতি প্রভাত সন্ধ্যায়॥
জয় মাধব শ্রীমধুসূদন
জয়-জয় ত্রিতাপ তারণ
অন্তিমে পাই যেন ঠাঁই তব চরণ ছায়॥

[প্রণাম করিল।

পুরোহিত। এইবার সকলে হাত পেতে প্রসাদ নাও।

সকলে। [একসঙ্গে গোলমাল করিতে লাগিল] আমায় দিন ভট্ট্যাচার্য্যি মশাই—আমায় আগে দিন—

পুরোহিত। গোলমাল করলে আমি কাউকে দেব না। সব চুপ করে দাঁড়াও, আমি ঠিক সকলকে একে একে দিয়ে যাব—

সকলে। [গোলমাল করিতে লাগিল] এই ত চুপ করে দাঁড়িয়েছি, এইবার দিন—

পুরোহিত। চেঁচামেচি করলে আমি কাউকে দেব না।

১ম বালক। আমি চেঁচামেচি করিনি ভট্ট্যাচার্য্যি মশাই, পালেদের মধু চেঁচামেচি করছে।

২য় বালক। না ভট্ট্যাচার্য্যি মশাই, ওই সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি করছে।

১ম বালক। তবেরে মিথ্যাবাদী মারব এক চড়—

২য় বালক। এক ঘুষি মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেব—

সকলে। মার—মার—

পুরোহিত। এই চুপ কর—চুপ কর।

হরবল্লভরায়ের প্রবেশ।

হরবল্লভ। ঠাকুর বাড়ীতে এত গোলমাল কিসের ঠাকুরমশাই ?

পুরোহিত। এই যে বাবু, ছেলে-মেয়েরা প্রসাদ নিয়ে বড় গোলমাল করছে।

[হরবল্লভকে দেখিয়া সকলে চুপ করিয়া দাঁড়াইল।]

হরবল্লভ। এই সব চুপ করে দাঁড়াও। দিন প্রসাদের থালাটা আমায় দিন। আপনি নৈবিদ্যাদি নিয়ে বাড়ী যান, বেলা অনেক হয়েছে, আপনি আহারাদি করুন গিয়ে। আমি প্রসাদ বিলি করে দিচ্ছি।

পুরোহিত। তাই করুন, আমি তাহলে এখন চলি বাবু—

হরবল্লভ। হাঁ আসুন—

[পুরোহিত হরবল্লভের হাতে প্রসাদের থালা দিয়া
নৈবিদ্যাদি চাদরে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।]

হরবল্লভ। সকলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও। [সকলে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াইল] নাও, এইবার একে একে প্রসাদ নিয়ে বাড়ী চলে যাও—

[হরবল্লভ প্রসাদ দিতে লাগিলেন, সকলে একে একে প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল। তারপর প্রফুল্লকে দেখিয়া বলিলেন] একি ! তুমি কে ?

প্রফুল্ল। আমি আপনার মেয়ে। [হরবল্লভকে প্রণাম করিল]

হরবল্লভ। থাক্ থাক্ পায়ে হাত দিওনা। [একটু পিছাইয়া গেলেন] কোথা থেকে আসছ তুমি ?

প্রফুল্ল। আসছি দুর্গাপুর থেকে—

হরবল্লভ। ও, তুমি দুর্গাপুরের বৌ—

প্রফুল্ল। আপনাদের দাসি—

হরবল্লভ। এখানে তোমায় কে আসতে বলেছে ?

প্রফুল্ল। বলেনি কেউ, আমি নিজেই এসেছি।

হরবল্লভ। তোমার সাহস ত খুব, বাগ্দির মেয়ে হয়ে, বিশখানা গ্রামের সমাজপতি ভুতনাথপুরের জমিদার হরবল্লভ রায়ের বাড়ীতে আসতে সাহস কর ?

প্রফুল্ল। এ বাড়ীতে আজ আমি প্রথম আসছি না। আপনিই একদিন মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়ে দুর্গাপুরের পর্ণকুটীর থেকে আমায় পুত্রবধূরূপে বরণ করে এনেছিলেন।

হরবল্লভ। এনেছিলাম, তখন আমি জানতাম না যে তুমি বাগ্দির ঔরষজাত সন্তান।

প্রফুল্ল। বাবা! আপনি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান হয়ে ভুলে যাবেন না যে, কোন সন্তানই মায়ের অপমান সহ্য করতে পারে না।

হরবল্লভ। এত যার মান অপমান জ্ঞান, তার এখানে না আসাই উচিত ছিল।

প্রফুল্ল। এখানে আমার আসবার অধিকার আছে বলেই আমি এসেছি।

হরবল্লভ। না, তোমার কোন অধিকার নাই—

প্রফুল্ল। শতবার আছে। আমার বিধবা মা জমি-জমা গয়নাগাটি বিক্রী করে কুলিন পুত্রের মান দিয়ে আমার বিয়ে দিয়েছিলেন।

হরবল্লভ। তুমি কি সেই টাকা আদায় করতেই আমার বাড়ী জেঁকে বসতে চাও?

প্রফুল্ল। না, আমি আপনার কাছে মাত্র ভাত কাপড় চাই।

হরবল্লভ। এতদিন যখন তোমাদের ভাত কাপড়ের কোন অভাব হয়নি তখন—

প্রফুল্ল। এতদিন আমরা মায়ে ঝিয়ে চরকা কেটে পৈতে তুলে লোকের বাড়ী বাড়ী বিক্রী করে, কোন রকমে একবেলা এক সন্ধ্যে খেয়ে জীবন ধারণ করেছি। এখন আমার বৃদ্ধা অসুস্থা মা আর কোথাও যেতে পারেন না, কোন কাজও করতে পারেন না, দিনের পর দিন আমাদের উপবাস থাকতে হয়। তাই ক্ষিদের জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে— দুটি ভাতের জন্য আপনার বাড়ী ছুটে এসেছি। আপনি দয়া করে একটু আশ্রয় দিন।

হরবল্লভ। সে আর হয় না, তোমায় আশ্রয় দিলে আমার জাত যাবে।

প্রফুল্ল। আপনার বাড়ীতে কত দাসী রয়েছে—আমায় তাদের

মতই একটু আশ্রয় দিন। আমি দুটী ভাতের জন্য আপনার বাড়ীতে দাসী হয়ে থাকব বাবা।

হরবল্লভ। আহা তুমি আমার ব্যাটার বৌ তোমায় আশ্রয় দিতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার মায়ের কলঙ্কের জন্য—

প্রফুল্ল। সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা—

হরবল্লভ। মিথ্যা কি করে বলি বল, তোমাদের গাঁয়ের দুর্লভ চক্রবর্ত্তী নিজে আমায় বলে গেছে।

প্রফুল্ল। দুর্লভ কাকার সঙ্গে মায়ের বিবাদ ছিল। তাই সে আমাদের সর্ব্বনাশ করতে—আপনাকে এই মিথ্যা সংবাদ দিয়ে গেছে। আপনি বিশ্বাস করুন, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

হরবল্লভ। হতে পারে—

প্রফুল্ল। তাহলে, আপনি দয়া করে আমায় আশ্রয় দিন—

হরবল্লভ। না, সে আর হয় না। আমি নিজে সমাজপতি হয়ে এতদিন পরে আর আমি তোমায় আশ্রয় দিতে পারি না।

প্রফুল্ল। আপনি যদি দয়া করে আমায় আশ্রয় না দেন—তাহলে আমায় অনাহারে শুকিয়ে মরতে হবে।

হরবল্লভ। তা আমি কি করব বল? আমি সমাজপতি হয়ে—সমাজ-নীতি ভঙ্গ করতে পারি না।

প্রফুল্ল। আমি আপনার পায়ে পড়ি বাবা—দয়া করে দুটী ভাতের ব্যবস্থা করে দিন। [হরবল্লভের পায়ে ধরিলেন]

হরবল্লভ। আঃ! এই অবেলায় ছুঁয়ে দিলে, আবার স্নান করতে হবে।

প্রফুল্ল। বৌ শ্বশুরের পায়ের ধুলো নিলে—শ্বশুরের তাতে জাত যায় না বাবা?

হরবল্লভ। তাতো যায় না, কিন্তু তুমি যে—

প্রফুল্ল। আমি কি অস্পৃশ্য ?

হরবল্লভ। শুধু তুমি নও তোমার জন্মটাই অস্পৃশ্য।

প্রফুল্ল। তবু আমি আপনার পুত্রবধূ।

হরবল্লভ। সে সম্বন্ধ দশ বছর আগে আমি ঘুচিয়ে নিয়েছি। আমি ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছি, তোমার সঙ্গে এখন আর আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

প্রফুল্ল। একদিন যখন আমার মাথায় সিঁদুর দিয়ে—আপনার ছেলে আমায় বিয়ে করেছেন, তখন আজীবন আপনাকে আমায় ভাত কাপড় দিতে হবে।

হরবল্লভ। না—না এখানে তুমি ভাত কাপড় পাবে না। হ্যাঁ······ আমি তোমায় কিছু ভিক্ষে দিতে পারি।

প্রফুল্ল। আপনার মত নিষ্ঠুর লোকের হাতে ভিক্ষে নেওয়াও পাপ—

হরবল্লভ। যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—

প্রফুল্ল। আমার ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা না করে আমি এখান থেকে যাব না।

হরবল্লভ। সোজা কথায় যদি না যাও, তবে দ্বারবানের গলাধাক্কা খেয়ে যেতে হবে।

প্রফুল্ল। ওসব জমিদারী চাল, মাহিনা করা চাকর-বাকরের উপর দেখাবেন—তারা ভয় পাবে। কিন্তু ধর্ম্ম-সাক্ষ্য পুত্রবধূ ওতে ভয় পাবে না।

হরবল্লভ। তবে রে হারামজাদী—

প্রফুল্ল। একটু মুখ সামলে কথা বলবেন—

হরবল্লভ। যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

প্রফুল্ল। যাচ্ছি, আপনি যখন আমায় ভাত-কাপড় দিলেন না, তখন বলে দিন আমি খাব কি করে ?

হরবল্লভ। চুরি, ডাকাতি, যা হয় কর-গে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু আর কোন দিন যেন আমার এলাকার মধ্যে দেখতে না পাই।

প্রফুল্ল। বিজ্ঞ প্রবীন জমিদার হয়ে প্রত্রবধূকে এই জঘন্য উপদেশ দিতে—আপনার মুখে একটু আটকালো না ?

হরবল্লভ। আর একটা কথা বল্‌লে চাব্‌ গে তোমার পিঠের ছাল তুলে দেব।

প্রফুল্ল। থাক্‌ বাবা থাক্‌, পুত্রবধূকে যখন ভাত কাপড় দিতে পারলেন না তখন আপনার মুখে আর চাবুক ঝাঁটার কথা শোভা পায় না।

হরবল্লভ। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে। ও! সোজা কথায় তুমি যাবে না। তেওয়ারী—রামসিং—

প্রফুল্ল। থাক্‌ থাক্‌, পাইক বরকন্দাজ ডেকে পাপের মাত্রাটা আর বাড়াবেন না।

হরবল্লভ। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—

দ্রুত বিশ্বনাথের প্রবেশ।

বিশ্বনাথ। হুজুর।

হরবল্লভ। কি সংবাদ বিশ্বনাথ ?

বিশ্বনাথ। রংপুর থেকে কালেক্টর্‌ গুডল্যাণ্ড সাহেবের পত্র নিয়ে লেফটনাণ্ট ব্রেনান সাহেব এখানে এসেছেন।

হরবল্লভ। কালেক্টর সাহেব পত্রে কি লিখেছেন ?

বিশ্বনাথ। এ বছর কোম্পানির নূতন গভর্ণর জেনারেল এসেছেন, তাই জমিদারদের তার নজরাণা দিতে হবে।

হরবল্লভ। নজরাণাস্বরূপ কতটাকা চান কালেক্টর সাহেব ?

বিশ্বনাথ। পঞ্চাশহাজার টাকা।

হরবল্লভ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি ব্রেনান সাহেবের সেবা যত্নের ব্যবস্থা করতে, আর তুমি এ বেটিকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়ে— বৈঠকখানায় আমার সঙ্গে দেখা করবে। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। যিনি এক কথায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নজরাণা দিতে পারেন, তিনি পুত্রবধূকে সামান্য ভাত কাপড় দিতে পারলেন না ?

বিশ্বনাথ। এই তো বড়লোকের ধর্ম্ম মা। ওরা মাকে ভাত দেয়না, কিন্তু বেশ্যার পায়ে সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দেয়।

প্রফুল্ল। আমার কি কোন উপায় হবে না বাবা ?

বিশ্বনাথ। অগতির গতি যিনি, সেই দয়াময় হরিকে ডাক মা— তিনিই তোমার একটা উপায় করে দেবেন।

প্রফুল্ল। আপনি দয়াকরে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন !

বিশ্বনাথ। আমি এ বাড়ীর চাকর মা, তোমার উপকার করলে আমার চাকরী যাবে। বড় দুর্দ্দিন মা, চাকরী গেলে উপোস্ করে মরতে হবে। আচ্ছা মা আমি এখন আসি।

প্রফুল্ল। আপনি মনিবের আদেশ পালন করলেন না ?

বিশ্বনাথ। আদেশ পালন—

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, তিনি যে আপনাকে আমায় তাড়িয়ে দিতে বল্লেন।

বিশ্বনাথ। লক্ষীকে কোন দিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হয় না মা, দুঃসময় এলে সে নিজেই চলে যায়। যে যায় তার কোন ক্ষতি হয়না, যাদের বাড়ী থেকে যায় তারাই হয় লক্ষীছাড়া। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। ভগবান ! তোমার রাজ্যে এত লোক দুবেলা পেটভরে খেতে পায়, আর আমি না খেয়ে মরে যাব ?

দ্রুত সাগরের প্রবেশ।

সাগর। দূর, তা আবার হয় নাকি। এসো আমার সঙ্গে এসো—

প্রফুল্ল। কোথায় যাব?

সাগর আমার ঘরে—

প্রফুল্ল। তুমি কে ভাই?

সাগর। তোমার সতীন, নাম আমার সাগর বৌ। তোমায় তাড়িয়ে দিয়ে শ্বশুর মশায় আমায় ঘরে এনেছেন।

প্রফুল্ল। তুমিই বুঝি গৃহিনী?

সাগর। না, আর একজন আছে।

প্রফুল্ল। স্বামী বুঝি আর একটি সংসার করেছেন?

সাগর। হ্যাঁ।

প্রফুল্ল। সে বুঝি খুব সুন্দরী।

সাগর। না ভীষণ কুৎসিত। আমার শ্বশুরের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য আমার ভাই আমায় এখানে রাখ্‌তে চায় না। তাই শ্বশুর মশায় ছেলের আবার বিয়ে দিয়েছেন, এখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়, কেউ এসে পড়তে পারে, এসো চলে এসো।

প্রফুল্ল। কোথায়?

সাগর। তীর্থ দর্শনে, দরজার পাশ থেকে আমি সব শুনেছি, তুমি এসো।

প্রফুল্ল। কিন্তু আমার 'মা' যে বাইরে গাছতলায় বসে আছেন?

সাগর। তাঁর জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। পাশের বাড়ীতে আমি তাঁর স্নান আহারের সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।

প্রফুল্ল। আমাদের সঙ্গে পাড়ার যে ছেলেটী এসেছে, সেই মদনের কি হবে?

সাগর। আমার ঝিকে দিয়ে আজকের মত, আমি তার খাওয়া থাকার সব ব্যাবস্থা ক'রে দিয়েছি।

প্রফুল্ল। আমায় যখন যেতেই হবে, তখন আর দেরী করে লাভ কি ?

সাগর। যেতে যখন হবে, তারজন্য অত ব্যস্ত কেন ? আজ রাত্রিটা আমার ঘরে থেকে কাল সকালে বাড়ী চলে যাবে।

প্রফুল্ল। আমি তোমার ঘরে গেলে শশুরমশাই যদি তোমায় কিছু বলেন ?

সাগর। তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না, আমায় যদি শ্বশুরঠাকুর তোমার মত তাড়িয়ে দেন, আমার ভাই আমার মাসহারার টাকা বন্ধ করে দেবে। তাতে আমার চেয়ে শ্বশুরঠাকুরেরই বেশী ক্ষতি হবে। এসো—আমার সঙ্গে এসো—

প্রফুল্ল। বাঃ চমৎকার! ভগবান ধন্য তোমার বিচার। যার আশ্রয় দেবার কথা সেই শ্বশুর আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন, আর তুমি আমার সতীন তোমারই তাড়িয়ে দেবার কথা,—সেই তুমিই দিলে আমায় আশ্রয়। চল সাগর—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সাগরের ঘর।

সরোজকুমারের প্রবেশ।

সরোজ। সাগর! কোথায় রে সাগর? কই সাগর তো ঘরে নেই?

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। সন্ধ্যা হতে না হতেই এত ডাকা ডাকি কেন? আজ কি—

সরোজ। এই যে ব্রজেশ্বর—

ব্রজেশ্বর। আরে দাদা যে, কখন এলেন?

সরোজ। অনেকক্ষণ এসেছি, তোমার দেখা পাইনি বলে বাড়ী যেতে পার্চ্ছি না।

ব্রজেশ্বর। এতদিন পরে এসে আজই কখনও যাওয়া হয়! দু'দিন থাকুন—তারপর যাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

সরোজ। না ভাই, আমায় আজকেই যেতে হবে—

ব্রজেশ্বর। কেন দাদা, বৌদির জন্য মন খারাপ হয়ে গেছে নাকি?

সরোজ। না না, বাড়ীতে বিশেষ কাজ আছে—

ব্রজেশ্বর। সে যত কাজই থাক্, সে সব পরে হবে। আজ আমি এখন লোকজন ডেকে, কইরে—

সরোজ। আমার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়ো না ব্রজেশ্বর,—আমার কথা শোন, আমার একটা চর-নিয়ে প্রতাপপুরের জমিদারের সঙ্গে গোলমাল বেধেছে। সেইজন্য রংপুরে কোম্পানির কালেক্টরের কাছে গিয়েছিলাম

ব্রজেশ্বর। কালেক্টর সাহেব কি বল্‌লেন?

সরোজ। তিনি বল্‌লেন, কোম্পানির কানুনগো যখন সীমানা

নির্দ্ধারণ করতে যাবে, তখন চর যাদের দখলে থাকবে, কোম্পানি তাকেই প্রজা বলে স্বীকার করবে।

ব্রজেশ্বর। চর এখন কার দখলে আছে ?

সরোজ। উপস্থিত আমাদের বিপক্ষের দখলেই আছে।

ব্রজেশ্বর। তাহলে আপনাকে এখুনি চর দখল করতে হবে।

সরোজ। সেইজন্যই রংপুর থেকে ফেরবার পথে আমি তোমার বাবার কাছে এসেছিলাম—

ব্রজেশ্বর। কেন ? বাবাকে আপনার সঙ্গে যেতে হবে নাকি ?

সরোজ। না, হাজারখানেক লাঠিয়াল দিয়ে এই সময়ে যদি আমাকে একটু সাহায্য করতেন।

ব্রজেশ্বর। বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ?

সরোজ। হাঁ্যা, দেখা হয়েছে।

ব্রজেশ্বর। তিনি কি বল্‌লেন—

সরোজ। তিনি বল্‌লেন, কোম্পানির নজরানার টাকার জন্য আমার এখন মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ওসব বিষয়ে আমার এখন মাথা ঘামাবার সময় নেই।

ব্রজেশ্বর। বাবা আপনাকে এই কথা বল্‌লেন ?

সরোজ। হাঁ্যা ভাই, তাই আমি তোমায় খুঁজছিলাম, তুমি যদি বলে কয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পার।

ব্রজেশ্বর। না দাদা, বাবার অমতে আমি কিছু করতে পারব না।

সরোজ। তা জানি ভাই, তাই আমি বল্‌ছিলাম আমার হয়ে তুমি যদি তাঁকে একটু বল।

ব্রজেশ্বর। কোন ফল হবে না দাদা।

সরোজ। যত টাকা লাগে আমি দিতাম।

ব্রজেশ্বর। টাকা দিতে কোন দিনই আপনি কৃপণতা করবেন না তা জানি, কিন্তু বাবার অমতে—

সরোজ। ব্রজেশ্বর! তোমরা আমার আত্মীয়। আমার এই বিপদের সময় আমি যদি তোমাদের সাহায্য না পাই, তাহলে কিসের আত্মীয়তা তোমাদের সঙ্গে?

ব্রজেশ্বর। দাদা! আমি আপনার সঙ্গে যাব। যদি প্রয়োজন হয় বন্দুক, তলোয়ার চালিয়ে, আপনার জন্য আমি জীবন দেব।

সরোজ। থাক্, তার আর প্রয়োজন নাই, আমি চল্‌লাম্।

ব্রজেশ্বর। সাগরের সঙ্গে দেখা করে যাবেন না?

সরোজ। না, আর দেখা করবার সময় নাই, সাগর এলে বলো আমি চলে গেছি। সে যদি আমাদের বাড়ী যেতে চায়, যেন সংবাদ দেয়, আমি বজরা পাঠিয়ে দেব!

ব্রজেশ্বর। একটু জল টল খেয়ে যান—

সরোজ। থাক ভাই, তার আর প্রয়োজন নেই—

ব্রজেশ্বর। দাদা—

সরোজ। তোমার বাবার যখন বিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার হয়, তখন আমার কাছে হাতপাতবার তাঁর প্রচুর সময় থাকে, আর আমি যদি কোন বিপদে পড়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে আসি,—তাঁর আর কথা বলবার সময় থাকে না।

ব্রজেশ্বর। দাদা, একটা কথা—

সরোজ। আর কোন কথা নয় ভাই। তোমার বাবার মত স্বার্থপর লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমরা শুধু ঠকিনি, আমরা নিজের কাছে নিজেরা ছোট হয়েছি। [প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। দাদা দাঁড়ান একটা কথা—

প্রফুল্লর প্রবেশ।

প্রফুল্ল। দাঁড়াও— [ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিলে।]

ব্রজেশ্বর। একি! তুমি!!!

[প্রফুল্লকে তুলিলেন।

প্রফুল্ল। তোমার শরীর বুঝি ভাল নয়?

ব্রজেশ্বর। না—আমি ভাল আছি। তারপর তুমি এ বাড়ীতে কখন এলে?

প্রফুল্ল। আজ দুপুরে—

ব্রজেশ্বর। খাওয়া দাওয়া—

প্রফুল্ল। সব হয়েছে। সাগর আজ আমায় পেট ভরে খাইয়েছে। তুমি জান আমরা গরীব, ভাল খাবার খাওয়া ত দূরের কথা, কখনও চোখেও দেখতে পাই না। তাই আজ পেট ভরে খেয়েছি।

ব্রজেশ্বর। সাগরের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে?

প্রফুল্ল। সে নিজেই আমার সঙ্গে পরিচয় করে, আমায় খাইয়ে-দাইয়ে—এখানে আটকে রেখেছে। না হলে তখনই শ্বশুরঠাকুরের লাথি ঝাঁটা খেয়েই বাড়ী ফিরে যেতে হত।

ব্রজেশ্বর। না, তোমার আর ফিরে যাওয়া হবে না।

প্রফুল্ল। না, ফিরে আমায় যেতেই হবে।

ব্রজেশ্বর। না, তোমায় এইখানেই থাকতে হবে।

প্রফুল্ল। বাবার অমতে তুমি কি করে আমায় গৃহে স্থান দেবে?

ব্রজেশ্বর। আমি তাঁর মত করাব।

প্রফুল্ল। না, সে আর হয় না। তাঁর সঙ্গে আমার বোঝা পড়া সব শেষ হয়ে গেছে।

ব্রজেশ্বর। তবু আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।

প্রফুল্ল। থাক, তার কোন প্রয়োজন নেই। আমার জন্য আমি তোমায় বাবার সঙ্গে বিবাদ করতে দেব না।

ব্রজেশ্বর। প্রফুল্ল!—　　　　　　　　[হাত ধরিলেন]

প্রফুল্ল। আঃ—এইত আমার স্বর্গ।

ব্রজেশ্বর। প্রফুল্ল! আজ দশবছর তোমায় দেখিনি তাই তোমায় ভুলে ছিলাম। আজ যখন ভাগ্যবলে তোমায় সামনে পেয়েছি, তখন আর আমি তোমায় ত্যাগ করতে পারব না।

প্রফুল্ল। তুমি কি আমায় ত্যাগ করতে পার? তোমার সঙ্গে যে আমার জন্ম জন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

ব্রজেশ্বর। বল প্রফুল্ল! এখান থেকে তুমি আর কোথাও যাবে না?

প্রফুল্ল। শ্বশুরঠাকুর আমায় ত্যাগ করেছেন, তাঁর বাড়ীতে আর আমি থাকৃতে পারি না। তাঁর দেওয়া অন্নজল আমি গ্রহণ করব না। তুমি যদি পার আমার একটু আশ্রয় করে দাও।

ব্রজেশ্বর। চল, আমি তোমার সঙ্গে দুর্গাপুরেই যাব। তোমার সুখ দুঃখের ভার নিয়ে আমি সেই খানেই থাকৃব।

প্রফুল্ল। না গো না, তা হয় না, তোমার আরও দুটী স্ত্রী আছে, আমার জন্য আমি তোমায় তাদের ত্যাগ করতে দেব না। তোমার নিজের যদি কোন সঙ্গতি থাকে, তা থেকে আমায় দুটী ভাতের ব্যবস্থা করে দাও।

ব্রজেশ্বর। আমার আমি ছাড়া আর কিছুই নাই।

প্রফুল্ল। কোন রকমে এক বেলা, এক সন্ধ্যের কিছু ব্যবস্থা করতে পারবে না?

ব্রজেশ্বর। না,………হ্যাঁ আমার একটা দামী হীরের আংটী আছে এটা নিয়ে যাও। [আংটী খুলিয়া প্রফুল্লের হাতে দিলেন] এই আংটীটা

কোন জহুরীর কাছে বিক্রী করলে তুমি অনেক টাকা পাবে। তাতে তোমার কিছুদিন চলে যাবে। আর—এরমধ্যে আমি নিজে যাতে কিছু রোজগার করতে পারি তার চেষ্টা করব। আমি কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের বাড়ী গিয়ে তোমায় কিছু টাকা দিয়ে আসব। আমায় তুমি ভুল বুঝনা প্রফুল্ল, আমায় তুমি ভুলে যেওনা।

প্রফুল্ল। না গো না। হ্যাঁ এ আংটীতে কি লেখা আছে?

ব্রজেশ্বর। আমার বিয়ের সময় যৌতুক পেয়েছিলাম কিনা, তাই ওতে আমার নাম লেখা আছে।

প্রফুল্ল। এ তোমার নাম! না—না আমার জীবন থাকতে এ আংটী আমি বেচতে পারব না। তোমার ইচ্ছা হয় খেতে দিও, না হয় আমি অনাহারে থাকব! তবু এ স্মৃতি আমি মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারব না।

ব্রজেশ্বর। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ী ফিরে যাও প্রফুল্ল, তোমার জন্য আজই আমি রংপুরে যাব, সেখানে চাকরী করে, আমি তোমার ভরণ-পোষণের ব্যায় নির্ব্বাহ করব। বাবা তোমায় যাই বলুন আমি যখন তোমায় অগ্নি নারায়ণ সাক্ষ্য রেখে বিয়ে করেছি তখন আমার কর্ত্তব্য পালনে আর আমি কিছুমাত্র ত্রুটী করব না। বাবার কথায় এতদিন তোমায় অবহেলা করে যে মহাপাপ করেছি তার প্রায়চিত্ত স্বরূপ আজ থেকে তোমারই মঙ্গল কামনায় আমার জীবন উৎসর্গ করলাম। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। ভগবান! আমার জন্য তুমি এত সুখ সঞ্চিত রেখেছ? দয়াময়! ধন্য তোমার মহিমা—

সাগরের প্রবেশ।

সাগর। কি গো দিদি, কর্ত্তাকে পেয়ে ছোট বোনকে ভুলে গেলে নাকি?

প্রফুল্ল। না ভাই ভুলিনি। যার দয়ায় দেবদর্শন পেলাম, তাকে কি ভুলতে পারি ?

সাগর। তারপর হলো কি ?

প্রফুল্ল। আমি আজই চলে যাচ্ছি—

সাগর। যাও আমিও দুচারদিনের মধ্যে বাপের বাড়ী চলে যাব।

প্রফুল্ল। কেন ভাই, তুমি যাবে কেন ?

সাগর। শ্বশুরঠাকুর আমার দাদাকে খুব অপমান করেছেন, তাঁর যখন টাকার দরকার হয়, তখন আমার দোহাই দিয়ে টাকা আদায় করে নেন্। আর যদি বিপদে পড়ে ওঁর কাছে আমার দাদা কোন সাহায্য চাইতে আসে, উনি তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেন না। তারপর আমার উপর হুকুম হয়েছে, লাটসাহেবের নজরানার জন্য কুড়ি হাজার টাকা আনতে হবে। দাদা যদি টাকা দেন ত ভাল—নতুবা শ্বশুরঠাকুর জীবনে আর আমার মুখদর্শন করবেন্ না।

প্রফুল্ল। বেশ, তুমি বাপের বাড়ী যাও, আমি সেইখানেই তোমার সঙ্গে দেখা করব।

সাগর। আমার বাপের বাড়ী তুমি জান নাকি ?

প্রফুল্ল। না, সময়ে খুঁজে নেব ভাই।

মদনের প্রবেশ ।

মদন। দিদি! আমি তাহলে ভোরেই খুড়িমাকে নিয়ে বাড়ী চলে যাই ?

প্রফুল্ল। আমিও তোমার্ সঙ্গে বাড়ী যাব মদন।

মদন। সেকি ? তুমি যে শ্বশুর বাড়ীতে থাকবার জন্য এলে—

। শ্বশুরঠাকুর আমায় থাকতে দিলেন না। তাই আমি

শ্বশুরের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে, আবার দুর্গাপুরের সেই ভাঙ্গা ঘরেই ফিরে যাব।

গীত।

ফিরে চল ফিরে চল তুমি
আপন ঘরে।
চিনিল না তোমারে যেবা
তুমি চেনা দিওঁনাক তারে ॥
তোমার তুলনা তুমি
তোমারে চিনেছি আমি—
ওগো পাতার ঘরের রাণী
মিছে কেন ঘোর তুমি পরের দ্বারে।

প্রফুল্ল। বিদায় সাগর বিদায়—

[মদন ও প্রফুল্লর প্রস্থান।

সাগর। যাঃ! দিদি চলে গেল। এতদিন পরে দুদণ্ড কথা বলবার মত একটা লোক পেলাম, তাও বরাতে সহ্য হলো না। দূর ছাই আর এখানে থাকতে ভাল লাগছে না। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পরাণের বাটী।

পরাণের প্রবেশ।

পরাণ। না—না—না আর কোন কথা নয় এখন কেবল বসে বসে তামুক সেবন।

ফুলমনির প্রবেশ।

ফুলমনি। বলি আবার যে তুমি তামাক খেতে বস্‌লে?

পরাণ। কি করতে হবে বল?

ফুলমণি। পাড়ায় বেরিয়ে দুটো চাল-ডালের চেষ্টা করবে, না হাঁড়ি-কুঁড়িগুলো জলে ফেলে দিয়ে কোথায় চলে যাব ?

পরাণ। আচ্ছা, তুমি একটু স্থির হয়ে বসতেও দেবে না ?

ফুলমনি। যাদের ঘরে ভাত নেই—তাদের বড় মানুষের মত বসে বসে তামাক খাওয়া শোভা পায় না। বেলা দুপুর হয়ে গেল, আর ক্ষিদের জ্বালা সহ্য হয় ? চাল-ডালের চেষ্টায় যাবেত যাও, নইলে যেদিকে দু'চক্ষু যায় সেইদিকেই চলে যাব।

পরাণ। তুমি আগে একটু চুপ করে বসো, আমায় ভাবতে দা—ও।

ফুলমনি। ভেবে-চিন্তে তুমি কি রাজ্য জয় করতে যাবে ? যাবেত দুটো চাল ধার করতে, তারজন্য অত ভাবনা চিন্তার কি আছে ?

পরাণ। আছে বৈকি, হাতে পয়সা নেই, কার কাছে কোথায় যাব একটু ভেবে দেখতে হবে না ?

ফুলমনি। ওঃ! তোমার হাতে পড়ে আমার জীবনটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পোড়া কপালে যদিও বা একটা মেয়ে হল, তাও আবার ডাকাতে চুরি করে নিয়ে গেল। তুমি এমন পুরুষ মানুষ মেয়েটার একটা খোঁজ পর্য্যন্ত নিলে না।

পরাণ। খোঁজ নিতে গিয়ে, শেষে ডাকাতের হাতে খোঁচা খেয়ে মরি আর কি।

ফুলমনি। আহা মেয়েটা থাকলে এতদিনে কত বড় হত !

পরাণ। সে যা হবার দশ বছর হলো হয়ে গেছে। সে কথা তুলে মন খারাপ করে আর লাভ কি ?

ফুলমনি। মায়ের ব্যথা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি তাকে পেটে ধরে পাঁচ বছরের করে মানুষ করেছিলাম, এক কথায় তাকে ডাকাতে নিয়ে গেল !

পরাণ। বলি এখন একটু চুপ করবে না সেই কথা নিয়ে চেঁচামেচি করবে?

দুর্ল্ভ। [নেপথ্যে] পরাণ বাড়ীতে আছ নাকি?

পরাণ। ওই গোমস্তা মশাই এসে পড়েছেন, আর ভাবনা নেই। যাও—যাও তুমি একটু ভিতরে গিয়ে রান্নার ব্যবস্থা কর, আমি সব ঠিক করে নিয়ে আসছি।

ফুলমণি। বেশ তাই চল্‌লাম। দেখি গোমস্তা মশাই তোমায় কি রকম রাজা করেন।

[প্রস্থান।

দুর্ল্ভ। [নেপথ্যে] ও পরাণ—

পরাণ। আসুন হুজুর, দয়া করে গরীবের বাড়ীতে একটু পায়ের ধূলো দিন।

দুর্ল্লভের প্রবেশ।

দুর্ল্ভ। কেমন আছ হে পরাণ?

[পরাণ দুর্ল্ভকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধূলো জীবে, মাথায় ও বক্ষে ধারণ করিল।]

পরাণ। আপনার আশীর্ব্বাদে কোন রকমে বেঁচে আছি হুজুর।

দুর্ল্ভ। তারপর খবর কি বল? তোমার খবর পেয়েই এদিকে এলাম।

পরাণ। তা আসবেন বৈকি হুজুর—নিশ্চয়ই আসবেন। কত ভাগ্য আমার, তাই আপনি দয়া করে আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন।

দুর্ল্ভ। হ্যাঁ—হে, প্রফুল্লর মা মাগি নাকি মারা গেছে?

পরাণ। হ্যাঁ হুজুর এতদিনে আপদ বিদেয় হয়েছে। এখন ঘর

ফাঁকা, যখন ইচ্ছা আসতে পারেন—আর কোন বালাই নেই।

দুর্লভ। ছুঁড়ি এখন কি বলে?

পরাণ। বলবে কি হুজুর? এখন কেবল আপনার শ্রীচরণ দর্শনের জন্য দিনরাত ভগবানকে ডাকছে। আপনি দয়া করলেই সে ধন্য হয়ে যাবে।

দুর্লভ। বল কি পরাণ?

পরাণ। তবে আর বল্‌ছি কি হুজুর—

দুর্লভ। সেবার তবে আমায় অমন অপমান করলে কেন?—

পরাণ। সেবার হুজুর একটা ব্যাপার ছিল—

দুর্লভ। কি ব্যাপার?

পরাণ। তখন ওর মা দিনরাত বাঘের মত থাবা গেড়ে ওকে পাহারা দিত। আর তা ছাড়া ওর শ্বশুর বাড়ীর খানিকটা গরব ছিল। মাঝে একবার মাকে নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। যাওয়া মাত্রই রায়মশাই একেবারে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

দুর্লভ। যাক্, এখন তোমার কথা-টথা কিছু শোনে?

পরাণ। শোনে মানে? এখন আমার কথাতেই তো ছুঁড়ি ওঠ্, বস্ করছে। ওর মা মরা থেকে আর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সবত আমিই করেছি। আমি যদি হামরাই হয়ে না যেতাম মড়াতো হুজুর ঘরেই পচত।

দুর্লভ। যাক্ ছুঁড়ির হাবভাব কি রকম?

পরাণ। এখন যদি কিছু পয়সা কড়ি দিয়ে যান আমি সব ঠিক করে দিতে পারি। হুজুর! আজ দুদিন হল পয়সার অভাবে মেয়েটার খাওয়া হয়নি!

দুর্লভ। দুদিন খাওয়া হয়নি! বল কি পরাণ?

পরাণ। বলব আর কি হুজুর, না খেয়ে খেয়ে ছুঁড়ির সোনার অঙ্গ

কালি হয়ে গেছে।

দুর্লভ। এই নাও, এই টাকা ক'টা ওকে দিয়ে এসো [পরাণকে টাকা দিয়া] আর শোন—

পরাণ। বলুন—হুজুর—বলুন।

দুর্লভ। ভাল করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে এসো। আজ সন্ধ্যা বেলাতেই যেন—

পরাণ। সন্ধ্যে বেলাতে নয় হুজুর, একটু গভীর রাতে—

দুর্লভ। বেশ তাই হবে—

পরাণ। হ্যাঁ—হুজুর।

দুর্লভ। তুমি আর দেরী করো না, এখুনি চলে যাও—

পরাণ। এই চল্‌লাম আমি, হ্যাঁ—

দুর্লভ। কি বল—

পরাণ। যদি আর কিছু বেশী চায়? কারণ ওর মায়ের শ্রাদ্ধ শান্তি করতে অনেক ধার দেনা হয়েছে কিনা। যদি বলে এখানকার ধার দেনা শোধ না করে যাব না, তাই বলছিলাম কি—

দুর্লভ। বেশত আরও টাকা নিয়ে যাও।

[পরাণকে পুনঃ টাকা দিলেন।]

পরাণ। আহা-হা হুজুর যেন দয়ার অবতার।

দুর্লভ। তুমিই বল পরাণ। তবু শুনে আমার মনটায় একটু শান্তি হোক। এ গাঁয়ের লোক আমায় চিন্তে পারলে না। হ্যাঁ, মনে থাকে যেন আজ রাত্রেই তাহলে।

পরাণ। ঠিক মনে থাকবে হুজুর। আপনি নিশ্চিন্ত মনে কাছারীতে গিয়ে বিশ্রাম করুন হুজুর। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

দুর্লভ। বেশ—বেশ, আমি তাহলে কাছারির দিকে চললাম,—তারা ব্রহ্মময়ী—

[প্রস্থান।

পরাণ। যাক্ বাবা অনেকদিন বাদে ভগবানের দয়ায় হাতে কিছু টাকা পাওয়া গেছে। আর আমায় পায় কে? এই টাকার গোছা যখন গিন্নীর হাতে পড়বে—

পুনঃ ফুলমনির প্রবেশ।

ফুলমনি। যাও, টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এসো—

পরাণ। সেকি!

ফুলমনি। যাও, যার টাকা তাকে দিয়ে এসো—

পরাণ। তুমি বুঝতে পারছ না, মানে গোমস্তামশাই আমায় ভালবাসেন কিনা, তাই আমার দুঃখ-কষ্টের কথা শুনে, দয়া করে এই টাকা ক'টা আমায় দিয়ে গেলেন।

ফুলমনি। গোমস্তামশাই কিজন্য তোমায় টাকা দিয়ে গেছেন—সে কথা দরজার পাশ থেকে আমি শুনেছি।

পরাণ। আরে সর্ব্বনাশ সব পণ্ড হয়ে গেল দেখ্ছি।

ফুলমনি। যাও, টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এস—

পরাণ। আমি কি চুরি ডাকাতি করেছি যে, ভয়ে ভয়ে ফিরিয়ে দিতে যাব?

ফুলমনি। সতি মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে পয়সা রোজগার করার চেয়ে চুরি করা অনেক ভাল।

পরাণ। কিন্তু এতগুলো টাকা—

ফুলমনি। টাকা দিয়ে দুর্লভ গোমস্তা যদি তোমার স্ত্রীকে চায় দিতে পার?

পরাণ। আরে তাই কখনও কেউ চাইতে পারে ?

ফুলমনি। যে লোকের টাকা হাতে করেছ তারা সব করতে পারে। এ মহা পাপ তুমি করো না। যাও টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এস।

পরাণ। আরে টাকাগুলো থাকলে আমরা কিছুদিন খেয়ে বাঁচব।

ফুলমনি। না খেয়ে শুকিয়ে মরব তবু পাপের পয়সায় সুখভোগ করতে পারব না। যাও যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। নইলে আমি এখুনি পাড়াময় এই কথা বলে আসব।

পরাণ। আরে সর্ব্বনাশ। পাড়ায় এ কথা প্রকাশ হলে—আমার কি আর নিস্তার আছে ? বখাটে ছোঁড়াগুলো মেরে একেবারে আমার হাড়গোড় ভেঙ্গে দেবে।

ফুলমনি। কি টাকা ফিরিয়ে দিতে যাবে, না পাড়াময় এ কথা বলে আসব ?

পরাণ। আরে না-না তোমায় আর পাড়ায় যেতে হবে না, আমি এখুনি গোমস্তামশায়ের কাছে যাচ্ছি।

ফুলমনি। আগে যাও—

পরাণ। যদি গোমস্তামশাই টাকা ফিরিয়ে না নেন ?

ফুলমনি। কাছারি বাড়ীতে টাকাগুলো ফেলে দিয়ে আসবে।

পরাণ। যদি এর জন্য গোমস্তামশাই জুলুম করেন ?

ফুলমনি। শুধু জুলুম কেন ? তার পাপ কাজে সাহায্য না করার জন্য যদি তোমায় জুতো খেতে হয় তাই খেয়ে আসবে। তবু এ মহাপাপ আমি তোমায় করতে দেব না।

[প্রস্থান।

পরাণ। এতগুলো টাকা হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় কি করে ? গিন্নীর কি মাথা খারাপ হল নাকি ? যাক্, যাই একবার কাছারী বাড়ীর

দিক থেকে ঘুরেই আসি। তারপর যা করবার আমি ঠিকই করব। আজ রাত্রেই প্রফুল্লকে—

[মুখে হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রফুল্লর বাড়ীর উঠান।

দুর্ল্ভ। [নেপথ্যে নাকি সুরে] প্রফুল্ল—প্রফুল্ল—

দ্রুত প্রফুল্লের প্রবেশ।

প্রফুল্ল। যাই মা—! কই মা কোথায়? তবে এত রাত্রে কে আমায় ডাকলে? আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখলাম। হ্যাঁ—হ্যাঁ এ স্বপ্ন! মা যে আমায় ফেলে আজ পনের দিন চলে গেছেন। মা আর ফিরে আসবেন না! কিন্তু তিনি যে আমাদের বাড়ী আসবেন বলেছিলেন. একমাস কেটে গেল, এখনও ত এলেন না?

ধীরে ধীরে দুর্ল্ভের প্রবেশ।

দুর্ল্ভ। প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। কে?

দুর্ল্ভ। আমি গোমস্তা দুর্ল্ভ চক্রবর্ত্তী।

প্রফুল্ল। এত রাত্রে এখানে কি করতে এসেছেন?

দুর্ল্ভ। তোমার জন্য, রাতের অন্ধকারে চুপি চুপিই এখানে এলাম

প্রফুল্ল। আপনার সঙ্গে আমার কোন দরকার নেই। আপনি এখন যেতে পারেন।

দুর্ল্ভ। সে কি! আমি দুপুর বেলায় পরাণের হাতে তোমার খরচের টাকা পাঠিয়ে দিলাম।

প্রফুল্ল। আমি কি আপনার কাছে অভাব জানিয়ে টাকা চেয়েছি ?

দুর্লভ। আহা তুমি চাইবে কেন! সেই বললে কিনা—তাই—

প্রফুল্ল। সে কি বলেছে না বলেছে আমার শোনবার দরকার নেই, আপনি এখন যান।

দুর্লভ। যাচ্ছি। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, তোমার মা নেই যখন—তখন একলাটী তোমার এখানে থাকা ভাল দেখায় না। তাই বল্‌ছিলাম কি আমাদের রায়পুরের বাগান বাড়ীতে গিয়ে যদি থাক—

প্রফুল্ল। সেবারের অপমানটা বোধ হয় ভুলে গেছেন ? আজ কি আবার সেটা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ?

দুর্লভ। আজ আমায় অপমান করলে তোমার বিশেষ সুবিধা হবে না। চল তুমি আমার সঙ্গে।

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না।

দুর্লভ। সহজে না গেলে জোর করে নিয়ে যাব।

প্রফুল্ল। আপনার দু'টী পায়ে পড়ি, আর আপনি আমার সর্ব্বনাশ করবেন না। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমি আপনার মেয়ে—আপনি দয়া করে আমায় ছেড়ে দিন।

দুর্লভ। না—না, তোমায় আমি ছাড়তে পারি না। এসো আমার সঙ্গে— [সহসা প্রফুল্লর হাত ধরিলেন।]

প্রফুল্ল। ছেড়ে দিন আপনি আমার হাত ছেড়ে দিন।

দুর্লভ। চুপ্, চিৎকার করলে আমি তোমায় খুন করব।

[ছোরা দেখাইলেন।]

প্রফুল্ল। তাই করুন, আপনি আমায় একেবারে মেরে ফেলুন, তাতে আমি শান্তি পাব। কিন্তু নারীত্বের চরম লাঞ্ছনা আমি সহ্য করতে পারব না।

দ্রুত পরাণের প্রবেশ।

পরাণ। বাড়ীর গোলমাল বাহিরে শোনা যাচ্ছে। আগে তাড়াতাড়ি মুখটা বেঁধে ফেলুন।

দুর্লভ। এই যে এবার সব ঠিক করে নিচ্ছি।

প্রফুল্ল। কে আছ ছুটে এস—

দুর্লভ। [সহসা প্রফুল্লর মুখ চাপিয়া ধরিলেন] বেঁধে ফেল পরাণ আগে মুখটা বেঁধে ফেল।

প্রফুল্ল। পরাণ দা তোমার হাতে ধরি, দুর্লভ কাকা তোমার পায়ে পড়ি—তোমরা আমায় ছেড়ে দাও।

পরাণ। এইবার নিয়ে গিয়ে পাল্কীতে তুলে দিন।

মদন। [নেপথ্যে] এত রাত্রে চীৎকার করে কেরে?

পরাণ। হুজুর! পাড়ার লোকজন সব জেগে উঠেছে, এখন খিড়কী দিয়ে তাড়াতাড়ি নিয়ে গিয়ে, পাল্কিতে তুলে, পাল্কী ছেড়ে দিন।

দুর্লভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক বলেছ, খিড়কী দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াই ঠিক।

[প্রফুল্ল মুখ বাঁধা অবস্থায় নিজের মুক্তির জন্য দুর্লভ ও পরাণের পায়ে আছাড় খাইতে লাগিল]

মদন। [নেপথ্যে] কইরে কোনদিকে রে?

পরাণ। কিন্তু এদিক দিয়ে যদি কেউ এসে পড়ে?

দুর্লভ। লাঠিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবে, তারপর যা করতে হয় আমি করব।

[প্রফুল্লকে জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।]

পরাণ। এখন কি করি একটু দাঁড়াব না, এইদিক দিয়ে বেরিয়ে যাব?

দ্রুত মদনের প্রবেশ।

মদন। দিদি—দিদি—কই কোথায় তুমি সাড়া দাও, আমরা এসে পড়েছি।

পরাণ। তবে তুই আগে মর—

[মদনের মাথায় লাঠি মারিয়া প্রস্থান।

মদন। আঃ! [মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িল]

ব্রজেশ্বর। [নেপথ্যে] প্রফুল্ল—প্রফুল্ল আমি এসেছি। দরজা খোল, রংপুর থেকে তোমার জন্য আমি টাকা, কাপড়, শাঁখা, সিঁদুর সব এনেছি। প্রফুল্ল—প্রফুল্ল—

মদন। কে? কে কথা বললে?

ব্রজেশ্বর। [নেপথ্যে] আমি গো—আমি।

মদন। জামাইবাবু, আপনি এসেছেন বড় দেরী হয়ে গেছে যে—

ব্রজেশ্বর। [প্রবেশ পথ হইতে] আমি রংপুরে গিয়েছিলাম, তাই আসতে আমার দিনকতক দেরী হয়ে গেছে। তা যাক্, আমি ওকে কাল সকালেই রংপুরে নিয়ে চলে যাব।

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। প্রফুল্ল—প্রফুল্ল কই কোথায় তুমি—

মদন। **গীত**

নাই—নাই—নাই।
গগন বিদারী ওঠে ধ্বনি তাই॥

ব্রজেশ্বর। আমার প্রফুল্ল নাই—?

মদন। না জামাই বাবু!

মদন। বল বল মদন আমার প্রফুল্ল কোথায়—

মদন।　　　　　**পূর্ব গীতাংশ**

নিঠুর ব্যাধের তীরের ফলায়
তোমার পাখী পড়ল্ ধরায়
শূন্য খাঁচা পড়ে আছে
আরত সাড়া নাই ॥

[গীতান্তে মদন উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার মাথা হইতে রক্ত ঝরিতে ছিল।]

ব্রজেশ্বর। মদন! আমার দেরী হওয়ার জন্যই প্রফুল্ল আমার উপর অভিমান করে চলে গেছে! প্রফুল্ল আজ তুমি আমার সব আশা ব্যর্থ করে দিলে। আমি তোমার জন্য সুদূর রংপুর থেকে ছুটে এসেছি। প্রফুল্ল তুমি ফিরে এসো—তুমি ফিরে এসো।

মদন।　　　　　**পূর্ব গীতাংশ**

ফিরবে না আর ফিরবে না।

ব্রজেশ্বর। আমার প্রফুল্ল আর ফিরবে না—?

মদন।　　　　　**পূর্ব গীতাংশ**

প্রাণ পাখী প্রাণের খাঁচায় রাখলে না
তাই তো আজি কাঁদিয়ে তোমায়,
কোনদিকে সে গেল যে হায়—
তার ঠিকানা নাই ॥

ব্রজেশ্বর। নাই! আমার প্রফুল্ল নাই? আমার দোষেই আমি প্রফুল্লকে হারিয়ে ফেললাম। মদন! যদি কোনদিন তার সঙ্গে তোর দেখা হয়, তাকে বলিস্…না—না তাকে কিছু বলিস্ না। মদন! আমার অনুরোধ, আমি আজ এখানে এসেছিলাম—এ কথা দুর্গাপুরের আর কারো কাছে প্রকাশ করিস্ না। আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে আমার

মানস প্রতিমা দর্শন করতে এসেছিলাম। ভাগ্য দোষে যখন তার দর্শন পেলাম না, তখন রাতের অন্ধকারেই আমি মুখ লুকিয়ে চলে যাচ্ছি। মদন! এই দুর্গাপুরের কেউ যেন জানতে না পারে যে, বাংলার বিখ্যাত জমিদার হরবল্লভ রায়ের পুত্র সামান্য একটা ভিখারী বামুনের মেয়ের জন্য রাতের অন্ধকারে এখানে ছুটে এসেছিল।

[প্রস্থানোদ্যত]

মদন। জামাইবাবু—জামাইবাবু একটা কথা—

ব্রজেশ্বর। চুপ্! নিশির ডাকে ঘুমের ঘোরে ছুটে এসেছিলাম ঘুম ভেঙ্গে গেছে, তাই আবার ফিরে যাচ্ছি। উঃ, আজ দশ বছর বিয়ে করে আমি তাকে খেতে পরতে দিইনি, তাই আজ সে আমার দান প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। মদন এই কাপড়গুলোতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দে, আর এই টাকাগুলো নদীর জলে ফেলে দে। কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপুরের গ্রামবাসীগণ যেন এখানে আমার কোন চিহ্ন দেখতে না পায়।

[প্রস্থানোদ্যত]

মদন। জামাইবাবু—আমার প্রফুল্ল দিদি—

ব্রজেশ্বর। আঃ—ও নাম আর উচ্চারণ করিস্ না। আমি জানব আমার প্রফুল্ল মরে গেছে—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্মশান।

[কালি-মূর্ত্তির সামনে খড়্গ ও সুরা রহিয়াছে।]

রুদ্ররূপের প্রবেশ।

রুদ্ররূপ। অমাবস্যা রাত্রি। মহাশ্মশান! সামনে মা—মহাকালি। আজ এইখানেই আমি সিদ্ধিলাভ করব।

দিবার প্রবেশ।

দিবা। ঠাকুর! আপনি আমায় এখানে নিয়ে এলেন কেন?

রুদ্ররূপ। আজ এইখানে আমি তোমায় দীক্ষা দেব।

দিবা। সেইজন্য বুঝি এই অন্ধকার রাত্রে আমায় এই শ্মশানে নিয়ে এলেন?

রুদ্ররূপ। হ্যাঁ, এই মহাশ্মশানে, ওই শ্মশান কালির সামনে তোমায় শিষ্যা করে আমি সিদ্ধিলাভ করব।

দিবা। এখানে আমার বড় ভয় করছে। আপনি আশ্রমে ফিরে চলুন। দীক্ষা-টীক্ষা যদি দিতে হয় সেইখানে পাঁচজনের সামনে দেবেন। এখানে আমার বড় ভয় করছে।

রুদ্ররূপ। আমি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই।

দিবা। না ঠাকুর ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে।

রুদ্ররূপ [সুরাপান করিয়া] আঃ, এই নাও—একটু খেয়ে নাও—আর কোন ভয় থাকবে না। [দিবাকে পাত্র দিলেন]

দিবা। [পাত্র লইয়া] একি?

রুদ্ররূপ। মায়ের প্রসাদ "কারণ"। একপাত্র পান করলেই ভবভয় দূর হয়ে যাবে।

দিবা। [পান করিতে গিয়া] এঃ। কি বিশ্রী গন্ধ। রাম রাম এ আবার মানুষে খায় নাকি ? [পাত্র ফেলিয়া দিলেন]

রুদ্ররূপ। কি ! এত স্পর্দ্ধা তোমার—মা মহাকালির প্রসাদ মাটীতে ফেলে দাও ?

দিবা। মহাকালির প্রসাদ বলে পচা গন্ধ যা হয় খেতে হবে ?

রুদ্ররূপ। হবে, মায়ের প্রসাদে কোন বিচার চলবে না। নাও এই পাত্র দিচ্ছি খেয়ে নাও।

দিবা। না, যা পচা গন্ধ ও আমি খেতে পারব না।

রুদ্ররূপ। কি ? মায়ের প্রসাদ খাবে না ? দেখ তবে তোমার কি হয়। ওই চেয়ে দেখ—।

দিবা। ওকি ! উঃ কি ভীষণ মূর্ত্তি—

রুদ্ররূপ। তুমি মায়ের প্রসাদ ফেলে দিয়েছ। এইবার মহাকালি চামুণ্ডারূপে আবিভূর্তা হয়ে তোমায় গ্রাস করবে। ওই চেয়ে দেখ খর্পর-ধৃতা মা মহাকালি।

দিবা। না—না ওই ভীষণা মূর্ত্তি আমি দেখতে পারছি না।

রুদ্ররূপ। **গীত**

ওই জেগেছে কপালিনি।
ঘোরা বদনা রক্ত রসনা
রক্ত বীজ নাশিনী ॥
হুঙ্কারে ওর কাঁপে চরাচর
পদ ভারে মেরু থর থর,
মহাশ্মশানের মহাপূজায়—
তাথৈ তাথৈ নাচে সৃষ্টি স্থিতি নাশিনী ॥

দিবা। ঠাকুর—ঠাকুর তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমায় মেরনা।

রুদ্ররূপ। এখনও বলছি তুমি যদি মায়ের প্রসাদ খাও—তাহলে .ার তোমার কোন ভয় থাকবে না।

দিবা। উঃ ভয়ে আমার জীব শুকিয়ে যাচ্ছে, মাথা ঘুরছে।

রুদ্ররূপ। নাও প্রসাদ গ্রহণ কর। [পাত্র দিলেন]

দিবা। দিন—দিন—মায়ের প্রসাদ আমি অমৃতরূপে গ্রহণ করব।

[পাত্র লইয়া পান করিতে উদ্যত]

রাজনারায়ণের প্রবেশ।

রাজনারায়ণ। না।

দিবা। ঠাকুর—

রাজনারায়ণ। ফেলে দাও প্রসাদ পাত্র—

রুদ্ররূপ। না, তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর।

রাজনারায়ণ। না, তুমি ফেলে দাও—

রুদ্ররূপ। কে তুমি?

রাজনারায়ণ। বিধাতার প্রেরিত রুদ্রদূত।

রুদ্ররূপ। কোন সাহসে তুমি তান্ত্রিক কাপালিকের কাজে বাধা :াও?

রাজনারায়ণ। সেই বিধাতার প্রেরণাতেই গভীর রাত্রে আমি শ্মশানে ছুটে এসেছি।

রুদ্ররূপ। তোমার পরিচয়?

রাজনারায়ণ। কালস্রোতে ভেসে গেছে। এখন লোকালয়ে গেলে বলে পাগল, আর বনে জঙ্গলে থাকলে বলে সন্ন্যাসী।

রুদ্ররূপ। আমি এই বালিকাকে এখানে নিয়ে এসেছি, একথা তুমি কি করে জানলে?

রাজনারায়ণ। আমার পূর্ব্বপুরুষের লুপ্ত ধন-রত্ন উদ্ধারের জন্য—আমি আজ পাঁচ বছর গুরু ভবানীপাঠকের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এই গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি!

রুদ্ররূপ। কে ভবানী পাঠক?

রাজনারায়ণ। দুষ্টের শাসক, শিষ্টের পালক—ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ। তাঁর আদেশে আমি আজ সাতদিন ছায়ার মত তোমার পিছনে—পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

রুদ্ররূপ। বুঝেছি! এই বালিকাকে তুমি হরণ করতে চাও?

রাজনারায়ণ। না, তোমার কবল থেকে ওই বালিকাকে উদ্ধার করতে চাই।

রুদ্ররূপ। তান্ত্রিক নীতিতে আমি ওই বালিকাকে নিয়ে সিদ্ধিলাভ করতে চাই। তুমি আমার সেই ধর্ম্ম অর্জ্জনে বাধা দিতে চাও?

রাজনারায়ণ। সতী নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করে তুমি যে ধর্ম্ম অর্জ্জন করতে চাও, আমি সেই ধর্ম্মের মাথায় পদাঘাত করি।

রুদ্ররূপ। সাবধান যুবক—

রাজনারায়ণ। এখনও বল্‌ছি ওই বালিকাকে ছেড়ে দাও কাপালিক—

রুদ্ররূপ। না—দেব না।

রাজনারায়ণ। আমি ওকে জোর করে নিয়ে যাব—

রুদ্ররূপ। পারবেনা।

রাজনারায়ণ। তবু একবার চেষ্টা করে দেখব।

রুদ্ররূপ। তাহলে তোমায় জীবন দিতে হবে—

রাজনারায়ণ। তাই দেব কাপালিক। সত্যই যদি প্রয়োজন হয়, মাতৃজাতির মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌তে আমি জীবন দেবো, তবু জীবিত থেকে চোখের সামনে মায়ের জাতের লাঞ্ছনা আমি সহ্য করব না।

রুদ্ররূপ। বুঝলাম! মায়ের নররক্ত পানের বাসনা হয়েছে, তাই মা তোমায় আকর্ষণ করে এনেছেন। নাও প্রস্তুত হও। আমি তোমায় মায়ের বলিরূপে উৎসর্গ করলাম।

ভবানীপাঠকের প্রবেশ।

ভবানী। বলির খড়্গ ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে, বাংলা মায়ের বীর সন্তান—ভবানী পাঠক এখানে উপস্থিত কাপালিক।

রুদ্ররূপ। তুমিই সন্ন্যাসী দলের নেতা ভবানী পাঠক?

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ, উনিই সেই ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ, যদি শক্তি থাকে এইবার তুমি তোমার ধর্ম্ম অর্জ্জনের আয়োজন কর।

রুদ্ররূপ। ও তোমরা আমায় বধ করে তন্ত্রসার ধ্বংশ করতে চাও?

ভবানী। না, আমি তোমায় মানুষের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে চাই। চিনিয়ে দিতে চাই যে, মানুষ দেবতা। অদৃশ্য দেবতার মূর্ত্তি পূজা করে—জীব হত্যা করলে পুণ্য অর্জ্জন হয় না কাপালিক। পুণ্য অর্জ্জন হয়—মায়ের মর্য্যাদা দিয়ে—দরিদ্রের সেবা করে, আর্ত্তের জীবন রক্ষা করে—মাটির বুকে সকলকে সমজ্ঞানে সম্মান দিলে।

রাজনারায়ণ। যাও, এবার মানে মানে সরে পড়।

রুদ্ররূপ। এ বালিকাকে না নিয়ে আমি যাব না।

রাজনারায়ণ। না—না ওদিকে আর হাত বাড়িও না, তুমি নিজে মুক্তি পেয়েছ এই তোমার সৌভাগ্য। আর বেশী চাইলে শেষ পর্য্যন্ত কিছুই পাবে না।

রুদ্ররূপ। তন্ত্রসার যদি সত্য হয়—তাহলে একদিন এই অত্যাচারের প্রতিশোধ আমি নেব।　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

দিবা। আমার কি হবে বাবা?

ভবানী। তোমার কোন ভয় নেই মা। হ্যাঁ, তোমার কে আছে?

দিবা। ছোটবেলায় ওই কাপালিক আমায় ধরে এনেছিল, আমার কেউ আছে কি নাই, আমি কিছুই জানি না।

ভবানী। বেশ, আজ থেকে তুমি আমাদের আশ্রমে থাকবে, আর মনে প্রাণে আমাদের নীতি পালন করবে! রাজনারায়ণ—

রাজনারায়ণ। আদেশ করুন মহারাজ—

ভবানী। তোমার পূর্ব্ব পুরুষের ধন-রত্নের কোন সন্ধান পেয়েছ?

রাজনারায়ণ। না মহারাজ! আমার পূর্ব্ব পুরুষ গৌড়েশ্বর রাজা নীলাম্বরদেবের সঞ্চিত ধন রত্নের জন্য আজ পাঁচ বছর বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু না, তার কোন সন্ধান করতে পারলাম না।

ভবানী। জ্যোতিষীর কথা তোমার বিশ্বাস হয়?

রাজনারায়ণ। শুধু জ্যোতিষীর কথা নয় মহারাজ! নীলাম্বরদেবের স্বহস্তে রচিত যে মানচিত্র আমি পেয়েছি, তাতে তিনি এই বনভূমিকেই নির্দ্দেশ করেছেন।

ভবানী। যাও—আরও ভাল করে খুঁজে দেখ। রাজনারায়ণ! সে ধনরত্ন যদি তুমি খুঁজে না পাও, জগতে আর কেউ তোমায় গৌড়ের রাজ বংশধর বলে বিশ্বাস করবে না।

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ মহারাজ! ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে। মানচিত্রে কুড়ি ঘড়া মোহরের নির্দ্দেশ আছে। সেই মোহর আমায় খুঁজে বার করতে হবে—বাংলার বুকে প্রকাশ করতে হবে আমার গৌরবের বংশ পরিচয়।

ভবানী। সেই সঙ্গে আমার কাছ থেকে এমন একটা সম্পদ পাবে যাতে মানব জীবনে তুমি ধন্য হয়ে যাবে।

রাজনারায়ণ। বলুন মহারাজ, কি সে সম্পদ?

ভবানী। বলব আজ নয়, সে সুদিন যদি কখনও আসে আমি নিজেই তোমায় বলে দেব। যাও এখন তুমি মোহর উদ্ধারের চেষ্টা কর।

রাজনারায়ণ। মোহর আমার চাই মহারাজ! আমার নিজের জন্য নয়, চাই আমার শত শত নিরন্ন ভাই বোনের ক্ষুধার অন্নদানের জন্য।

[প্রস্থান।

দিবা। বাবা—

ভবানী। তুমি রাজনারায়ণের সঙ্গে যাও। ওই তোমায় আমাদের আশ্রমে পৌঁছে দেবে।

দিবা। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন বাবা—[প্রণাম করিয়া প্রস্থান।]

ভবানী। ভগবান! আমার আশা কি পূর্ণ হবে না? তোমার সৃজিত মানব জাতি সবাই কি মাটির বুকে সমান অধিকার পাবে না? একজন দিনান্তে এক মুষ্ঠি অন্ন পায় না, আর একজন নিজের বিলাসিতায় শত-শত টাকা অপচয় করবে, এই কি তোমার বিচার দয়াময়?

রঙ্গরাজের প্রবেশ।

রঙ্গরাজ। মহারাজ!

ভবানী। কি সংবাদ রঙ্গরাজ?

রঙ্গরাজ। নদীপথে একখানা বড় বজরা—

ভবানী। কোথা থেকে আসছে?

রঙ্গরাজ। ভূতনাথপুর থেকে—

ভবানী। কোথায় যাবে?

রঙ্গরাজ। রংপুরে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে।

ভবানী। ও—ভুতনাথপুরের জমিদার হরবল্লভ রায়ের খাজনার টাকা যাচ্ছে—রংপুর কালেক্টারীতে।

রঙ্গরাজ। হ্যাঁ মহারাজ!

ভবানী। খাজনার টাকা যাচ্ছে—আচ্ছা ও-টাকাটা যেতে দাও রঙ্গরাজ। তা ছাড়া হরবল্লভ রায়ের সঙ্গে আমাদের যখন কোন বিবাদ নাই, তখন ও-টাকাটা লুঠ করবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই

রঙ্গরাজ। কিন্তু মহারাজ! হরবল্লভ রায় অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিয়ে, লোকের মুখে তার মায়ের কলঙ্কের কথা শুনে সেই মেয়েটিকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ভবানী। হরবল্লভের সে পুত্রবধূ এখন কোথায়?

রঙ্গরাজ। শুনেছি সে এখন তার বাপের বাড়ীর দেশে ভিক্ষে করে খাচ্ছে।

ভবানী। বাংলার বিখ্যাত জমিদার হরবল্লভ রায়ের পুত্রবধূ ভিক্ষা অন্নে জীবন যাপন করছে?

রঙ্গরাজ। হ্যাঁ মহারাজ!

ভবানী। রঙ্গরাজ! ওই বজরার সমস্ত টাকা লুটে নাও—

রঙ্গরাজ। হরবল্লভ রায় যদি বজরায় থাকে?

ভবানী। তাকে আমার কাছে বেঁধে নিয়ে আসবে—

রঙ্গরাজ। তার লোকজনকে বন্দি করব?

ভবানী। না, তাদের নিরাপদে ভূতনাথপুরের ঘাটে পৌঁছে দেবে। আর মনে রাখবে লুঠের সময় যেন কোন প্রাণহানি না হয়। আমরা হরবল্লভ রায়কে শাস্তি দিতে চাই, কিন্তু তার বেতনভোগী নিরীহ দরিদ্রের দলকে পীড়ন করতে চাই না। রঙ্গরাজ! আমরা বাংলার বুকে শান্তি রাজ্য গঠন করতে চাই, নিরীহ দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আমাদের জীবন উৎসর্গ করে অমূল্য মানব জীবনকে ধন্য করতে চাই। ধনগর্ব্বে

গর্ব্বীত ধনীর অট্টালিকা ভেঙ্গে চুরমার করে শত-শত্ নিরাশ্রয় ভাই বোনের পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করে দিতে চাই। অনাহারে অর্দ্ধাহারে আমার দরিদ্র ভাই বোন যখন ক্ষিদের জ্বালায় কেঁদে উঠে, তখন আমার বুকের পাঁজর ভেঙ্গে যায়। রঙ্গরাজ! ওই দরিদ্র শোষণকারি স্বার্থপর ধনীর টাকা কেড়ে নিয়ে আমার দীন দরিদ্র অনাহার ক্লিষ্ট ভাই বোনের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

দুর্লভ ও পরাণের প্রবেশ।

দুর্লভ। কুড়িয়ে নাও পরাণ, মোঠাইগুলো কুড়িয়ে নাও।

পরাণ। অন্ধকারে কোথায় ফেল্‌লেন হুজুর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

দুর্লভ। রাত্রি শেষ হয়ে গেছে—এইবার ভোরের আলো ফুটলেই, পথঘাট সব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ হে পরাণ পাল্কিটা কোন দিকে গেল লক্ষ রাখ।

পরাণ। বেয়ারারা পাল্কী নামিয়ে রেখে ওইখানে বসে বসে হাওয়া খাচ্ছে।

দুর্লভ। পাল্কি নামিয়েছে যখন, তখন আমরাও এখানে খানিকটা হাওয়া খেয়েনি।

পরাণ। ভাল কথা হুজুর। আমি এতক্ষণ এই কথা বলব বলে মনে করছিলাম। আর অমনি আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে ফস্ করে বলে ফেল্‌লেন।

দুর্লভ। পথে ছুঁড়ীর সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছিল নাকি?

পরাণ। আমি ত হুজুর সর্ব্বদাই তার পাল্কির পাশে পাশেই আস্‌ছি

দুর্লভ। তোমার সঙ্গে কোন কথা-টথা হয়েছে নাকি ?

পরাণ। বরাবরই আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে আসছে।

দুর্লভ। কি কি কথা বল্‌লে ?

পরাণ। এটা কি ? ওটা কি ? এ জায়গার নাম কি—

দুর্লভ। তবে সেখানে অমন করে হাতে পায়ে ধরছিল কেন ?

পরাণ। সে কথা আমি ছুঁড়িকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

দুর্লভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—কি বল্‌লে ?

পরাণ। ওরকম না করলে পাড়ার লোকে যে বেরিয়ে গেছে বলে বদ্‌নাম দেবে, তাই একটু হৈচৈ করে পাড়ায় লোক জানা জানি করে এলো। আসলে হুজুর ওসব ঠিক আছে, দেখছেন্ না পথে আর কোন গোলমাল নেই। আপনার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করছিল হুজুর।

দুর্লভ। বল কি পরাণ। আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছে ?

পরাণ। আবার বল্‌ছিল ওনার এই পথ হেঁটে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে বোধ হয় ?

দুর্লভ। তারা ব্রহ্মময়ী ওর সুমতি দিন।

পরাণ। মা তারা ব্রহ্মময়ী—

দুর্লভ। তুমি কিছু জলটল খেয়েছ পরাণ ?

পরাণ। কই আর খেলুম হুজুর—সারা পথতো আপনার জন্য পাল্কির পাশে পাশে ছুটছি।

দুর্লভ। নাও এইবার কিছু খেয়ে নাও।

পরাণ। খাব কি হুজুর আপনার নাড়ুতো সব পড়েই গেছে।

দুর্লভ। আরও গোটাকতক আছে, নাও খেয়ে তুমি একটু জল খাও।

পরাণ। আপনার খেয়েই তো বেঁচে আছি হুজুর। দিন নাড়ু দিন।

দুর্লভ। এই নাও [পরাণকে নাড়ু দিলেন] খেয়ে ওই পুকুর থেকে একটু জল খেয়ে এসো।

পরাণ। হ্যাঁ হুজুর বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—একটু জল খেয়ে আসি।

[যাইতে উদ্যত]

সন্ন্যাসী। [নেপথ্যে] বনের ভিতর এ পাল্কি কাদের ?

দুর্লভ। [পিছু হটিয়া] পরাণ !

পরাণ। [দুর্লভের পিছনে গিয়া] হুজুর—

দুর্লভ। কি ব্যাপার বল দেখি ?

পরাণ। মনে হয় বিশেষ সুবিধে নয়। এত ভোরে বনের ভেতর যখন ঘোরা-ফেরা করছে, তখন ওরা নিশ্চয় ভাল লোক নয়।

দুর্লভ। ছুঁড়িটাকে কি পাল্কির ভেতর থেকে বার করে নিয়ে আসবে ?

পরাণ। সেই ভাল হুজুর, ছুঁড়িকে পাল্কি থেকে বার করে নিয়ে বনের ভিতর খানিকটা গা ঢাকা দিয়ে থাকা যাক্। তারপর সকাল হলেই, পথ খুঁজে যেদিকে হোক যাওয়া যাবে। চলুন হুজুর এখন চট্‌পট্ সরে পড়ি চলুন—

দুর্লভ। তাই চল পরাণ তাই চল। [অগ্রসর]

সন্ন্যাসী। [নেপথ্যে] দাঁড়াও, এই পাল্কির বেয়ারা দাঁড়াও। পালিয়ে তোমরা পরিত্রাণ পাবে না।

পরাণ। ওরে বাবারে ওই এলোরে—

দুর্লভ। ও—পরাণ আমায় ফেলে যেওনা, তাহলে আমি মাঠে মারা যাব।

পরাণ। হুজুর আপনাকে বাঁচাতে গেলে—আমার গিন্নীকে নোয়া

খুলতে হবে। আপনি এইবার আপনার তল্পিতল্পা সাম্‌লান। ওরে বাবা এখন আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

[প্রস্থান।

দুর্লভ। ওরে বাবারে আমার কি সর্ব্বনাশ হলোরে। দোহাই বাবা ভগবান এ যাত্রা আমায় রক্ষা কর বাবা। এমন কাজ আমি আর করব না। ও পরাণ! বলে দাও আমি এখন কোথায় যাই এই অন্ধকারে।

[সভয়ে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বনপথ।

রাজনারায়ণের প্রবেশ।

রাজনারায়ণ। অন্ধকার! অন্ধকার! অন্ধকার সমাচ্ছন্ন জীবন, তার মাঝে মন একা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছে। শান্তি নেই—তৃপ্তি নেই—শুধু মানব জন্মের পরিচয় চাই। নীলাম্বর দেব! নীলাম্বর দেব! তোমার সঞ্চিত ধনরাশি—

দ্রুত মদনের প্রবেশ।

মদন। দিদি—দিদি!...এই যে তুমি! দেখেছ? দেখেছ তাকে—

রাজনারায়ণ। কাকে চাও তুমি?

মদন। আমার দিদিকে—

রাজনারায়ণ। কে তোমার দিদি?

মদন। দূর ছাই! অত কথার জবাব দেবার সময় নেই,—আমি আজ দুদিন দুরাত তারজন্য ছুটে ছুটে আসছি—বলনা সে কোনদিকে গেল?

রাজনারায়ণ। ওখানে একটা পাল্‌কি আছে, খুঁজে দেখ পেলেও পেতে পার।

মদন। পাল্‌কি আমি দেখে এসেছি, ওর দোর খোলা, ওতে কেউ নেই।

রাজনারায়ণ। তাহলে পাল্‌কি থেকে তাকে বার করে নিয়ে গেছে।

মদন। বার করে নিয়ে গেছে ?

রাজনারায়ণ। যাকে খুঁজতে এসেছ সে তোমার কে হয় ?

মদন। আমার দিদিগো—আমার দিদি। এই দেখনা তার জন্য আমার মাথা ফেটে রক্ত পড়ছে—

রাজনারায়ণ। এদিকে এসো দেখি—

মদন। না—না এ আর দেখতে হবে না। তাকে যদি খুঁজে পাই আমার মাথার ঘা আপনিই সেরে যাবে। আমি যে চোখের সামনে দেখেছি, তার স্বামী পাগল হয়ে গেল, সেইজন্য দিশেহারা পথিকের মত রাতের অন্ধকারে তাকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

রাজনারায়ণ। আমিও পাঁচ বছর খুঁজতে বেরিয়েছি! কত জনপথ—নদ-নদী, গিরি-কান্তার পার হয়ে এখানে এসেছি। না! আজও নীলাম্বর দেবের সে ধনরত্নের কোন সন্ধান পাইনি।...তুমিও তোমার হারাণ সম্পদ খুঁজে পাবে না।

মদন। পাব—পাব আমি তাকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাব—

গীত

দিদিগো ফিরে এসো এসো ফিরে।
তোমারি লাগিয়া কাঁদে তব প্রিয়—
ভাসায়ে বয়ান অশ্রুনীরে॥
দশম বছর পরেতে
ফিরেছে তোমার দ্বারেতে

খুঁজিছে কাগায় ডাকিছে তোমায়
মুছাতে অশ্রু তার তোমার কমল করে ॥ [প্রস্থান।

রাজনারায়ণ। শত্রু! শত্রু! চারিদিকে শত্রু! শত শত বর্ষ পাঠান মোগলেরা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে গেছে। তাদেরই ভয়ে গৌড়েশ্বর রাজা নীলাম্বর দেব সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যার ফলে আমি তাঁর বংশধর হয়ে এক মুষ্ঠি অন্নের জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। নীলাম্বরদেব! তোমার নির্দ্দেশিত ধনরত্নের যদি আমি সন্ধান করতে না পারি, জগতে কেউ আমায় তোমার বংশধর বলে বিশ্বাস করবে না, সমাজের চক্ষে আমি হব পাগল—

প্রফুল্লর প্রবেশ।

প্রফুল্ল। বলতে পারেন গ্রামে যাবার পথ কোনদিকে?

রাজনারায়ণ। গ্রাম? সে যে এখান থেকে বহুদূর—

প্রফুল্ল। বহুদূর—

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ! গ্রামে তোমার কি দরকার?

প্রফুল্ল। আমার কিছু হাট-বাজারের প্রয়োজন।

রাজনারায়ণ। কোথায় থাক তুমি?

প্রফুল্ল। ওই ভাঙ্গা বাড়ীতে।

রাজনারায়ণ। এইখানে থাক, অথচ তুমি এখানকার পথ-ঘাট জাননা?

প্রফুল্ল। আমি এখানে নূতন এসেছি কিনা তাই, আচ্ছা আপনাকে দেখে বেশ ভদ্রবংশধর বলে মনে হচ্ছে, আপনি আমায় কিছু হাট-বাজার করে দিতে পারেন না?

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ তা পারি। দাও পয়সা কড়ি দাও, আমি বাজার করে এনে দিচ্ছি।

প্রফুল্ল। পয়সা আমার কাছে নেই—

রাজনারায়ণ। তবে টাকা দাও—

প্রফুল্ল। টাকাও নেই।

রাজনারায়ণ। তবে তুমি কি নিয়ে হাটে-বাজারে যাচ্ছিলে?

প্রফুল্ল। আমার কাছে এইটে আছে। এইটা যদি দয়া করে ভাঙ্গিয়ে দেন—

রাজনারায়ণ। কই দেখি কি আছে? একি! এ যে মোহর—

প্রফুল্ল। বলুন দেখি, এ মোহরটার কত দাম হবে?

রাজনারায়ণ। এ মোহর তুমি কোথায় পেলে?

প্রফুল্ল। যেখানেই পাই সে কথা জানবার আপনার প্রয়োজন নাই।

রাজনারায়ণ। শতবার আছে। ওই মোহরের জন্য পাঁচ বছর আমি পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। বল এ মোহর তুমি কোথায় পেলে?

প্রফুল্ল। না, সে কথা আমি বলব না—

ভবানীপাঠকের প্রবেশ।

ভবানী। বলতে হবে—

রাজনারায়ণ। ওই দেখুন মহারাজ! ওই সেই মোহর। এই দেখুন নীলাম্বর দেবের মানচিত্র, আর ওই সেই ভাঙ্গা বাড়ী।

ভবানী। এখনও বলছি সত্য বল এ মোহর তুমি কোথায় পেয়েছ?

প্রফুল্ল। যদি না বলি?

ভবানী। তোমার বিপদ বাড়বে, আমরা তোমার সব মোহর লুঠ করে নেব।

প্রফুল্ল। আপনারা কি—

রাজনারায়ণ। ডাকাত। যার নামে বরেন্দ্র বঙ্গভূমি সভয়ে কেঁপে ওঠে—উনি সেই ডাকাত সর্দ্দার গুরু ভবানী পাঠক।

প্রফুল্ল। আপনিই ভবানী পাঠক !!

ভবানী। হ্যাঁ—

রাজনারায়ণ। বল কোথায় আছে মোহর ?

প্রফুল্ল। ওই ভাঙ্গা বাড়ীতে।

ভবানী। কি করে সন্ধান পেলে ?

প্রফুল্ল। এক মৃত্যুপথযাত্রি বৃদ্ধের কাছে আমি ওই মোহরের সন্ধান পেয়েছি।

ভবানী। কত মোহর আছে ?

প্রফুল্ল। কুড়ি ঘড়া—

রাজনারায়ণ। এই দেখুন মহারাজ [মানচিত্র দেখাইল] মোহরের হিসাব। মোগল পাঠানের ভয়ে গৌড়েশ্বর রাজা নীলাম্বরদেব ওই কুড়ি ঘড়া মোহর এই বনে লুকিয়ে রেখে গেছেন। আজ তো আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে যে সত্যই আমি গৌড়ের রাজবংশধর।

ভবানী। শুধু আমি একা নই, আজ যে পরিচয়ের প্রমাণ তুমি দিলে, তাতে সমগ্র বঙ্গদেশ তোমাকে গৌড়ের রাজবংশধর বলে সম্মান দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

রাজনারায়ণ। আমায় কি সম্পদ দেবেন বলেছিলেন ?

ভবানী। দেব, কিছুদিন পরে। এখন তুমি আশ্রমে গিয়ে তোমার বিজয় সংবাদ প্রচার করে দাও।

রাজনারায়ণ। শুধু আশ্রমে নয় মহারাজ, দামামা নির্ঘোষে বাংলার এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচার করে যাব যে, আমার এ মানচিত্র মিথ্যা নয়। সত্যই আমি গৌড়ের রাজবংশধর। মহারাজ ! এইবার বরেন্দ্র বঙ্গভূমির স্বার্থপর জমিদারদের ধ্বংস করতে ওই মোহরের সাহায্যে আপনি গঠন করুন সুশিক্ষিত সৈন্যদল। আর আমি বাকি

নিরত্ন দুহাত ভরে—আমার গরীব ভাই বোনেদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে যাই। [প্রস্থান।

ভবানী। তুমি এখন কি করবে?

প্রফুল্ল। আপনি যদি কন্যা স্নেহে আমায় আশ্রয় দেন—আমি আপনার কাছেই থাকব।

ভবানী। তোমার পরিচয়—

প্রফুল্ল। আমি ব্রাহ্মণ কন্যা।

ভবানী। তোমার সিঁথেয় সিঁদুর দেখছি, তুমি বিবাহিতা, তোমার শ্বশুর বাড়ী কোথায়?

প্রফুল্ল। আমায় ক্ষমা করবেন বাবা, সে কথা আমি এখন বলব না। সময় হলে আপনাকে সব জানাব। আমায় শুধু দয়া করে একটু আশ্রয় দিন।

ভবানী। আমার আশ্রমে থাকতে হলে, কতকগুলি নিয়ম পালন করতে হবে।

প্রফুল্ল। পালন করবো।

ভবানী। লেখাপড়া শিখতে হবে।

প্রফুল্ল। শিখব।

ভবানী। তোমায় সংযমী হতে হবে। চিত্তজয় করে রিপু জয়ি হয়ে ডাকাতদলের সকলকে সমভাবে স্নেহ দিয়ে—মাতৃত্বের আসন অধিকার করতে হবে। পারবে?

প্রফুল্ল। পারব।

ভবানী। একাহারে—অর্দ্ধাহারে—কঠোর ব্রত পালন করতে হবে।

প্রফুল্ল। করবো বাবা! আমি ভিখারী বামুনের মেয়ে, উপবাস করা আমার অভ্যাস আছে।

ভবানী। রাজসিংহাসনে বসে, রাজ্ঞীর গাম্ভীর্য্য নিয়ে রাজ্য শাসন করতে হবে, অপরাধির বিচার করতে হবে। লক্ষ্মীরূপা মাতৃমূর্ত্তিতে বিশৃঙ্খল ডাকাত দলে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তুমি করবে তাদের পরিচালনা। আর শত শত ডাকাত-সন্তান যুক্ত করে তোমার পদতলে বসে তোমার চরণ বন্দনা করে, করবে তোমার আদেশ পালন।

প্রফুল্ল। এই দায়িত্ব কি আমি বহন করতে পারব বাবা?

ভবানী। পারবে—পারবে। আমি তোমার মধ্যে সেই তেজময়ী মাতৃমূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি। আমি বহুদিন কল্পনায় তোমায় খুঁজেছি, পাইনি। আজ সামনে পেয়েছি, আজ আর আমি তোমায় ছেড়ে দেব না। আমার ভার গ্রহণ করে, আমায় মুক্তি দিয়ে, তুমি হও বরেন্দ্র বঙ্গভূমির অত্যাচার দলনী, শত শত নিরন্ন বাঙ্গালীর অন্নদায়িনী জননী "দেবী চৌধুরাণী"।

মদন। [নেপথ্যে] আগুন—আগুন—রক্ষা কর—রক্ষা কর—

প্রফুল্ল। কি হয়েছে বাবা? ওদিকে চীৎকার করছে কারা?

ভবানী। ঠিক বুঝতে পারছি না।

পুনঃ দ্রুত মদনের প্রবেশ।

মদন। কে আছ? রক্ষা কর—রক্ষা কর।

প্রফুল্ল। কি হয়েছে পথিক?

মদন। একি! দিদি!

প্রফুল্ল। মদন—

ভবানী। ওখানে কি হয়েছে পথিক?

মদন। আমি নদী পেরিয়ে গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, ইজারাদারের লোকজন গ্রামবাসীদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে সমস্ত জিনিষপত্র লুঠে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রফুল্ল। গ্রামবাসীর অপরাধ ?

মদন। শুনলাম, তারা দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টির জন্য যথা সময়ে খাজনার টাকা দিতে পারেনি। তাই তাদের এই শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে।

প্রফুল্ল। বাবা! এখন কি এ অত্যাচারের কোন প্রতিকার করা যায় না ?

ভবানী। প্রতিকার ? হ্যাঁ, প্রতিকার করতে হবে মা। আচ্ছা, ইজারাদারের লোকসংখ্যা কত বলতে পার ?

মদন। আমার মনে হয় চার পাঁচ'শ হবে—

ভবানী। চার পাঁচ'শ ? [মুখে এক প্রকার শব্দ করিলেন। দূরে দামামা বাজিয়া উঠিল।]

সন্ন্যাসীগণ। [নেপথ্যে] জয় গুরুজীর জয়।

কয়েকজন সন্ন্যাসীসহ রঙ্গরাজের প্রবেশ।

ভবানী। ইজারাদারের ফৌজ হরিশপুর লুঠ করছে। তোমরা এই মুহূর্ত্তে হাজার ফৌজ নিয়ে হরিশপুরে যাও। অত্যাচারি সরকারী ফৌজের কবল থেকে নিরীহ গ্রামবাসিদের উদ্ধার করে, তাদের লুণ্ঠিত অর্থ কেড়ে নিয়ে সেই দুঃস্থ গ্রামবাসীদের মধ্যেই বিলিয়ে দিয়ে আসবে। আর হাজার কণ্ঠে তারস্বরে ঘোষণা করে আসবে, আজ থেকে এইভাবে বরেন্দ্র বঙ্গভূমির স্বার্থপর ধনির অত্যাচার দমন করবে "দেবী চৌধুরাণী"।

[সন্ন্যাসীসহ রঙ্গরাজের প্রস্থান।

প্রফুল্ল। বাবা!

ভবানী। মা! নৃশংস ফৌজের অত্যাচারে যারা আজ সর্ব্বহারা হয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তোমার ভাণ্ডারের সঞ্চিত ধনরাশি দিয়ে সাহায্য করে তুমি হও তাদের অন্নদায়িনী মা অন্নপূর্ণা।

[প্রস্থান

মদন। দিদি! আমায় একটা কাজের ভার দাও।

প্রফুল্ল। তোমায় একটা কাজের ভার দেব মদন। আজ থেকে তোমায় আমার সতীন সাগরের বাপের বাড়ীর সন্ধান করতে হবে।

মদন। তাকে আবার তোমার কি প্রয়োজন?

প্রফুল্ল। আমার মহাব্রত উদ্‌যাপন করতে তাকেও আমার প্রয়োজন হবে। হ্যাঁ, আপাততঃ তুমি কিছু টাকা নিয়ে বরকন্দাজদের সঙ্গে গিয়ে ওই পীড়িত গ্রামবাসীদের দিয়ে এস। আর তাদের বলে আসবে আজ থেকে তাদের সব সুখ-দুঃখের ভার বহন করবে তাদের মা "দেবী চৌধুরাণী"।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভুতনাথপুর জমিদার বাটী।

হরবল্লভ।

হরবল্লভ। দেবী চৌধুরাণী! দেবী চৌধুরাণীর ভয়ে আজ সারা বাংলাদেশ কেঁপে উঠেছে। এক মাস বিশ্বনাথকে খাজনা দিতে পাঠিয়েছি, এখনও সে ফিরল না! তবে কি তার কোন বিপদ…না—না সে কি করে সম্ভব!

ছিন্ন মলিন বসনে ফুলমনির প্রবেশ।

ফুলমনি। দুটি ভিক্ষে দাও না বাবা!

হরবল্লভ। এদিকে নয় ওই অন্দরের পথে যাও।

ফুলমনি। অন্দরের পথতো জানিনা বাবা।

হরবল্লভ। অন্দরের পথ জাননা! কোথা থেকে আসছ তুমি?

ফুলমনি। আমার আর থাকবার কোন ঠিক নেই।...একদিন ছিল। স অনেকদিন আগে—আমাদের বাড়ী ছিল দুর্গাপুরে।

হরবল্লভ। দুর্গাপুরে! আচ্ছা বলতে পার দুর্গাপুরের...না থাক্ সে থায় আর দরকার নেই।

ফুলমনি। তোমাদের প্রফুল্ল বৌয়ের কথা জিজ্ঞাসা করছ?

হরবল্লভ। তুমি কি করে জানলে?

ফুলমনি। কেন জানব না বাবা? অত জাঁকজমক করে তুমি ছলের "বে" দিয়ে—তাকে বৌ করে নিয়ে এলে, আর আমরা গাঁয়ের লাক হয়ে জানব না?

হরবল্লভ। আচ্ছা সে এখন কোথায় বলতে পার?...না থাক্, সে থা আর বলতে হবে না।

ফুলমনি। কেন? আমি জানিনা মনে করছ? আমি সব জানি াট বছর বয়সে তার "বে" হল, তার মায়ের কলঙ্কের কথা শুনে তোমরা তাকে তাড়িয়ে দিলে। দশ বছর পরে সেয়ানা হয়ে আবার সে তোমাদের াড়ী এল, তোমরা তাকে থাকতে দিলে না। সেই শোকে তার মা মরে গল। তারপর হঠাৎ একদিন রাত্রে—

হরবল্লভ। কি হল তার—

ফুলমনি। আমার বরাত ভাঙ্গল! আমার স্বামি—

হরবল্লভ। তোমার স্বামী বুঝি মারা গেলেন?

ফুলমনি। না—না আমার স্বামী মরেনি—তোমাদের প্রফুল্ল বৌ—

হরবল্লভ। কি হল? সে কি মরে গেছে?

ফুলমনি। হ্যাঁ—হ্যাঁ সে মরেছে—আর আমাকেও মেরে গেছে। সেই যে অন্ধকার রাত্রে আমার স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর রে এলেন না!

হরবল্লভ। এতদিনেও তোমার স্বামী যখন ফেরেননি তখন নিশ্চয় মারা গেছেন।

ফুলমনি। না—না আমার স্বামী মরেননি। তিনি আবার ফিরে আসবেন—তোমাদের প্রফুল্ল বৌ যখন মরবে।

হরবল্লভ। তবে কি প্রফুল্ল বৌ এখনও বেঁচে আছে?

ফুলমনি। না—না প্রফুল্ল বৌ মরে গেছে। আমার স্বামী বেঁচে আছেন। উঃ আজ দুদিন খেতে পাইনি। গাঁয়ের লোক রোজ রোজ আর আমায় ভিক্ষে দিতে চায় না। তাই আমি দুদিন পায়ে হেঁটে—তোমাদের বাড়ী এসেছি। বহুদিন ধরে শুন্‌ছি কিনা যে, তোমরা খুব বড়লোক। তাই অনেক ভিক্ষে পাব মনে করে ছুটে এসেছি। দাওনা বাবা আমায় কিছু ভিক্ষে দাও না।

হরবল্লভ। আগে বল প্রফুল্ল বৌ কোথায়?

ফুলমণি। লোকে অনেক কথা বলে—কিন্তু আমি ওসব কিছুই জানি না।

হরবল্লভ। তুমি সব জান, বল প্রফুল্ল বৌ কোথায়?

ফুলমনি। না—না আমি কিছু জানিনা। আমি ওসব বলতে পারব না। আমায় কিছু ভিক্ষে দাও আমি চলে যাই।

হরবল্লভ। তুমি এখানে ভিক্ষে পাবে না।

ফুলমনি। ভিক্ষে পাব না! এত কষ্ট করে এতদূর এসেও ভিক্ষে পাব না?

হরবল্লভ। না—না তুমি ভিক্ষে পাবে না। যাও এখান থেকে চলে যাও।…হ্যাঁ, শোন প্রফুল্ল বৌয়ের কথা আর কারো কাছে বলবে না—আর এ গাঁয়ে তুমি কখনও আসবে না।

ফুলমণি। অন্য কিছু না দাও, এক মুঠো চাল দাওনা বাবা।

হরবল্লভ। না, কিছুই দেব না। যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ফুলমনি। ভিখারীকে তুমি ভিক্ষা দেবে না? ও হ্যাঁ—হ্যাঁ তোমার কাছে আমার আসাই ভুল হয়েছে। ব্যাটার বৌকে যে ভাত দেয় না, তার কাছে ভিক্ষা চাইতে আসাই আমার ভুল হয়েছে। [প্রস্থান।

হরবল্লভ। এতদিন পরে আবার দুর্গাপুরের কথা—প্রফুল্ল বৌয়ের কথা—যাক্! যা হয়ে গেছে সে নিয়ে আর চিন্তার প্রয়োজন নেই।

বিশ্বনাথের প্রবেশ।

বিশ্বনাথ। হুজুর!

হরবল্লভ। এই যে বিশ্বনাথ! আমি আজ কদিন তোমার কথাই ভাব্‌ছি। খাজনার টাকা ভালয় ভালয় রংপুর কালেক্টরীতে পৌঁছে গেছে?

বিশ্বনাথ। না হুজুর, খাজনার টাকা রংপুরে পৌঁছায়নি—

হরবল্লভ। সে-কি?

বিশ্বনাথ। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে আমাদের বজরা আটক করে ডাকাতেরা খাজনার টাকা লুঠে নিয়েছে।

হরবল্লভ। সর্ব্বনাশ হয়ে গেল! বিশ্বনাথ! এতদিনে তোমরা আমায় পথে বসালে! খাজনার টাকা লুঠ হল না বিশ্বনাথ, আমার কপাল ভেঙে গেল!

বিশ্বনাথ। কি করব হুজুর? টাকা রক্ষা করতে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা এমনি সুকৌশলী যে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করে সর্ব্বস্ব নিয়ে চলে গেল।

হরবল্লভ। আমাদের কজন হতাহত হয়েছে?

বিশ্বনাথ। ডাকাতেরা আমাদের কাউকে আঘাত করেনি।

হরবল্লভ। ও আমার টাকা ডাকাতের হাতে তুলে দিয়ে—তোম সকলে বন্দুক তলোয়ার নিয়ে অক্ষত শরীরেই ফিরে এসেছ? বা চমৎকার! বিশ্বনাথ!! এই রকম বেইমানি কতদিন আরম্ভ করেছ?

বিশ্বনাথ। বিশ্বাস করুন হুজুর আমার কথা সত্য—

হরবল্লভ। চুপ রও বিশ্বাসঘাতক।

বিশ্বনাথ। হুজুর!

হরবল্লভ। আর একটা কথা বললে চাব্‌গে পিঠের ছাল তুলে দেব।

বিশ্বনাথ। আপনি বড়লোক—আমরা গরীব। আমরা ছুটি ভাতের জন্য আপনার বাড়ীতে চাকরী করতে এসেছি। আপনি যত ইচ্ছা আমাদের উপর চাবুক চালাতে পারেন, আমাদের বলবার কিছুই নেই। কিন্তু বাবু একটু উপরের দিকে চেয়ে চাবুক চালাবেন। আমরা কিছু না বললেও ন্যায় বিচার থেকে আপনি পরিত্রাণ পাবেন না।

হরবল্লভ। চুপ কর্। তোমার মুখে আর ধর্ম্মের বড়াই সাজেনা।

বিশ্বনাথ। আপনি বিশ্বাস করুন বাবু আমি চোর নই—আপনার টাকা যদি আমি চুরি করে থাকি তাহলে আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হয়।

হরবল্লভ। থাম। ও কাঁদুনিতে আমার মন ভোলাতে পারবে না। আমি তোমার শয়তানি বুঝতে পেরেছি। তোমার চক্রান্তেই আমার টাকা গেছে।

বিশ্বনাথ। বাবু! ভগবানের নামে দিব্বি করে বলতে পারি—

হরবল্লভ। জোচ্চোর, শয়তান, আমার টাকা চুরি করে, আমা কাছে সাধু সাজতে চাও?

বিশ্বনাথ। বাবু আমি যদি জোচ্চোর শয়তান হতাম এতদি আপনার জমিদারি লাটে উঠে যেত। আপনার টাকা কতবার আ

বুকে করে রংপুর কালেক্টরীতে দিয়ে এসেছি। কতবার হাজার হাজার টাকা বিনা হিসাবে আমার বাক্সে থেকে গেছে। কখনও তা থেকে একটি পাই পয়সাও তঞ্চক হয়নি, আজ এতদিন পরে যদি আপনি আমায় চোর বলেন—আমার আর কিছু বলবার নেই।

হরবল্লভ। সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমার এত লোকজন বর্ত্তমানে ডাকাতি হয় কি করে ?

বিশ্বনাথ। ডাকাতদের কৌশলের কাছে আমরা পরাজিত।

হরবল্লভ। এই কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাদের লাঠিয়াল বন্দুকধারী সব চুপ করে বসে রইলো—আর ডাকাতদল নির্ব্বিবাদে টাকা নিয়ে চলে গেল। না—এ সম্পূর্ণ মিথ্যা—

রুদ্ররূপের প্রবেশ।

রুদ্ররূপ। না, একথা সম্পূর্ণ সত্য।

হরবল্লভ। কে তুমি ?

রুদ্ররূপ। আমি একজন তান্ত্রিক কাপালিক। কিন্তু একটু নির্জ্জনে বসে মায়ের রূপ ধ্যান করব তারও উপায় নেই। ডাকাতের অত্যাচারে দেশ থেকে ধর্ম্মকর্ম্ম লুপ্ত হতে চলেছে।

হরবল্লভ। আমার এই ডাকাতির বিষয় তুমি কিছু জান ?

রুদ্ররূপ। আপনার ডাকাতির বিষয় আমি বিশেষ কিছু জানি না। তবে তারা যে এইভাবে জলে স্থলে ডাকাতি করে আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।

হরবল্লভ। এ কার দল ?

রুদ্ররূপ। আগে ছিল ভবানী পাঠকের, এখন হয়েছে দেবী চৌধুরাণীর—

হরবল্লভ। ভবানীপাঠক—দেবী চৌধুরাণী! বলতে পার এদের আড্ডা কোথায় ?

রুদ্ররূপ। বৈকুণ্ঠপুরের দিকে থাকে জানি, কিন্তু সঠিক সংবাদ বলতে পারিনা। আপনার মত প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের পরগণায় যদি এইভাবে দস্যুর অত্যাচার সহ্য করতে হয়, বড় লজ্জার কথা।

হরবল্লভ। ডাকাতেরা ডাকাতি করবে তা আমি কি করব? তুমি নিজে শুনছো যে, আমারই খাজনার টাকা ডাকাতি হয়ে গেছে। এখন খাজনার টাকা দিতে না পারলে আমার জমিদারী বিকিয়ে যাবে।

রুদ্ররূপ। মায়ের কাছে প্রার্থনা করি, সে দুর্দ্দিন যেন আপনার না আসে। আমি তান্ত্রিক সাধক। আমি যদি আপনার জন্য মাকে ডাকি, সে বেটিকে ছুটে আসতেই হবে।

হরবল্লভ। না আর আমি ভাবতে পারি না। ডাকোত সন্ন্যাসী তোমার মাকে, সেই রূপে ডাক—যে রূপে দশভুজা দনুজদলনী দৈত্য দলন করেছিলেন।

রুদ্ররূপ। **গীত**

জয় ত্রিতাপ তারিণী ত্রিলোক বন্দিনী
শঙ্কট নাশিনী ত্রিলোচনী।
জয় শঙ্কর মোহিনী
সন্তান পালিনী
নৃমুণ্ড মালিনী করালিনী॥
জয় ভক্তজন নিকর প্রতি
দেবী দয়া বতী
দুর্গতি জন গতি প্রদায়িনী।
জয় হুতাশ জ্বালিকে
নগেন্দ্র বালিকে
হ্রীং ক্লীং শ্রীং বীজ স্বরূপিনী॥

[দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম]

হরবল্লভ। চমৎকার সন্ন্যাসী, বহুকাল পরে মায়ের রূপ বর্ণনা শুনে মনটা নব-আনন্দে নেচে উঠেছে। যাও বিশ্বনাথ! লাটের টাকার জন্য যেমন করে পার প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিয়ে এসো। হ্যাঁ তুমি একবার ব্রজেশ্বরকে আমার কাছে ডেকে দিয়ে যাও।

বিশ্বনাথ। হুজুরের আদেশ পালন করতে এ গোলাম সর্ব্বদাই প্রস্তুত। [প্রস্থান।

রুদ্ররূপ। তা'হলে এইবার দস্যু দমনের একটু ব্যবস্থা করুন।

হরবল্লভ। সুযোগ পেলেই ব্যবস্থা করব সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, তুমি এখন কোথায় যাবে?

রুদ্ররূপ। আমি এখন এই ভুতনাথপুরের শ্মশানেই থাকব। দস্যু-দমনের জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয়—আমায় স্মরণ করতে যেন ভুলে যাবেন না। [প্রস্থান।

হরবল্লভ। [পায়চারি করিতে লাগিলেন] ভবানীপাঠক, দেবী-চৌধুরাণীর অত্যাচার সীমা ছাপিয়ে গেছে। যেমন করেই হোক এবার তাদের দমন করতেই হবে।

জনৈক পাইকের প্রবেশ।

পাইক। হুজুর কোম্পানীর একজন সাহেব এসেছেন—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!

হরবল্লভ। যাও তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দাও। [পাইকের প্রস্থান।

ব্রেনান সাহেবের প্রবেশ।

ব্রেনান। Good mornning Mr. Roy. (গুড্ মর্ণিং মিষ্টার রায়)।

হরবল্লভ। আসুন—আসুন সাহেব। এইমাত্র আমি আপনাদের কথাই ভাবছিলাম।

ব্রেনান। হামরাও রংপুরে বসিয়া বসিয়া হাপনার কঠা ভাবিয়া কোন হডিস্ না পাইয়া Last time I came to meet you. (লাষ্ট টাইম্ আই কেম টু মিট্ ইউ)।

হরবল্লভ। আপনি আমার বাড়ীতে আসবেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য সাহেব।

ব্রেনান। No no Mr. Roy, I am not a God of the world. I am a servent of the East India Company. I came from Rangpur to Bhuthnathpur only from collection of revenu. I mean. (নো নো মিষ্টার রায় আই এ্যাম্ নট্ এ গড্ অফ্ দি ওয়ালর্ড। আই এ্যাম এ সারভ্যান্ট্ অফ দি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আই কেম ফ্রম্ রংপুর টু ভুতনাথপুর, ওন্‌লি ফর কালেক্‌সন্ অফ রেভিনিউ, আই মিন্)—হামি আপনার নিকট খাজনার টাকা হাডায় করিটে আসিয়াছে।

হরবল্লভ। আমার জন্য আপনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন্ সে জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাহেব।

ব্রেনান। Many thanks Mr. Roy—(মেনি থ্যাঙ্কস্ মিষ্টার রায়) লেকিন্ হাপনি খাজনার টাকা পাঠাইটেছেন্ না কেন ?

হরবল্লভ। খাজনার টাকা আমি পাঠিয়েছিলাম সাহেব, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশত সে টাকা পথে ডাকাতি হয়েগেছে।

ব্রেনান। সে জন্য আমরা ডায়ি হইটে পারি না, আউর হাপনার এই Explation collector Mr. (Goodland এক্সপ্লেনেশান্ কালেক্টর মিষ্টার গুডল্যাণ্ড) সাহেব বিশ্বাস করিবে না। I tell you Mr. Roy (আই টেল্ ইউ মিষ্টার রায়) হাপনি যেমন করিয়া পারেন হামাডের বাকী খাজনার টাকা পরিশোধ করিয়া ডিন।

হরবল্লভ। আপনাদের রাজ্যে যদি অনবরত এই রকম চুরি ডাকাতি হতে থাকে সাহেব, তাহলে আমরা কি করে খাজনা দিতে পারি বল্‌তে পারেন ?

ব্রেনান। হাপনার ডেশের লোক হাপনার টাকা লুঠ করিবে সে জন্য হামরা কি করিবে ? You are a one of the biggest zamindar of North Bengal. (ইউ আর এ ওয়ান অফ্ দি বিগেষ্ট জমিন্‌ডার অফ নর্থ বেঙ্গল)। হাপনি হাপনার জমিন্‌ডারি রক্ষার নিমিট্ট টাকা খরচ করিয়া সিপাহী রাখুন, ডাকাইট ডমন করুন—আউর হামাডের খাজনার টাকা দিন।

হরবল্লভ। খাজনার টাকা আমি এখন দিতে পারব না সাহেব।

ব্রেনান। টাকা ডিতে না পারিলে হামরা হাপনার জমিন্‌ডারি বিক্রয় করিয়া টাকা হাডায় করিবে।

হরবল্লভ। আপনারা আমার জমিদারি বিক্রি করে টাকা নেবেন !

ব্রেনান। আলবাট্ নেবে।

হরবল্লভ। এত সাহস আপনার মিষ্টার ব্রেনান্ যে, আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে এই কথা উচ্চারণ করেন ?

ব্রেনান। এই কোঠা বলিবার জন্য হামি রংপুর হইটে, হাপনার নিকট আসিয়াছে। Just see you Mr. Roy. (জাষ্ট্ সি ইউ মিষ্টার রায়,) বাকী খাজনার জন্য হাপনার পলাশপুর পরগণা বিক্রয় করিয়া কালেক্টর সাহেব টাকা হাডায় করিয়া লইয়াছে। Now Mr. Roy. (নাউ মিষ্টার রায়), হাজ যদি হাপনি হামায় টাকা না ডেন—হাপনার সমষ্ট জমিনডারি বিক্রয় হইয়া যাইবে।

হরবল্লভ। আপনি আমায় আর কিছুদিন সময় দিন, আমি আপনাদের সমস্ত টাকা পরিশোধ করে দেব।

ব্রেনান। O no no Mr. Roy (ওঃ নো নো মিষ্টার রায়). আউর হামরা হাপনাকে সময় ডিটে পারে না। Mr. Roy (মিষ্টার রায়)। আপনি বহুট সময় লইয়াছেন, লেকিন্ হামাদের টাকা ডেন নাই। হাপনার টাকা দিবার মন নাই—হাপনি টাকা ডিবেন কি করিয়া ? Is the last time Mr. Roy (ইজ্ দি লাষ্ট টাইম মিষ্টার রায়)—হাজ যদি হাপনি হামাডের টাকা না ডেন, হামরা হাপনার জমিনডারি বিক্রয় করিয়া ডিবে।

হরবল্লভ। আমি আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করছি সাহেব, আপনারা এভাবে আমায় অপমান করবেন না। আমি বহুবার আপনাদের বহু টাকা দিয়েছি। আপনাদের বিপদে আমার কাছে আপনারা বহু সাহায্যও পেয়েছেন। আর আপনারা ভালভাবে জানেন যে, আমি ঠক্‌বাজ্ বা প্রবঞ্চক নই। এই কথা স্মরণ করে মিষ্টার ব্রেনান, আপনি দয়া করে আমায় এক মাসের সময় দিন, এই এক মাসের মধ্যে আমি আপনাদের সব টাকা পরিশোধ করে দেব।

ব্রেনান। উট্টম, হামি হামার নিজ্ ডাইট্টে আপনাকে এক মাস সময় ডিবে। But you remember Mr. Roy, is the last oppertunety of your good luck (বাট্ ইউ রিমেম্বার মিষ্টার রায়, ইজ্ দি লাষ্ট অপারচুনিটী অফ্ ইওর গুড্ লাক্)। ইহার পর যডি হাপনি হামাদের টাকা না ডেন হামরা হাপনার জমিনডারি বিক্রয় করিয়া ডিবে, আউর হাপনাকে কয়েদ করিয়া রংপুর লইয়া যাইবে।

হরবল্লভ। আপনাকে শত ধন্যবাদ জানাই সাহেব।

ব্রেনান। Well (ওয়েল), হামি এখন চলিলাম।

হরবল্লভ। না—না আজ আপনার যাওয়া হবেনা। আজ আপনাকে আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে।

ব্রেনান। Thanks very much Mr. Roy (থ্যাঙ্কস্ ভেরী মাচ্ মিষ্টার রায়)। লেকিন হামার সময় নাই। গুডল্যাণ্ড সাহেবের অর্ডার, হামায় এই পরগণায় ডাকাইত দলের সন্ধান করিটে হইবে। হামরা কাজ করিটে সাত সাগর তের নদী পার হইয়া England (ইংল্যাণ্ড) হইতে India্য (ইণ্ডিয়ায়) আসিয়াছে। কাজ থাকিটে হামরা আরাম করিয়া আটিঠ্ করিটে জানেনা। Mind that Mr. Roy (মাইণ্ড ত্থাট্ মিঃ রায়), হামি হাপনাকে একমাস সময় ডিয়াছে। এক মাস পরে হামি হাপনার সহিত দেখা করিবে। By-by (বায় বায়)— [প্রস্থান।

হরবল্লভ। টাকা—টাকা—টাকা! যেমন করে হোক টাকা আমার চাই। কিন্তু টাকা পাই কোথায়! একদিকে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের জন্য খাজনার টাকা অনাদায়, অপরদিকে দস্যুদল কর্ত্তৃক লাটের টাকা লুঠ। পাইক, বরকন্দাজ, সিপাহীদের বেতন দিতে হবে, দোল, দুর্গোৎসব ভূরি-ভোজ সব বজায় রাখতে হবে। আমি এখন কি করি? ভেবে ভেবে শেষে কি পাগল হয়ে যাব?

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। বাবা—

হরবল্লভ। এসো ব্রজেশ্বর। আমি তোমায় ডেকেছি এইজন্য যে তুমি আমার একমাত্র সন্তান। আমার বর্ত্তমান অবস্থাটা তোমার জানা উচিৎ।

ব্রজেশ্বর। আমি জেনে কি করব, ও আপনি যা ভাল বিবেচনা করবেন তাই করবেন!

হরবল্লভ। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র, আমার অবর্ত্তমানে বিষয় সম্পত্তি সবই তোমার। তাই আমার সব কাজেই তোমার মতামত জানা উচিত।

ব্রজেশ্বর। কি জানতে চান বলুন ?

হরবল্লভ। বাকি খাজনার টাকার জন্য ব্রেনান সাহেব আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমায় অপমান করে গেলেন। আর বাকী খাজনার দায়ে কোম্পানীর কালেক্টর আমাদের পলাশপুর পরগণা বিক্রী করে দিয়েছে। এখন যদি একমাসের মধ্যে গত সনের বাকী খাজনা দিতে না পারি—তাহলে সমস্ত জমিদারীই বিক্রী হয়ে যাবে।

ব্রজেশ্বর। আমি তারজন্য কি করতে পারি বলুন ?

হরবল্লভ। তোমায় কিছু টাকা সংগ্রহ করে আনতে হবে।

ব্রজেশ্বর। আমি টাকা কোথায় পাব ?

হরবল্লভ। আমার মনে হয় তুমি যদি মেজ বৌমার ভাইয়ের কাছে একবার যাও সে হয়ত দিতে পারে।

ব্রজেশ্বর। আমায় ক্ষমা করবেন বাবা, আমি আর তার কাছে টাকার জন্য যেতে পারব না।

হরবল্লভ। উত্তেজিত হয়ো না ব্রজেশ্বর। বেশ ভেবে চিন্তে কথা বল। এক মাসের মধ্যে কালেক্টরীতে টাকা দিতে না পারলে আমাদের সর্ব্বস্ব হারিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই আমি বলছিলাম কি যে, অন্তত মাস তিনেকের কড়ারে সরোজের কাছ থেকে যদি হাজার পঞ্চাশ টাকা আনতে পার তাহলে এতদিনের বংশ মর্য্যাদা বজায় থাকে।

ব্রজেশ্বর। এভাবে সরোজকুমারের কাছ থেকে বহু টাকা আপনি নিয়েছেন বাবা, কিন্তু কোনদিন তার এক পয়সাও তাকে ফেরত দেন্‌নি।

হরবল্লভ। জানি, কিন্তু টাকাত আমাদের চাই। বর্ত্তমানে সরোজ ছাড়া আর কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না।

ব্রজেশ্বর। সেটা আগে বুঝলেই আপনার ভাল হত।

হরবল্লভ। ব্রজেশ্বর! আমি তোমার পিতা—আমার আদেশ—

ব্রজেশ্বর। আপনার আদেশ পালন করতে, আত্মীয়ের কাছে আমি জোচ্চোর সাজতে পারব না।

হরবল্লভ। আমার মনে হয় তুমি নিজে না বলে, বৌমাকে দিয়ে সরোজকে বলালেই সে টাকা দিতে পারে।

ব্রজেশ্বর। আপনার কথামত সেও ত বহুবার তার ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা এনে দিয়েছে। তবু আপনি তাকে এক সঙ্গে এক মাস আপনার বাড়ীতে ভাত দেননি। আজ আবার তার ভাইয়ের কাছে টাকা চাইতে পাঠাতে আপনার একটু বাধছে না বাবা?

হরবল্লভ। ব্রজেশ্বর—

ব্রজেশ্বর। আপনি বড় বৌকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, মেজ বৌকে ভাত দেন না, ছোট বৌয়ের উপর নিত্য নূতন নির্য্যাতন, বলতে পারেন বাবা—এতেও কি লক্ষ্মীদেবি আপনার উপর সুপ্রসন্না থাকতে পারেন?

হরবল্লভ। টাকা না পেলে একমাস পরে তোমায় যে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

ব্রজেশ্বর। সেই দুর্ভাগ্য নিয়ে যদি জন্মে থাকি, তাকে ত আমি অতিক্রম করতে পারব না বাবা।

হরবল্লভ। তাহলে আমার অপমানই কি তোমার কাম্য?

ব্রজেশ্বর। আপনার নিজের মান যদি, আপনি নিজে না রাখতে পারেন, তারজন্য আমি কি করতে পারি বলুন?

হরবল্লভ। ব্রজেশ্বর! ভুল মানুষেই করে—আমিও হয়ত খেয়ালের বসে সেই ভুল করেছি, তারজন্য তুমি কি আমায় মার্জ্জনা করতে পারনা?

ব্রজেশ্বর। বাবা—

হরবল্লভ। বিশ্বাস কর ব্রজেশ্বর! আজ আমার বড় দুর্দ্দিন, এক

মাসের মধ্যে যদি আমি বাকি খাজনার টাকা পরিশোধ করতে না পারি কোম্পানীর সিপাহী আমার সাতপুরুষের বাস্তুভিটে থেকে আমায় বেঁধে নিয়ে যাবে।

ব্রজেশ্বর। সে-কি !!

হরবল্লভ। বিশ্বাস কর এই আমার খাঁটি সত্য কথা।

ব্রজেশ্বর। বাবা—

হরবল্লভ। তুমি কি আমার জন্য একবার সরোজের কাছে যেতে পার না ?

ব্রজেশ্বর। না, হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি আজই আপনার টাকার জন্য সরোজকুমারের কাছে যাব। আমি যেমন করে পারি আপনার খাজনার টাকা জোগাড় করে নিয়ে আসব।

হরবল্লভ। আমার ভুলের জন্য অভিমান করে তুমি যেন আর ভুল কর-না পুত্র।

ব্রজেশ্বর। আপনি যাই বলুন আর যাই করুন তবু আপনি যে আমার জন্মদাতা পিতা। আপনারই দয়ায় আমি পৃথিবীর আলো দেখেছি। বাল্যকালে আপনারই মুখে শুনেছি [সেই ঋষিকণ্ঠ নিঃসৃত মহাবাণী—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্ব দেবতা"। সেই পিতার জন্য আমি জীবন দেব তবু জীবিত থেকে তাঁর অপমান আমি সহ্য করব না। [প্রস্থান।

হরবল্লভ। ভগবান! রক্ষা কর দয়াময়! যেমন করে হোক এক মাসের মধ্যে টাকা আমার চাই। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রতনপুরের জমিদার বাটী।

সরোজ ও সাগর।

সাগর। টাকা দেবে না ?

সরোজ। না—না দেব না।

সাগর। দাদা—

সরোজ। আঃ—তুই আর প্যান্‌-প্যান্‌ করিস্‌নি সাগর। তোর জন্য রায় মশাইকে অনেকবার আমি অনেক টাকা দিয়েছি, আর দিতে পারব না।

সাগর। তোমার ভগ্নিপতি যখন বলছেন যে, তিন মাসের মধ্যে টাকা দিয়ে যাবেন তখন তোমার টাকা দিতে আপত্তি কিসের ?

সরোজ। কিছুই আপত্তি নেই, তবু টাকা আমি ওদের দোব না।

সাগর। দাদা! তুমি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান। তোমার বোঝা উচিত বিশেষ বিপদে না পড়লে উনি কখনও তোমার কাছে টাকার জন্য আসতেন না।

সরোজ। বিপদ যদি ওদের চিরদিন থাকে, আমায় কি চিরদিন ওদের টাকা দিয়ে উদ্ধার করতে হবে ?

সাগর। না তা বলছি না, বলছিলাম এবারের মত টাকাটা দিয়ে দিলেই ভাল হয়।

সরোজ। সেটাত আমিও জানি, কিন্তু এতো ওদের অভাব নয় বোন—এটা ওদের স্বভাব। ওরা এমনি বিষাক্ত জীব যে, ওদের ছায়া মাড়ানোও মহাপাপ।

সাগর। জানি দাদা—সব জানি ; কিন্তু এবারের মত—

সরোজ। লোকে ছেলের বিয়ে দেয়—ছেলে-বৌ নাতি-নাতনী নিয়ে সুখে সংসার করবার জন্য, আর হরবল্লভ রায় একটা ছেলের বার বার বিয়ে দিচ্ছে—পরের পয়সায় বড়লোক হবার জন্য।

সাগর। তোমার আত্মীয় যদি বিপদে পড়ে পরের হাতে লাঞ্ছিত হয়—তাতে তোমারও শুনতে খারাপ—

সরোজ। প্রতাপপুরের চর দখলের সময় আমি যখন বিপদে পড়ে ওদের বাড়ীতে সাহায্যের জন্য ছুটেছিলাম,—তখন রায় মশায় আমার সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেন নি।

সাগর। ওরা যদি খারাপ হয়, তা বলে তুমি খারাপ হবে কেন?

সরোজ। ওদের কাছে ভাল হতে গিয়ে, আমি প্রতিবারই ঠকে আসছি সাগর। যার জন্য তুই আমার কাছে সুপারিশ্ করতে এসেছিস্, তোর সেই শ্বশুর হরবল্লভ রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বরপনের বিনিময়ে ছেলের আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন—প্রতাপপুরের জমিদার বাড়ীতে। তারা তিন সতীনের ওপর মেয়ে দিতে রাজী হয়-নি, তাই এখন নিরুপায় হয়ে, আমার বাড়ীতে এসে হানা দিয়েছে।

সাগর। বাপের অপরাধের জন্য ছেলেকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

সরোজ। ওরে বরেন্দ্রভূমির বিখ্যাত পাটোয়ার জমিদার হরবল্লভ রায়ের ছেলে শয়তানির ফাঁদ পেতে আমার কাছে টাকা নিতে এসেছে।

সাগর। দাদা! হিন্দুনারী হয়ে স্বামী নিন্দা শোনা মহাপাপ। পিতার মুখে স্বামীনিন্দা শুনে দক্ষসুতা সতী পিতৃগৃহেই দেহত্যাগ করেছিলেন।

সরোজ। ওসব উপমা টুপমা দিয়ে আমায় ভোলাতে পারবি না সাগর। সোজা কথা রায় মশাইকে আর আমি টাকা দেব না।

সাগর। টাকা তোমায় দিতেই হবে।

সরোজ। না, আমার টাকা আমি দেব না—

সাগর। টাকা তোমার নিজের রোজগারের নয়। আমারও বাপের টাকা তুমিও যেমন বাপের সন্তান আমিও তেমনি বাপের সন্তান। বাপের টাকায় তোমারও যেমন অধিকার আমারও ঠিক তেমনি অধিকার। আজ আমার বিপদে তোমায় টাকা দিতেই হবে।

সরোজ। তোর জন্য আমি বহুটাকা হরবল্লভ রায়কে দিয়েছি আর দিতে পারব না।

সাগর। তুমিও দাঙ্গা হাঙ্গামা লাঠা লাঠি করে বহুটাকা নষ্ট করেছ, তা বলে কি তোমার দরকারে তুমি টাকা খরচা কর না?

সরোজ। জমি জমা বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য যা করবার প্রয়োজন হয়েছে আমি তাই করেছি।

সাগর। পুরুষের সম্পত্তি যেমন জমি জমা—নারীর সম্পত্তি তেমনি স্বামী। দাদা আজ আমার স্বামী যখন বিপদে পড়ে টাকার জন্য আমাদের বাড়ীতে ছুটে এসেছেন—তখন আমি তাঁকে শুধু হাতে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

সরোজ। সাগর—

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। থাক্—থাক্—ভাই বোনের মধ্যে আর ঝগড়ার প্রয়োজন নেই।

সরোজ। তোমরাই আমাদের এই ঝগড়ার কারণ ব্রজেশ্বর।

ব্রজেশ্বর। জানি দাদা! আমরা আজ বিপদে পড়েছি বলেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

সরোজ। তোমরা অকৃতজ্ঞ। তোমাদের বিপদে সাহায্য করা মহাপাপ। বহুবার আমি তোমাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছি, সে টাকা শোধ দেওয়া দূরে থাক্ তোমাদের বাড়ীতে গেলে তোমার বাবা আমার সঙ্গে কথা বলবার মত সময় পান না। এরপর তোমার বাবার মত লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করা উচিত আমায় কান ধরে শিখিয়ে দিতে পার ?

ব্রজেশ্বর। সব জানি দাদা! কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের খাজনার টাকা ডাকাতি হয়ে যাওয়ার জন্যই বর্ত্তমানে আমাদের এই বিপদে পড়তে হয়েছে।

সরোজ। অনেক আগেই তোমার বাবার দুরাবস্থা সুরু হয়েছে ব্রজেশ্বর, তখনই সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল, অন্তরসার শূন্য হয়ে বাহ্যিক আড়ম্বর বজায় রাখতে গিয়েই—তোমার বাবাকে আজ দেউলিয়া হতে হয়েছে।

ব্রজেশ্বর। সে যাই হোক, আজ আপনাকে টাকা দিয়ে আমাদের সাহায্য করতেই হবে।

সরোজ। না ভাই, আর আমি তোমাদের অনুরোধ রাখতে পারব না।

ব্রজেশ্বর। বিশ্বাস করুন দাদা, একমাসের মধ্যে কালেক্টারীতে খাজনা দিতে না পারলে, কোম্পানীর লোক আমার বাবাকে বেঁধে নিয়ে যাবে।

সরোজ। তোমার বাবা যাক্ আর থাক্ তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

ব্রজেশ্বর। কিন্তু আমার মহাক্ষতি হবে দাদা। তিনি যাই হোন আর যাই করুন, তবু আমি ছেলে হয়ে চোখের সামনে বাপের অপমান সহ্য করতে পারব না। তাই আমি আপনার হাতে ধরে অনুরোধ করছি

দাদা, আপনি তিন মাসের জন্য টাকাটা দিয়ে আমার বাবার মান সম্মান রক্ষা করুন। [সরোজের হস্ত ধারণ]

সরোজ। হাত ছেড়ে দাও ব্রজেশ্বর। [হাত ছাড়াইয়া লইলেন]

ব্রজেশ্বর। দাদা! আপনিই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। আপনি যদি আমাদের টাকা না দেন, আমাদের জমিদারী বিকিয়ে যাবে, টাকা দিন দাদা, এবারের মত দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন।

সরোজ। না। আর আমি তোমাদের টাকা দিতে পারব না।

সাগর। দাদা!

সরোজ। ওরে সত্যকে পদদলিত করে, মিথ্যার সাহায্যে যারা জয়লাভ করতে চায়—তাদের শাস্তি পাওয়াই উচিত। [প্রস্থানোদ্যত]

ব্রজেশ্বর। দাদা—

সরোজ। ব্রজেশ্বর! তোমার প্রথমা স্ত্রীর কথা মনে পড়ে? মনে পড়ে তার চোখের জল? সেই অসহায়া ব্রাহ্মণ কন্যার এক ফোঁটা চোখের জল—আজ উত্তাল তরঙ্গের মত তোমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমাদের শত শক্তিও তার অভিশাপের গতি রোধ করতে পারবে না।

[প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। দাদা—দাদা—

সাগর। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি দাদাকে একটু বুঝিয়ে বলছি।

ব্রজেশ্বর। না—না সে হবে না। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপছে—মাথা ঘুরছে, এক মুহূর্ত্তও আমি এখানে দাঁড়াতে পারছি না, প্রফুল্লর চোখের জলেই আজ বাবার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা······না—না এ হতে পারে না।

সাগর। আমি তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি। তুমি দয়া

করে আর একটা দিন এখানে থেকে যাও, আমি তোমার টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। [ব্রজেশ্বরের পদ ধারণ]

ব্রজেশ্বর। না,—না আমি এখানে থাকতে পারব না, প্রফুল্লর চোখের জলে বাবার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছে। প্রফুল্লর চোখের জল এইবার বিষাক্ত সাপ হয়ে বাবার ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশন করবে......আঃ! না—না পা ছেড়ে দাও, পা ছেড়ে দাও। আমার বাবাকে রক্ষা করতে হবে, আমার বাবাকে বাঁচাতে হবে। আমায় এখুনি বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। [জোর করিয়া পা ছাড়াইতে গিয়া সাগরের গায়ে "পা" লাগিয়া গেল]

সাগর। কি তুমি আমায় লাথি মারলে?

ব্রজেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ মেরেছি—

সাগর। স্বামি—

ব্রজেশ্বর। হতে পার তুমি বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু তোমার বাবাকে একদিন এই পা পূজা করে, কন্যাদান করতে হয়েছিল।

সাগর। এত স্পর্দ্ধা তোমার তুমি আমার বাপতুলে কথা বল?

ব্রজেশ্বর। বেশ করেছি বলেছি, তারজন্য তুমি কি আমায় পালটে লাথি মারতে চাও?

সাগর। না—না আমি অত ছোট নই। শুনে যাও আমি যদি বামুনের মেয়ে হই আমার পা—আমার পা—

প্রফুল্ল। [নেপথ্যে] কোলে নিয়ে চাকরের মত টিপে দিতে হবে।

সাগর। আমার পা তোমায় কোলে নিয়ে চাকরের মত টিপে দিতে হবে।

ব্রজেশ্বর। আমারও ঐ কথা, যতদিন না তুমি আমাকে দিয়ে তোমার পা টিপিয়ে নিতে পারবে, ততদিন আর আমি তোমার মুখদর্শন করব না। [প্রস্থান।

সাগর। এ আমি কি করলাম। রাগের বসে স্বামীকে কটুকথা বলে কেন আমি মহাপাপ করলাম! না—না আমিতো আগে ও কথা বলিনি। বাইরে থেকে কে যেন আমায় জোর করে ওই কথা বলালে! কে—? কে তুমি?

রাজরাণী বেশে প্রফুল্লের প্রবেশ।

প্রফুল্ল। আমি দেবী-চৌধুরাণী—

সাগর। তুমি বাংলার বিখ্যাত ডাকাত সর্দ্দারণী দেবী চৌধুরাণী! না—না আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। তুমি আমার দিদি।

প্রফুল্ল। চুপ্, এস আমার সঙ্গে—

সাগর। কোথায়—

প্রফুল্ল। স্বামীকে কটুকথা বলে যে মহাপাপ করেছ—তার প্রায়শ্চিত্ত করবে চল।

সাগর। কেন তুমি আমাকে দিয়ে এই মহাপাপ করালে দিদি?

প্রফুল্ল। কোন কথা নয়, এসো স্বামীর কাছে—

সাগর। তাঁকে কোথায় পাবে তুমি? তিনি এতক্ষণ বজরা ছেড়ে পাল তুলে দিয়েছেন।

প্রফুল্ল। আমরা পঞ্চাশ বোটের ছিপে উঠে বজরা পিছনে ফেলে তাঁর সামনে গিয়ে পথ আগ্‌লে দাঁড়াব।

সাগর। তারপর তাঁর পাইক বরকন্দাজগণ যদি আমাদের আক্রমন করে?

প্রফুল্ল। তারজন্য কোন ভয় নেই বোন। সে দিনের মত আজ আমি অসহায়া প্রফুল্ল নই। আজ আমি বিশহাজার বীর সন্তানের জননী—দেবী-চৌধুরাণী।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল।

লাঠি খেলিতে খেলিতে বালক-বালিকাগণের প্রবেশ।

বালক-বালিকাগণ। গীত।

ধর লাঠি সবে মিলি ভাই বোন।
ছাড়ি ছেলে খেলা
রচি আনন্দ মেলা,
নব যুগ মাঝে আনো জাগরণ॥

দিবার প্রবেশ।

দিবা। ওই ভাবে শক্তি সাধনা করে লৌহসম কঠোর জীবন গঠন কর ভাই সব। তোমরাই জাতির ভবিষ্যতের আশা ভরসা। তোমরা যদি জরাজীর্ণ পঙ্গু হয়ে থাক, তবে কে রক্ষা করবে দেশের মান? কে রাখবে মাতৃজাতির সম্মান? ছেলেখেলা ছেড়ে দিয়ে এই ভাবে শরীর চর্চ্চায় মন দিয়ে তোমরাই হও নব-যুগের অগ্রদূত!

বালক-বালিকাগণ। পূর্ব্ব গীতাংশ।

নবীন উষার নব আলোকে
জাগিব এবার মোরা নব পুলকে,
দুর্জ্জনে রুখিয়া সুজনে রাখিয়া
আনিব ধরায় মোরা নব আলোড়ন॥

রাজনারায়ণের প্রবেশ।

রাজনারায়ণ। পাঠান মোগলের অত্যাচারে বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। সুদূর সাগরপার থেকে বিদেশী বেনিয়া ইংরেজরা এসে আমাদের দেশের শাষণভার গ্রহণ করেছে। কিন্তু দেশ এখন অরাজক—ইংরেজেরা আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাজ শৃঙ্খলা কিছুই জানে না। মুষ্টিমেয় বাঙ্গালী ধনির ইঙ্গিতে তারা চালিত হচ্ছে। ইংরেজরা চায় শুধু টাকা। সেই সুযোগ নিয়ে দেশের স্বার্থান্ধ ধনি জমিদারগণ ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারিদের উৎকোচে বশিভূত করে; দীন দরীদ্রের সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে—নিজেরা ভোগ বিলাসে মত্ত আছে। ভাই সব! ওই স্বার্থবাদী অত্যাচারী ধনিদের বক্ষরক্তে বাংলার শ্যামল-মাটি লালে লাল করে দাও।

বালক বালিকাগণ। **পূর্ব্ব গীতাংশ।**

ওই শোন নূতনের আহ্বান
ভয় নাই সাথে আছে ভগবান
সত্যের সেবায় নিয়োজি জীবন
মিথ্যার ধ্বংস খুঁজিব আমরণ॥ [প্রস্থান।

রাজনারায়ণ। যাও দিবা! এই ভাবে প্রতিদিন ওদের নিয়মিত ব্যায়াম কৌশল শেখাবে। আমাদের মত ওদের যেন পঙ্গু হতে দিও না।

দিবা। রাজশক্তির ভয়ে সর্ব্বদাই যাদের পালিয়ে বেড়াতে হয়, তাদের রাজদ্রোহ করা শোভা পায় না।

রাজনারায়ণ। এ রাজদ্রোহ নয় দিবা। জরাজীর্ণ সমাজের সংশ্রব থেকে দূরে এসে আমরা চাই প্রকৃত মানুষ গঠন করতে।

দিবা। সর্ব্বস্ব হারিয়েও, এখনও আপনার রক্তের আভিজাত্য যায় নি দেখ্ছি।

রাজনারায়ণ। ওই টুকু নিয়েই এখনও বেঁচে আছি। নতুবা জীবনের

উপর দিয়ে, যে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে তাতে এতদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতাম। গুরুর কৃপায় হয়ত আমার কল্পনাই বাস্তবে পরিণত হবে।

দিবা। এখানে থেকে কোন দিনই আপনার কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে না। সমাজের মাঝে দাঁড়িয়ে যদি ভীমরবে তূর্য্যধ্বনি করতে পারেন, তাহলে একদিন মৃতপ্রায় বাঙ্গালীর মনে নব চেতনার প্রেরণা আসতে পারে।

রাজনারায়ণ। সমাজে আমার কোন আশ্রয় নাই। সেখানে আমি নিরাশ্রয় পথের ভিখারী।

দিবা। আমি আপনার সব ব্যবস্থা করে দেব।

রাজনারায়ণ। তুমি! ···গুরু ভবানীপাঠকের নিষ্কাম সাধনার এই কি সার্থকতা তোমার?

দিবা। আত্মাকে উপবাসী রেখে মনকে বসে আনা যায় না। আপনি সমাজের মাঝে ফিরে চলুন, আমি আপনার সবভার নিয়ে, আপনাকে আদর্শ মানুষ গড়ে তুলব।

রাজনারায়ণ। মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে যারা মানুষ হতে চা[illegible] তারা মানুষনয়-পশু।

দিবা। আপনি আমায় গ্রহণ করতে পারবেন না?

রাজনারায়ণ। না, গুরু বলে একদিন যাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ধন্য হয়েছি, যিনি আমায় বিশ্বাস করে তোমাদের সঙ্গে অবাধ মেল মেশার অধিকার দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি বিশ্বাসঘাতক সাজতে পারব না।

দিবা। জগতের বাস্তব ধর্ম্মকে আপনি অবিশ্বাস করতে চান্?

রাজনারায়ণ। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। রূপে[illegible] মোহে আমায় ভোলাতে এস না, পারবে না। গুরুর কাছে আমি [illegible]

মন্ত্র শিখেছি তাকে ত্যাগ করে, আমি তোমায় নিয়ে পালাতে পারব না।

দিবা। আপনার কাছে আমার দাবীর কি কোন মূল্য নেই ?

রাজনারায়ণ। না, নারীর প্রেমের চেয়ে আমার কাছে ঢের বেশী মূল্যবান মানুষের সেবা।

দিবা। আপনার মনে কি প্রেম ভালবাসা কিছুই নেই ?

রাজনারায়ণ। প্রেম ভালবাসা না থাকলে কি মানুষকে ভালবাসা যায় ? তাই আমার অফুরন্ত ভালবাসা কে নিয়োগ করেছি মানুষের সেবায়।

দিবা। অসহায়া নারীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করাই কি আপনার ধর্ম্ম ?

রাজনারায়ণ। একটা নারীকে ভালবাসা আমার ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্ম আমার মা, ধর্ম্ম আমার মাটি। ক্ষণিক ভ্রমে একটা নারীকে ভালবেসে আমার অফুরন্ত ভালবাসাকে ব্যার্থ করে দিতে চাই না। শত সহস্র নারীকে ভালবেসে আমার মাতৃ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে সেই মায়েদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই। [প্রস্থান।

দিবা। আমি কি ভুল করলাম ? হ্যাঁ ভুলই করেছি—আমি এর সংশোধন করব।

সহসা দুর্ল্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। আমি তোমায় সাহায্য করব—

দিবা। কে আপনি— ?

দুর্লভ। আমি একজন পথিক্। ওই ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি তোমাদের সব কথাই শুনেছি।

দিবা। এখানে কি চান ?

দুর্লভ। কিচ্ছু না, শুধু তোমায় দেখতে পেয়ে এদিকে এলাম।

দিবা। আচ্ছা আপনি এখন যান—

দুর্লভ। তাকি হয়? তোমার মত নারী-রত্নকে বনের ভিতর একা ফেলে রেখে আমি কি যেতে পারি? না—কোন ভদ্র লোকের যাওয়া উচিত? চল সুন্দরী তুমি আমার সঙ্গে চল।

দিবা। কোথায়—

দুর্লভ। কেন? আমার বাগান বাড়ীতে। সেখানে আমি তোমায় একেবারে রাজরাণী করে রাখব। ও ব্যাটা পাষণ্ড তোমার মর্ম্ম কি বুঝবে? ওকে ভুলে তুমি এখন আমার সঙ্গে চল।

দিবা। না—না ওঁকে আমি এ জীবনে ভুলতে পারব না।

দুর্লভ। কিন্তু ওতো তোমায় দুপায়ে দলে চলে গেল।

দিবা। যাক্, ওঁর কাছে আজ আমি মনের কথা বলতে পেরেছি এই আমার সৌভাগ্য।

দুর্লভ। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার সঙ্গে চলে এস—

দিবা। না আমি যাব না, আপনি যান—

দুর্লভ। তোমায় না নিয়ে আমি যাব না। এসো আমার সঙ্গে—

[সহসা দিবার হাত ধরিল]

দিবা। একি! আপনি আমার হাত ধরলেন কেন? হাত ছেড়ে দিন, নতুবা এখনি আপনার জীবন বিপন্ন হবে।

দুর্লভ। হোক! তবু তোমায় ফেলে আমি যেতে পারব না। তোমার রূপ আমায় পাগল করেছে। তোমায় দেখে আমি নিজেকে ভুলে গেছি। তোমাকে আমার চাই—

দিবা। হাত ছাড়ুন—ছাড়ুন হাত—

দুর্লভ। হাত ছেড়ে দিয়ে এবার তোমায় বুকে করে নিয়ে যাব—

দিবা। কে আছ রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও—

দুর্লভ। এই বনের ভিতর তোমায় রক্ষা করতে কেউ নাই।

সশস্ত্রে প্রফুল্লের প্রবেশ।

প্রফুল্ল। সতী নারীর ধর্ম্ম রক্ষা করতে দেবী-চৌধুরাণী নিজে এখানে উপস্থিত। [দুর্লভ দিবার হাত ছাড়িয়া দিল]

দিবা। দেবি—

দুর্লভ। কে—কে তুমি?

প্রফুল্ল। তোমার মৃত্যু দাত্রী।

দুর্লভ। না—না আমায় মেরনা—আমায় তুমি রক্ষা কর।

প্রফুল্ল। না—না, নারীর কাছে নারী নিগ্রহকারির ক্ষমা নেই, তোমার মত দুবৃত্ত পশুর মৃত্যুই একমাত্র শাস্তি।

দুর্লভ। দয়াকরে তুমি আমায় ক্ষমা কর—

প্রফুল্ল। না—না পাশবিকতায় যারা সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করতে চায়—দেবী-চৌধুরাণীর অস্ত্র কোন দিনই তাদের ক্ষমা করবে না।

[দুর্লভকে হত্যা করিতে উদ্যত]

দুর্লভ। [প্রফুল্লের পদতলে বসিয়া] মা—মা তোমার অপরাধি সন্তানকে ক্ষমা কর।

প্রফুল্ল। না—না, তোমার ক্ষমা নেই।

দিবা। ওই দুবৃত্ত পশুকে হত্যা করে, আপনার পবিত্র হস্ত কলঙ্কিত করবেন না দেবি। ওকে ছেড়ে দিন।

প্রফুল্ল। এইত নারীর দুর্ব্বলতা। যাকে প্রসব করতে শরীরের অস্থি, মজ্জা, মেদ তীব্র বেদনায় জ্বলে যায়, তার মুখেই "মা" ডাক শুনে মন আনন্দে নেচে উঠে। যাও পশু তুমি মুক্ত! আর কোনদিন যেন কোন নারীর ধর্ম্ম নষ্ট করনা।

দুর্লভ। দেবী রাণীর জয় হোক। [প্রস্থান।

দিবা। আপনি এ বেশে কোথায় যাবেন দেবি ?

প্রফুল্ল। আজ আমার জীবনের চরম পরীক্ষা দিবা। হ্যাঁ—রঙ্গরাজ কোথায় ?

দিবা। তাঁকে এদিকে দেখি নাই।

প্রফুল্ল। রাজনারায়ণ—

দিবা। তিনি একটু আগে এখানেই ছিলেন—ছেলে মেয়েদের লাঠিখেলা শেখাচ্ছিলেন।

প্রফুল্ল। এখন ডাকলে সাড়া পাওয়া যাবে ?

দিবা। না, এতক্ষণ বোধ হয় লক্ষ্যের বাইরে চলে গেছেন।

প্রফুল্ল। তাহলে এখন উপায়— ?

দিবা। কিসের উপায় দেবি—

প্রফুল্ল। বলব পরে। দিবা তুমি শঙ্খধ্বনি করে, আমার বীর সন্তানদের সমবেত কর। নদীপথে চারপাল তুলে ওই যে বজরা যাচ্ছে ওকে সন্ধানপুর কালসাজির ঘাটে আটক করে, মাত্র বজরার মালিককে আমার বজরায় নিয়ে আসবে।

দিবা। তিনি কে— ?

প্রফুল্ল। যাঁর অভাবে আমি আজ দশ বছর পাগলের মত দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছি, আমার সেই ধ্যানের দেবতাকে আজ আমি সামনে পেয়েছি, তাই তাঁর পায়ে আমার এই মাথাটা লুটিয়ে আমি নারী জীবনে ধন্য হতে চাই !

দিবা। কে সেই মহাপুরুষ ?

প্রফুল্ল। তিনি তোদের কেউ নন রে দিবা—তিনি শুধু আমার পূজনীয় দেবতা।

[দিবা শঙ্খধ্বনি করিল নেপথ্যে দামামা বাজিল] [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পরাণের বাটী।

ফুলমণির প্রবেশ।

ফুলমণি। পূজনীয় দেবতা আর কি তুমি ফিরে আসবে না? আমি দশবছর তোমার আশাপথ চেয়ে বসে আছি, তবু কি তুমি ফিরে আসবে না? বলে দাও দয়াময় আমি এখন কি করি?

দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ।

দুর্লভ। বৌ বাড়ীতে আছ নাকি গো—বৌ—

ফুলমণি। কে—?

দুর্লভ। আমি গোমস্তা দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তী। মা তারা—

ফুলমণি। আবার আপনি এখানে কি কর্‌তে এসেছেন?

দুর্লভ। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই পরাণ ফিরেছে কি না একবার দেখতে এলাম।

ফুলমণি। না ফেরেনি ফিরবে না। আপনি এখন যেতে পারেন।

দুর্লভ। তোমার মন মেজাজ বুঝি বেশ ভাল নেই বৌ? তা—না থাকবারই কথা। হাজার হোক্ স্বামীত। হতভাগা কোথায় যে গেল যদি একবার জানতে পারতাম।

ফুলমণি। প্রফুল্ল যে রাত্রিতে যায়, সেই রাত্রে আপনিই ত তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দুর্লভ। তারা—ব্রহ্মময়ী! আমি কেন তাকে ডাকতে যাব। আমার মনে হয় বৌ তোমাদের দুজনে কোন ঝগড়া হয়েছিল, তাই বোধহয় সে মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেছে।

ফুলমণি। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে, সে কথা তুলে আর অশান্তি সৃষ্টি করবেন না। আপনি এখন যান।

দুর্লভ। সেই ভাল। মা তারা! আচ্ছা আমি তাহলে এখন আসি বৌ—

ফুলমণি। হ্যাঁ আসুন—

দুর্লভ। বলছিলাম কি—তোমার ঘরের চাল যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ষায় ঘরে জল পড়লে থাকবে কোথায়?

ফুলমণি। ওই অমনি একপাশে পড়ে থাকব।

দুর্লভ। না—না, সে কি করে হয়? তার চেয়ে ঘরখানা তুমি মেরামত করে নাও।

ফুলমণি। রোজ যার এক-বেলা এক-সন্ধ্যে পেটে ভাত যায় না সে আবার ঘর মেরামত করবে কোথা থেকে?

দুর্লভ। কিছু পয়সা কড়ি যোগাড় করে ঘর মেরামত করিয়ে নাও।

ফুলমণি। যাকে লোকে দুটি ভিক্ষের চাল দিতে চায় না তাকে আবার পয়সা দেবে কে?

দুর্লভ। তা—দেখ বৌ তুমি যদি বল, আমি টাকা কড়ি দিয়ে তোমার সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

ফুলমণি। আপনি আমায় টাকা দেবেন কেন?

দুর্লভ। মানে এই ধার আর কি—

ফুলমণি। ধার পরিশোধ করব কি করে?

দুর্লভ। ধর তোমায় যদি আর ধার শোধ দিতে না হয়?

ফুলমণি। আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

দুর্লভ। মা তারা—! পরাণ আমার বন্ধু লোক ছিল। তার স্ত্রী তুমি। তোমার দুঃখ কষ্ট দেখলে আমার মনটা কি মনে কর খারাপ

হয় না? তাই বলছিলাম কি—তুমি যদি আমার একটু সেবা যত্ন কর, আমাকে তাহলে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয় না—আর তোমাকেও আর দোরে—দোরে ভিক্ষে করে বেড়াতে হয় না।

ফুলমণি। প্রফুল্লর সর্ব্বনাশ করে বুঝি আপনার আশা মেটেনি? আজ আবার আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছেন?

দুর্ল্ভ। ওই তো তোমার কেমন দোষ বৌ! সব কথাতেই কেউটে সাপের মত ফোঁস্ করে তেড়ে আস। আমি যা বলছি কথাগুলো একটু ভেবে চিন্তে দেখ—

ফুলমণি। এই কথা বল্‌তেই বুঝি আপনি আমাদের বাড়ী এসেছেন?

দুর্ল্ভ। আহা ওকথা বলতে আসব কেন? কথা হচ্ছে কি—পরাণ যখন তোমার কাছে আর এল-না তখন মিথ্যে শাঁখা শাড়ী পরে থাকার চেয়ে—ও গুলোকে তুমি কাজে লাগিয়ে দাও। তোমার-ও সাধ আহ্লাদ মিট্‌বে—আর আমারও—

মুণ্ডিত মস্তকে পরাণের প্রবেশ।

পরাণ। জয় রাধে কৃষ্ণ—

ফুলমণি। কে—কে কথা বল্‌লে—

দুর্ল্ভ। ও কোন ভিখারী হবে বোধ হয়। ওহে এখানে এখন ভিক্ষে সিক্ষে মিলবে না। এক বাড়ী এগিয়ে দেখ।

পরাণ। যা—বাবা! আমার বাড়ীতে আমিই কেউ নই—

ফুলমণি। একি! তুমি এসেছ?

দুর্ল্ভ। আরে কেও—পরাণ নাকি?

পরাণ। হ্যাঁ, তারপর আপনি এখানে কি মনে করে?

দুর্ল্ভ। এই মাঝে—মাঝে তোমার খোঁজ খবর নিতে আসি। তারপর—তুমি এতদিন ছিলে কোথায়?

পরাণ। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন ঘুরে মাথা মুড়িয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে এলাম।

ফুলমণি। এতদিন পরে কেন ফিরে এলে তুমি ?

পরাণ। তোমায় অনেক দিন দেখিনি কিনা, তাই একবার দেখতে এলাম।

ফুলমণি। আমার ওপর যদি তোমার এত টান, তবে আমায় ফেলে রেখে পালিয়েছিলে কেন ?

পরাণ। আমি কি আর পালিয়েছিলাম, ঐ হুজুরের জন্যই ত আমায় পালাতে হয়েছিল।

দুর্লভ। মা তারা ব্রহ্মময়ী ! পরাণ তুমি জলটল খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হও, আমি এখন আসি—

ফুলমণি। না—না, আপনি যাবেন কেন ? আপনি ব্রাহ্মণ সজ্জন মানুষ, কত ভাগ্যের জোরে আজ আমাদের বাড়ীতে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে। আপনাকে কি একটু জলটল না খাইয়ে ছেড়ে দিতে পারি ?

দুর্লভ। মা তারা তোমার সুবুদ্ধি দিন।

ফুলমণি। আসুন আপনি এখানে বসুন দেখি [দুর্লভকে বসাইয়া] দশ বছর বাড়ী আসনি কেন ?

পরাণ। লোকের মার খাবার ভয়ে—

ফুলমণি। শুধু শুধু লোকে তোমায় মারবে কেন ?

পরাণ। শুধু শুধু কি কেউ কাউকে মারতে পারে ? পয়সার লোভে হুজুরের জন্য যে কাজ করেছি—

ফুলমণি। কি—কি—করেছ তুমি ?

পরাণ। না—না আমি করিনি, হুজুরই করিয়েছেন।

ফুলমণি। বল কি করে'ছ তোমরা ?

পরাণ। আরে আমি কেন—

দুর্লভ। পরাণ—আমি এখন উঠি—অন্যসময় আবার আসব—

ফুলমণি। এতক্ষণ আমার তাড়া খেয়ে—গায়ে পড়ে প্রেমের কথা বলবার সময় ছিল, আর এখন আমি খাতির করে বসতে যায়গা দিলাম তবুও একটু থাকতে পারছেন্ না।

দুর্লভ। না তা নয়, আমার আবার কাছারীতে অন্যকাজ আছে কিনা তাই—

ফুলমণি। সে কাজ একটু পরেই হবে। এখন একটু দয়া করে বসুন।......বল কি করেছ তোমরা ?

পরাণ। প্রফুল্ল মেয়েটার মুখ বেঁধে রাতের অন্ধকারে বাড়ী থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে—

ফুলমণি। কে—কে তাকে বার করে নিয়ে গেল ?

পরাণ। হুজুরের মনবাসনা পূর্ণ কর্‌তেই—

দুর্লভ। না—না আমি নই বৌ। মা তারা ! ওই পরাণই এতদিন তোমায় ফেলে তাকে নিয়ে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিল। আজ ফিরে এসে আমার উপর মিছা মিছি দোষ দিচ্ছে। আমি ওসব কিছুই জানি না।

পরাণ। হুজুর পাপ কোনদিন চাপা থাকে না—তাই আমি কাশী, গয়া, মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরে পাপ কাটিয়ে এলাম। এবার যদি না খেয়ে শুখিয়ে মরি সেও ভাল, তবু মিথ্যা কথা আর বলব না মশাই। আপনার জন্য অনেক পাপ করেছি—আর নয়।

ফুলমণি। আচ্ছা গোমস্তামশাই, যদি দয়াকরে মেয়েটাকে নিয়ে গেলেন—তবে আপনারা তাকে ফেলে পালিয়ে এলেন কেন ?

দুর্লভ। আমি পালাব কেন ? পরাণই যে ডাকাতের ভয়ে আগে

পালিয়ে গেল। আমি তার কত পরে—সেখান থেকে গেছি—আমি কি ওর মত কাপুরুষ—

ফুলমণি। সে এখন কোথায়—

দুর্লভ। মা—তারা—! সে আছে কি মরেছে আমি তার কি জানি বল। আচ্ছা বৌ আমি এখন আসি তাহলে—।

ফুলমণি। আহা—আপনি যাবেন না। আপনি একটু বসুন। আমি আপনার জন্য একটু জলখাবার নিয়ে আসি—　　　　[প্রস্থান।

পরাণ। বসুন হুজুর বসুন—

দুর্লভ। তারপর—তোমার খবর কি বল?

পরাণ। থাক্ না মশাই ওসব কথায় আর দরকার কি? আপনি আমার যা করেছেন—

দুর্লভ। আমি তোমার ভাল করতেই চেয়েছিলাম পরাণ। ছুঁড়ি যদি ভাল ভাবে আমার কাছে থাকত, তাহলে আজ তোমার ভাবনা কি? তুমি তো পায়ের ওপর পা দিয়ে গ্যাঁট্‌ হয়ে বসে থাকতে পারতে।

পরাণ। কিন্তু কাশীতে এক সাধু আমায় কি বল্‌লে জানেন্।

দুর্লভ। কি বল্‌লে?

পরাণ। বল্‌লে সব পাপের অল্পবিস্তর ক্ষমা আছে, কিন্তু মিথ্যা, প্রবঞ্চনা—আর নারী হরণ পাপের ক্ষমা নেই। আবার নাকি সাতজন্ম ধরে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রফুল্লকে হরণ করে যে মহাপাপ করেছি—

ঝাঁটা হস্তে ফুলমণির প্রবেশ।

ফুলমণি। এইবার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে—

পরাণ। ফুলমণি—

দুর্লভ। কই জলখাবার দাও বৌ—

ফুলমণি। এই যে জলখাবার দিচ্ছি—

দুর্লভ। আরে সর্ব্বনাশ! তুমি কি শেষে—ব্রাহ্মণ সজ্জনকে ঝাঁটা মারবে নাকি?

ফুলমণি। তুমি বামুন? হতছাড়া—হাড়হাবাতে—বিটলে। তুমি ছোটলোক—ইতর। তুমি বামুনের কলঙ্ক। তুমি লোকের মেয়ে বার করবে—বৌ ফুস্‌লে নিয়ে যাবে? আজ ঝেঁটিয়ে তোমার বিষ ঝেড়ে দেব।

দুর্লভ। আরে এযে সত্যি সত্যি ঝাঁটা মারতে আসে। ও পরাণ ধর্‌না—

পরাণ। আ—হা হা—কর কি—

ফুলমণি। সরে যাও, মেয়ে মানুষের ইজ্জত নষ্ট করে যারা, তাদের এই উপযুক্ত পুরস্কার। [দুর্লভকে ঝাঁটা মারিতে উদ্যত] বল্—বল্ হতচ্ছাড়া মিন্সে এমন কাজ আর করবি?

দুর্লভ। এই আমি নাক কান মলা খাচ্ছি বৌ, এমন কাজ আর কখনও করব না।

পরাণ। যান্—যান্—বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান্। এখানে থাকলে একটা মস্তবড় কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে।

দুর্লভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ তাই যাচ্ছি [কিছুদূর যাইয়া] দেখে নেব ফুলমণি তোকে এবার আমি দেখে নেব।

[প্রস্থান।

ফুলমণি। এখনও মনে প্যাঁচ তবে রে হাড়হাবাতে হতচ্ছোড়া—

[প্রস্থানোদ্যত।

পরাণ। ফুলমণি—ফুলমণি—[ফুলমণিকে ধরিয়া ফেলিল]

ফুলমণি। ছেড়েদাও! তুমি আমায় ছুঁয়ো না—তুমি আমায়

ছুঁয়ো না। তুমি পাপি, তুমি সতীর ধর্ম্ম নষ্ট করতে সাহায্য করে মহাপাপ করেছ। সতী অঙ্গ স্পর্শ করবার তোমার আর কোন অধিকার নেই। তুমি বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে—।

পরাণ। আমার স্ত্রী আমার বাড়ী ছেড়ে আর আমি কোথাও যাব না।

ফুলমণি। তোমার স্ত্রীর জন্য আর তোমায় ভাবতে হবে না, তোমায় ছেড়ে দশবছর যেমন ছিলাম, তেমনি আমরণ তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে পড়ে থাকব। তবু তোমার পাপের ভাত আর আমি খাব না। যাও তুমি চলে যাও এখান থেকে।

পরাণ। ওসব কথা তুমি ভুলে যাও ফুলমণি, এস আবার আমরা সুখে ঘর সংসার করি।

ফুলমণি। এত আশা তোমার। সতী নারীর সর্ব্বনাশ করে এসে তুমি আমায় নিয়ে সুখে ঘর সংসার করতে চাও? হ্যাঁ—হ্যাঁ দাঁড়াও আমি তোমার সুখের সংসার পেতে দিচ্ছি—।   [প্রস্থান।

পরাণ। গিন্নীর কি মাথা খারাপ হল না কি? হ্যাঁ—তাই হবে বোধ হয়। ওই ব্যাটা দুর্লভ চক্রবর্ত্তী বোধ হয় কিছু খাইয়ে দিয়েছে তাই ওইরকম ভুল বকছে। ...আরে ওকি ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলে যে। হায়—হায়—হায় একেবারে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। আগুন—আগুন—আগুন—।   [দ্রুত প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সন্ধানপুর কালসাজির ঘাট, বজরা।

[নেপথ্যে, ডাকাত—ডাকাত—]

বিশ্বনাথ। [নেপথ্যে] ডাকাত—ডাকাত, খোকাবাবু বজরায় ডাকাত পড়েছে—ডাকাত—ডাকাত।

দ্রুত বন্দুক হস্তে ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। পাঁড়ে—তেওয়ারী—রামসিং! লাঠি—তীর সড়কি চালাও, ভয় নেই আমার হাতে বন্দুক আছে।

দ্রুত রঙ্গরাজের প্রবেশ।

রঙ্গরাজ। খবর্দ্দার—

ব্রজেশ্বর। হুঁসিয়ার—

রঙ্গরাজ। গুলি চালালে আপনি নিজেই বিপদে পড়বেন।

ব্রজেশ্বর। তবু ডাকাতের হাতে সর্ব্বস্ব তুলে দিয়ে—আমি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।

রঙ্গরাজ। জয়ের গৌরব অর্জ্জন করতে হলে, আপনাকে এখুনি এই খরস্রোতা নদীর তলায় গিয়ে বাস করতে হবে।

ব্রজেশ্বর। তোমরা কি ভয় দেখিয়ে আমায় জয় করতে চাও?

রঙ্গরাজ। না—আপনাকে আমাদের বজরায় ধরে নিয়ে যেতে চাই?

ব্রজেশ্বর। এত স্পর্দ্ধা তোমাদের—যে আমার এত লোকজন পাইক বরকন্দাজ বর্ত্তমানে—তোমরা আমায় বন্দী করতে চাও? যাও এই মুহূর্ত্তে আমার বজরা থেকে নেমে যাও। নতুবা আমি তোমায় গুলি করে মারব।

রঙ্গরাজ। যে মুহূর্তে এখানে বন্দুকের আওয়াজ হবে, সেই মুহূর্তে আমার শত শত ডাকাত ভাই ছুটে এসে আপনার বজরা ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে।

ব্রজেশ্বর। তুমি আমার বজরা থেকে নেমে যাকে কি-না?

রঙ্গরাজ। আপনার বজরা লুঠ শেষ হয়ে গেলেই—আমি আপনাকে নিয়ে বজরা ছেড়ে চলে যাব।

ব্রজেশ্বর। তার আগেই আমি তোমায় হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়ে যাব। [রঙ্গরাজকে গুলি করিতে উদ্যত]

বন্দুক হস্তে রাজনারায়ণের প্রবেশ।

রাজনারায়ণ। [ব্রজেশ্বরকে বাধা দিয়া] সাবধান! তোমার অস্ত্র যদি রঙ্গরাজের দেহ স্পর্শ করে, আমরা তোমায় ক্ষমা করব না।

ব্রজেশ্বর। তেওয়ারী—পাঁড়ে—যদুনাথ—বিশ্বনাথ—

তরবারি হস্তে দ্রুত বিশ্বনাথের প্রবেশ।

বিশ্বনাথ। কেউ নাই খোকাবাবু। আমি ছাড়া আমাদের পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়াল সকলেই ডাকাতের হাতে বন্দী।

ব্রজেশ্বর। তোমরা খুব চতুর। আমার রক্ষী প্রহরীদের সব বন্দী করে তারপর আমার ঘরে হানা দিয়েছে? বিশ্বনাথ—এই শয়তানদের আক্রমণ কর—

রাজনারায়ণ। শান্তি ভঙ্গকরে আমাদের আক্রমণ করলে—তোমার নিজের বিপদ—তুমি নিজেই ডেকে নিয়ে আসবে।

ব্রজেশ্বর। তলোয়ার চালাও বিশ্বনাথ। যদি জীবন যায় সেও স্বীকার—তবু নীরবে এদের হাতে বন্দীত্ব স্বীকার করব না। [সহসা ব্রজেশ্বরের হাত থেকে রঙ্গরাজ বন্দুক কাড়িয়া নিলেন]

ব্রজেশ্বর। হুঁসিয়ার বেয়াদপ—

রঙ্গরাজ। এইবার হুঁসিয়ার মালিক—

[বিশ্বনাথ ও রাজনারায়ণে যুদ্ধ]

রাজনারায়ণ। সাবধান— [সহসা বিশ্বনাথের অস্ত্র পড়িয়াগেল]

বিশ্বনাথ। অদ্ভুত কৌশল তোমাদের।

রাজনারায়ণ। রঙ্গরাজ! বাঁধো এইবার বজরার মালিককে—তারপর বন্দী মালিককে বজরার চারিদিক্ ঘুরিয়ে—ওর বেতনভোগী পাইক বরকন্দাজদের প্রভুর অবস্থাটা দেখিয়ে নিয়ে যাও।

বিশ্বনাথ। না—না মালিককে বেঁধো না। আমায় মার, আমায় বাঁধ, আমার জীবনের বিনিময়ে আমার মালিককে তোমরা মুক্তি দাও।

রাজনারায়ণ। তোমাদের মালিককে ধরবার জন্যই দেবীর আদেশে আমরা তোমাদের বজরা আটক করেছি। মদন! তুমি ভেরী বাজিয়ে দেবীকে সংবাদ দাও—যে, তাঁর আদেশ মত বিনা রক্তপাতেই আমরা বজরা অধিকার করেছি। রঙ্গরাজ! তুমি মালিকের এই বীর দেহরক্ষীর হাতে পায়ে শেকল বেঁধে বজরার ছাতে বন্দী পাইক বরকন্দাজের পাশে শুইয়ে রেখে—এখানকার সমস্ত জিনিষপত্র—দেবীর বজরায় নিয়ে যাও।

রঙ্গরাজ। কিন্তু বজরার মালিককে কোনমতেই ছাড়া হবে না। ছাড়া পেলেই উনি আমাদের ওপর গুলি চালাতে পারেন। দেবীর আদেশ মত বিনারক্তপাতে ওঁকে দেবীর বজরায় নিয়ে যেতে হবে। ভাইসব! ছিপ ছেড়ে বজরায় এসে এখানকার সমস্ত ধন-সম্পত্তি দেবীর বজরায় নিয়ে যাও—

[বিশ্বনাথকে লইয়া রঙ্গরাজের প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। কে সেই দেবি ?

রাজনারায়ণ। দেবী চৌধুরাণী—

ব্রজেশ্বর। দেবী চৌধুরাণী !!

রাজনারায়ণ। হ্যাঁ! যাঁর নামে সারা বাংলা কেঁপে ওঠে আমাদের মা সেই দেবী চৌধুরাণী—

ব্রজেশ্বর। আমাকে তার বজরার নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য ?

রাজনারায়ণ। তোমার বজরায় ত কিছু পাওয়া গেল না, তাই তোমায় আটকে রেখে—কিছু পাওয়া যায় কিনা একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।

ব্রজেশ্বর। আমায় আটকে রেখে যদি টাকা আদায় করতে চাও—তবে তোমার দেবীকেই হাড়-গোড়-ভাঙ্গা "দ" হয়ে যেতে হবে।

রাজনারায়ণ। যে দেবী চৌধুরাণীর নামে ভারতে ক্রমবধমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ সভয়ে কেঁপে ওঠে, সেই দেবী চৌধুরাণীর কাছে তোমরা অতি তুচ্ছ।

ব্রজেশ্বর! বেশ, দেখে আসি চল তোমাদের দেবী কেমন সুন্দরি—

রাজনারায়ণ। মা আমাদের সাক্ষাৎ ভগবতী।

ব্রজেশ্বর। বয়সেও বোধহয় যুবতি ?

রাজনারায়ণ। একটু সংযত হয়ে কথা বল।

ব্রজেশ্বর। কেন ?

রাজনারায়ণ। জামা কাপড় পরে ভদ্রলোক সেজে বসে আছ আর এই কথাটা জান না, যে ছেলের কাছে মা যুবতী কী প্রৌঢ়া তার হিসাব থাকে না। ছেলের কাছে মা-শুধু পূজনীয়া মা—

ব্রজেশ্বর। চল তোমাদের মাকে একবার দেখে আসি।

রাজনারায়ণ। চল—　　　　　　　　　[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শ্মশান

অর্দ্ধদগ্ধ ফুলমনির প্রবেশ।

ফুলমণি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—নিজের ঘরে নিজে আগুন দিয়েছি। সুখের ঘর এতক্ষণ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রফুল্লর সর্ব্বনাশ করে খুব হেসেছিলে—এইবার নিজের দুর্দ্দশা দেখে তুমি প্রাণ ভরে কাঁদো—আর আমি হাত তালি দিয়ে হো—হো—হো করে হাসি।

পরাণ। [নেপথ্যে] ফুলমনি, ফুলমনি—

ফুলমণি। ওই আবার এখানে এসে পড়েছে—এবার আমায় ধরে ফেলবে। না—না আমি ধরা দেব না—আমি ধরা দেব না—

দ্রুত পরাণের প্রবেশ।

পরাণ। ফুলমণি—ফুলমণি—

ফুলমণি। আমার দাঁড়াবার সময় নেই—আমায় যেতে হবে—

পরাণ। একি! তুমি পুড়ে গেছ! তোমার গায়ে পোড়া ঘা, এসো ফুলমণি তোমার গায়ে প্রলেপ দিয়ে দিই।

ফুলমণি। না, তুমি আমার গায়ে হাত দিও না। তোমার স্পর্শে আমার দেহ জ্বলে উঠবে, সরে যাও, আমায় যেতে দাও।

পরাণ। না, তোমায় আর আমি পালাতে দেব না। ঘর-সংসার পুড়ে গেছে যাক্—তোমায় নিয়ে আমি বৃন্দাবনে চলে যাব।

ফুলমণি। বৃন্দাবন! বৃন্দাবন! বৃন্দাবন—আহা বড় মধুর নাম। নিয়ে যাবে আমায় বৃন্দাবনে, রাধা-কৃষ্ণের কাছে? আমার বৃন্দাবন দেখবার বড় সাধ—চল আমি তোমার হাত ধরে বৃন্দাবনে চলে যাই। [পরাণের হস্ত ধারণ] আঃ— [সহসা চমকিয়া]

পরাণ। কি হ'লো—

ফুলমণি। সাপ—সাপ, চারিদিকে সাপ—

পরাণ। কই—কোথায় সাপ ?

ফুলমণি। সতীর অভিশাপ বিষাক্ত সাপের মত আমায় দংশন করছে।

পরাণ। না ফুলমণি, তোমার পোড়া ঘায়ের উপর আমি হাত দিয়েছি, তাই বোধহয় একটু লেগেছে। এসো খানিকটা পাতার রস দিয়ে দিই তাহলেই শান্তি হবে।

ফুলমণি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—পরের সর্ব্বনাশ করে কখনও নিজের শান্তি হয় না। এখনও দিন রাত হচ্ছে, চন্দ্র, সূর্য্য উঠ্‌ছে এখনও জগতে ধর্ম্ম আছে। পরকে ঠকালেই নিজেকে ঠক্‌তে হবে।

পরাণ। চল ফুলমণি আমরা বৃন্দাবনে চলে যাই।

ফুলমণি। না—না আমার ভাগ্যে অত সুখ নেই। যাও—যাও, তুমি সরে যাও। আমার এখন কাজ আছে।

পরাণ। আমি তোমায় আত্মহত্যা করতে দেব না, তোমায় নিয়ে আমি তীর্থদর্শনে চলে যাব।

ফুলমণি। ও আমায় নিয়ে তীর্থদর্শন করে তুমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাও ? না—না অত সহজে তুমি মুক্তি পাবে না। নারী হরণ মহাপাপের শাস্তি তোমায় ভোগ করতেই হবে।

পরাণ। আমায় তুমি ক্ষমা কর ফুলমণি।

ফুলমণি। ক্ষমা! হাঃ—হাঃ—হাঃ ক্ষমা! মনের আনন্দে পাপ করেছ—এখন ক্ষমা চাইতে তোমার লজ্জা করে না ?

পরাণ। শয়তানের চক্রান্তে পড়ে আমি ভালমন্দ বুঝতে পারিনি।

ফুলমণি। পাপের পয়সায় সুখভোগ করলে—একদিন দুঃখ ভোগ করতেই হয়। সতীর লাঞ্ছনা করে যে মহাপাপ করেছ তুমি তার

ফলে সারাজীবন তোমায় কাঁদতে হবে। কাঁদো—কাঁদো খুব কাঁদো। আর আমি আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচি। হাঃ—হাঃ—হাঃ পাপের পরিণামে সব জ্বলে গেল।

পরাণ। ফুলমণি! আমি তোমার ধর্ম্ম সাক্ষ্য স্বামী। আমার অনুরোধ তুমি আমায় ত্যাগ করে যেও না।

ফুলমণি। আর এখানে নয় স্বামী, পরলোকে গিয়ে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এখানে আমাদের মিল হবে না—হবে সেইখানে।

পরাণ। তোমার জন্য দশবছর পরে দেশে ফিরে এসেছি—তোমায় ছেড়ে আমি বেঁচে শান্তি পাব না।

ফুলমণি। যদি শান্তি চাও আগে দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ করে এস।

পরাণ। এখানে দুর্ল্লভ চক্রবর্ত্তী নেই প্রফুল্ল নেই। এখানে শুধু তুমি আর আমি। আমার একটা কথা রাখ ফুলমণি।

[ফুলমণির হস্ত ধারণ।

ফুলমণি। আঃ জ্বলে গেল—জ্বলে গেল সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল—হাত ছেড়ে দাও। শান্তি চাই—এ জ্বালা আর সহ্য করতে পারছি না। শান্তি—শান্তি—হ্যাঁ—হ্যাঁ ওই চিতায় আগুন জ্বলছে ওই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আমি সব জ্বালা জুড়িয়ে যাই।

[প্রস্থানোদ্যত।

পরাণ। ফুলমণি—

ফুলমণি। বিদায় স্বামী এ জীবনের মত শেষ বিদায়। [প্রস্থান।

পরাণ। না—না আমি তোমায় যেতে দেব না।

দ্রুত রুদ্ররূপের প্রবেশ।

রুদ্ররূপ। দাঁড়াও।

পরাণ। না—না তুমি সরে যাও আমার ফুলমণিকে বাঁচাতে হবে।

রুদ্ররূপ। কে তোমার ফুলমণি ?

পরাণ। আমার স্ত্রী, ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে কিনা, তাই আত্মহত্যা করতে ছুটেছে। সর—সর—আমি ছুটে গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে আসি। …ওই চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রুদ্ররূপ। ও চিতা নয়। ও আমার হোমবহ্নি। ওখানে যে ঝাঁপ দেয় সে আর বাঁচে না।

পরাণ। আমার ফুলমনি আর বাঁচবে না—

রুদ্ররূপ। না, তোমার স্ত্রী এতক্ষণে পরলোকে চলে গেছে।

পরাণ। আমার ফুলমনি চলে গেছে! যার জন্যে আজ দশ বছর পরে ফিরে এলাম, সেই আমায় ফেলে পালিয়ে গেল…হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক হয়েছে, আমি তাকে দশ বছর খেতে পরতে দিইনি। সে ভিক্ষে করে খেয়েছে, কতদিন উপবাসে দিন কাটিয়েছে। আজ আমার উপর চরম প্রতিশোধ নিয়েছে।

রুদ্ররূপ। যে গেছে তারজন্য চিন্তা করে আর লাভ নেই। এখন নিজের মুক্তির চিন্তা কর।

পরাণ। আমার মুক্তি। না—না আমার মত মহা পাপীর মুক্তি নেই।

রুদ্ররূপ। আজই তুমি মুক্তি পাবে।

পরাণ। আমি মুক্তি পাব ? বলতো কাপালিক্ কিসে আমার মুক্তি হবে। কেমন করে আমি ফুলমনির কাছে যেতে পারব ?

রুদ্ররূপ। ওই মায়ের দয়ায় তুমি মুক্তি পাবে।

পরাণ। দাও সন্ন্যাসী আমায় মুক্তির পথ বলে দাও। এ জ্বালা আর আমি সহ্য করতে পারি না।

রুদ্ররূপ। তোমার মুক্তির এই অপূর্ব্ব সুযোগ। মা মহাকালীর

নররক্ত পানের বাসনা হয়েছে, তাই মা তোমায় বলির জন্য এখানে আকর্ষণ করে এনেছেন। নাও তুমি বলির জন্য প্রস্তুত হও।

পরাণ। কি বললে! তুমি আমায় বলি দেবে? না—না সে মুক্তি আমি চাইনা। আমি চাই শান্তির মুক্তি।

রুদ্ররূপ। দাঁড়াও—

পরাণ। না—না আমি দাঁড়াব না, তুমি মায়ের নাম করে আমায় বলি দিয়ে শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চাও? তুমি পিশাচ, তুমি রাক্ষস। তুমি মদ খাও, তুমি নর মাংস খাও। না—না এখানে আর আমি দাঁড়াব না।

রুদ্ররূপ। গভীর রাত্রে যখন এই নির্জ্জন শ্মশানে এসে পড়েছ, তখন আর আমি তোমায় ফিরে যেতে দেব না। ওই দেখ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন নৃমুণ্ডমালিনী কালিকপলিনী নররক্ত পানের জন্য করাল রসনা বিস্তার করেছে। বলি চাই—বলি চাই। নরবলি দিতে না পারলে আমি সিদ্ধ হতে পারছি না।

পরাণ। না—না আমায় বলি দিও না—আমায় বলি দিও না।

রুদ্ররূপ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

পরাণ। উঃ! কি ভীষণ মূর্ত্তি তোমার কাপালিক। কি বিকট হাসি। না—না তুমি অমন করে হেস না, ভয়ে আমার জীব শুকিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমায় রক্ষা কর—তুমি আমায় বাঁচাও।

রুদ্ররূপ। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

পরাণ। বিভীষিকা—বিভীষিকা—চারিদিকে বিভীষিকা! ভূত, প্রেত, ডাকিনী, যোগিনী সব এক সঙ্গে আমার দিকে ছুটে আসছে। আমি এখন কি করি কেমন করে রক্ষা পাই—?

গীত

রুদ্ররূপ　　　　বল মা—মা—মা
মন মাঝে ভব ভয় রবে না ॥
শক্তি মুক্তি দায়িনী
নগ্নিকা কালি কপালিনী
বিস্তারে হের ওই—লক্ লক্ রসনা ॥
ওই জ্বলে ত্রিনয়ন
সভয়ে ত্রাসিত ভুবন
মহাকালিরূপে জাগিলরে
ভয়ঙ্করী ভীমা ॥

পরাণ। মা—মা—মা—

রুদ্ররূপ। [খড়্গা লইয়া বলিদানে উদ্যত] জয় মা—

ব্রেনান সাহেবের প্রবেশ।

ব্রেনান। Fire-fire (ফায়ার-ফায়ার) [বন্দুকের আওয়াজ হইল রুদ্ররূপের হস্ত হইতে খড়্গা পড়িয়া গেল] O my god! (ও মাই গড্)।

পরাণ। আমাকে রক্ষা কর, আমাকে বাঁচাও। ওই ব্যাটা ভণ্ড কাপালিক আমায় হত্যা করে রক্তপান করতে চায়।

ব্রেনান। Don't affraid my friend, wait-wait please (ডোণ্ট এ্যাফরেড্ মাই ফ্রেণ্ড্, ওয়েট-ওয়েট প্লীজ্)। হামি সব ঠিক করিয়া ডিবে। এই টোম কোন আছে ?

রুদ্ররূপ। আমি মায়ের পূজারী—

ব্রেনান। What (হোয়াট) ?

রুদ্ররূপ। পূজারী—

ব্রেনান। পূজারী—I mean prist. Oh no-no you are a

robber. (আই মিন্ প্রিষ্ট্? ও নো-নো ইউ আর এ রবার)। তোম ডাকু আছে।

রুদ্ররূপ। না সাহেব আমি ডাকাত নই।

ব্রেনান। আলবাট্ ডাকাইত আছে। ডাকাইত না আছে ত টুমার এতা বড়া দাড়ি কেন আছে?

রুদ্ররূপ। আমার ধর্ম্মে দাড়ি রাখ্তে হয়—

ব্রেনান। টোমার কোন ধর্ম্ম আছে? Hindu or Muslim (হিন্দু অর মুসলিম্)?

রুদ্ররূপ। ধর্ম্মে আমরা হিন্দু।

ব্রেনান। এই টোমার কোন ধর্ম্ম আছে?

পরাণ। হিন্দুধর্ম্ম।

ব্রেনান। টবে টোমার দাড়ি নেই কেন? I see (আই সি) টুমার টিকি আছে, Right O. (রাইট্ ও)।

রুদ্ররূপ। ওরা বৈষ্ণব তাই ওদের টিকি রাখতে হয়। আমরা শাক্ত তাই আমাদের দাড়ি রাখতে হয়, ওরা ভগবান বিষ্ণুর পূজা করে—আমরা কালি সাধনা করি।

ব্রেনান। What do you mean by Kali? (হোয়াট্ ডু ইউ মিন্ বাই কালি)?

রুদ্ররূপ। কালি—মানে কালি ম—

ব্রেনান। মা! All right, I understand. I am very glad to see with you. (অল্ রাইট্, আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড, আই এ্যাম ভেরী গ্ল্যাড টু সি উইথ্ ইউ)। টুমি কালিপূজা করে আউর ডাকাইতি ভি করে। টোম পূজারী ডাকাইত আছে।

রুদ্ররূপ। না সাহেব, আমি ডাকাত নই।

ব্রেনান। আল্‌বাট ডাকাইট্‌ আছে। এই টোম বোলোত এ কোন আছে?

পরাণ। ও—ওই আছে বাবা—

ব্রেনান। এ ডাকাইত আছে কিনা ঠিক্ সে বোলো—

পরাণ। হ্যাঁ বাবা ও ডাকাত আছে।

ব্রেনান। হাঃ—হাঃ—হাঃ হামি ঠিক্ ধরিয়াছে। টোম ডাকাইত আছে।

রুদ্ররূপ। তুমি বিশ্বাস কর সাহেব আমি ডাকাত নই।

ব্রেনান। টোম্ ডাকাইত না আছে টো for nothing (ফর নাথিং) একটা মানুষকে খুন করিটে চাহে কেন?

রুদ্ররূপ। ওটা আমাদের ধর্ম্মে আছে কি না তাই—

ব্রেনান। All right. (অল্ রাইট)। টোমার যেমন মানুষ খুন করা ধরম আছে। হামার ওইসি টোমাকে খুন করা ধরম আছে।

রুদ্ররূপ। সে—কি সাহেব তুমি আমাকে খুন করবে কি?

ব্রেনান। আলবাট্ খুন করিবে! টুমি আদমি কো পাকাড়কে টাকা পয়সা কাড়িয়া লইবে—খূন করিবে—আর হামরা ডেশ শাষণ করিটে আসিয়া টুমাডের সেলাম করিবে? Oh! No—no. (ও! নো—নো)। ডাকু লোককে হামরা একডম খটম করিয়া ডিবে। চল দাড়ি ওয়ালা হামার সাটে চল।

রুদ্ররূপ। কোথায় যাব সাহেব? আমার এখনও মায়ের পূজা হয়নি যে—

ব্রেনান। চল—বাবা দাড়িওয়ালা হামি টোমাকে একডম্ শ্বশুর বাড়ী দেখাইয়া দিবে।

রুদ্ররূপ। আরে আমার যে পূজা—

ব্রেনান। Dam your Puja. (ড্যাম্ ইওর পুজা)।

রুদ্ররূপ। না আমি যাব না।

ব্রেনান। নেহি যাবে ট—I shall short you at-once. (আই শ্যাল্ সট্ ইউ এ্যাট ওয়ান্স)। [পিস্তল দেখাইল।

রুদ্ররূপ। না—না সাহেব আমায় মের না আমি যাব।

ব্রেনান। চল হামার সাথ্ সাথ্ চল। এই টিকি ওয়ালা—

পরাণ। হুজুর—

ব্রেনান। Come on—come on my friend. (কাম্ অন্—কাম্ অন্ মাই ফ্রেণ্ড)।

পরাণ। আমি এই তো রয়েছি হুজুর।

ব্রেনান। বনেকা বাত নেহি। হামরা সাথ্ সাথ্ চল। [সহসা ভূমিতে খড়্গ দেখিয়া] What is this? (হোয়াট্ ইজ দিস্)? এই টিকি ওয়ালা। এ কি আছে?

পরাণ। ওটা খাঁড়া হুজুর। ওই খাঁড়া দিয়েই কাপালিক্ আমায় বধ করবার ব্যবস্থা করছিল।

ব্রেনান। [খাঁড়া তুলিয়া ধার পরীক্ষা করিতে লাগিল] I see you are a great robber. (আই সি ইউ আর গ্রেট্ রবার)। এই শালা ডাকু টোম্ ইধার আও।

রুদ্ররূপ। কেন সাহেব?

ব্রেনান। টোম্ কিস্‌মাফিক্ ইস্‌কো চালাও হাম্‌কো ডেখ্‌লাও।

রুদ্ররূপ। ওই গোড়াটা ধরে আর মাঝখান দিয়ে কাটা হয়—

ব্রেনান। ইস্‌মে টোম্ কটা আড্‌মিকো জান লিয়েছ বাবা?

রুদ্ররূপ। আমি কখন কাউকে মারিনি সাহেব।

ব্রেনান। Sutup you liar. (সাট্ আপ্ ইউ লায়ার)।

সরোজের প্রবেশ।

সরোজ। সাগর—সাগর—কে আছে? সাড়া দাও।

ব্রেনান। Who's their? (হুজ্ দেয়ার)

সরোজ। ফ্রেণ্ড—

ব্রেনান। Come on—come on. (কাম্ ওন্—কাম্ ওন্)।

সরোজ। কে? কে কথা বল্‌লে—

ব্রেনান। I am a Leftnent general of The East India Company. (আই য়্যাম্ এ লেফট্‌ন্যান্ট জেনারেল্ অফ্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি)

সরোজ। কে—? মিঃ ব্রেনান?

ব্রেনান। মিঃ চৌধুরী! Zamindar of Ratanpur? (জমিনডার অফ্ রটন্‌পুর)? আপনি এট রাট্রে এখানে হাসিয়াছেন কেন?

সরোজ। আমার বোন বাড়ীথেকে কোথায় চলে গেছে—তাই বজরা নিয়ে তাকে আমি খুঁজতে বেরিয়েছি; হঠাৎ এখানে বন্দুকের শব্দ শুনে বজরা ছেড়ে দেখতে এলাম তাকে পাওয়া যা কিনা! আপনি এত রাত্রে এখানে কি করছেন?

ব্রেনান। কালেক্টর সাহেবের অর্ডারে হামি বজরা লইয়া এ পরগণার ডাকাইত ডলের সন্ধান করিটেছি।

সরোজ। কোন দলের সন্ধান পেয়েছেন?

ব্রেনান। দেখুন মিঃ চৌধুরী এই শালা দাড়িওয়ালা, ওই টিকিওয়ালাকে for nothing (ফর নাথিং) খুন করিটে চায়।

সরোজ। কেন তুমি ওকে খুন করতে চাও?

রুদ্ররূপ। আমি তান্ত্রিক কাপালিক্। ও ব্যাটা সাহেব কিছুই বোঝে না, আপনি জ্ঞানবান ব্যক্তি আপনি অবশ্য আমাদের রীতিনীতি সব জানেন।

সরোজ। হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি তোমাদের ভালভাবেই জানি। তোমরা ভিখারী বেশে গ্রামে ভিক্ষা করতে গিয়ে শিশুদের ধরে এনে বলি দাও, সুন্দরী যুবতী মেয়েদের ধর্ম্ম নষ্ট করে ছেড়ে দাও, তোমরাই অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে নরবলি দাও।

ব্রেনান। আউর ভোল্ বদলাইয়া উহারাই ডাকাইতি করে।

সরোজ। শুধু ডাকাতিই নয় সাহেব। জগতের যতকিছু জঘন্য কাজ সব এদের দারাই সাধিত হয়।

ব্রেনান। You tell me Mr. Choudhury. What shall I do now? (ইউ টেল্ মী মিঃ চৌধুরী হোয়াট্ স্যাল্ আই ডু নাও?) এখন হামি উহাকে লইয়া কি করিবে?

সরোজ। ওই নর পিশাচকে জীবন্ত মাটিতে প্রোথিত করে বিষাক্ত সর্প দিয়ে দংশন করান।

ব্রেনান। Right O, that's the capital punishment of this case. (রাইট্ ও, দ্যাটস্ দি ক্যাপিটাল পানিস্‌মেণ্ট অফ দিস্ কেস্)।

সরোজ। বাংলার বুকে ওরা যে অত্যাচার করে মিঃ ব্রেনান তার তুলনায় এ শাস্তি ওদের কিছুই নয়। যারা নব প্রস্ফুটিত সুকোমল শিশুকে বলি দেয়—মাতৃজাতির ধর্ম্ম নষ্ট করে—শাস্তরাহীকে ধরে নিয়ে এসে জীবন্ত পুড়িয়ে খায়—তাদের শাস্তি কোনদিন কোন নীতিশাস্ত্রকারের কল্পনায়ও জাগেনি। যদি আপনারা এদেশে শান্তি স্থাপন করে প্রজা পালন করতে চান—তবে শ্যামা বঙ্গজননীর দুষ্ট ক্ষত ওই ভণ্ড কাপালিক মগ ঠগী ডাকাত, দমন করে বাঙ্গালীর বিভীষিকা দূর করুন। মিঃ ব্রেনান সত্যই যদি আপনাদের বাহুবলে এ দেশে দস্যু তস্কর দমন করতে পারেন তবে আপনাদের বীরত্ব কাহিনী চিরদিন ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। গুড বাই মিঃ ব্রেনান গুড বাই। [প্রস্থান।

ব্রেনান। চল্ শালা দাড়িওয়ালা চল্।

রুদ্ররূপ। আমার মেরনা বাবা—

ব্রেনান। না—না হামি টোমায় মারিবে না, টোমার আরামের ব্যবস্থা করিয়া দিবে। এই টিকিওয়ালা ইস্‌কো বাঁধকে লে আও! বাঁধকে লে আও! [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দেবীর বজরা।

প্রফুল্লের প্রবেশ।

প্রফুল্ল। না—না ওঁকে বেঁধ না, ওঁকে বেঁধ না, হাতের বাঁধন খুলে দাও। ওঁর গায়ে যদি কাঁটার আঁচড় লাগে আমার বুক ফেটে যাবে। রঙ্গরাজ—রঙ্গরাজ—

দ্রুত দিবার প্রবেশ।

দিবা। দেবি! প্রতাপপুর থেকে একদল নরনারী এসেছে।

প্রফুল্ল। কি চায় তারা?

দিবা। তারা আপনার দর্শন প্রার্থী—

প্রফুল্ল। তাদের অভিযোগ?

দিবা। জমিদারের অত্যাচারে সর্ব্বস্ব হারিয়ে—স্ত্রী পুত্র নিয়ে ওরা পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা আশ্রয় চায়—আর চায় অত্যাচারের প্রতিকার।

প্রফুল্ল। অত্যাচারের প্রতিকার···না—না আর আমি প্রতিকার করতে পারব না। প্রতিকার করতে গিয়ে আমি নিজেই ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছি।

দিবা। তবে কি ওই বুভুক্ষু নরনারীগণ ক্ষুধায় তুটি অন্ন পাবে না ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ—হ্যাঁ অন্ন পাবে! কিন্তু প্রতিকার পাবে না। দিবা তুই আমার এই গয়নাগুলো নিয়ে ওই বুভুক্ষু নরনারীর মধ্যে ছড়িয়ে দে।

দিবা। গায়ের গয়না দেবেন কেন মা? আপনার ভাণ্ডারেত ধনরত্নের অভাব নেই। তার এক কণা যদি ওরা পায়, তাতেই ধন্ত হয়ে যাবে।

প্রফুল্ল। না তা হবে না। তুই আমার এই গয়না নিয়ে যা, নিয়ে যা আমার রাজরাণীর বেশ, নিয়ে যা ওই মণি-মাণিক্য খচিত রাজমুকুট। ওই সর্ব্বহারা নরনারীর মাঝে আমার ঐশ্বর্য্য সম্পদ সব বিলিয়ে দিয়ে আয়!

দিবা। এসব আপনি কি বলছেন দেবি ?

প্রফুল্ল। তুই বুঝতে পারবি না। আজ আমি সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে রিক্তা হতে চাই। আজ যেন কারো মনে দুঃখ না থাকে। যা—যা সব নিয়ে যা। ওরে দিবা আজ আনন্দের দিনে এই সন্ধানপুর কালসাজির ঘাটে আনন্দ মেলা বসিয়ে দে।

দিবা। আপনার আদেশ পালনে আমরা কিছুমাত্র ক্রটী করব না দেবী। কিন্তু আপনাকে আজ আমি বুঝতে পারলাম না। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। আমি কি ভুল করেছি ?...না—না সাগরের দয়াতেই আমি সেদিন দেব দর্শন পেয়েছিলাম। আজ আমার সর্ব্বস্ব দিয়ে অনাথিনী সাগরের সৌভাগ্য গড়ে দিতে হবে।

রঙ্গরাজের প্রবেশ।

রঙ্গরাজ। দেবি!

প্রফুল্ল। কি সংবাদ রঙ্গরাজ ?

রঙ্গরাজ। সব মঙ্গল—

প্রফুল্ল। আমাদের কেউ খুন জখম হয়েছে ?

রঙ্গরাজ। না দেবি—

প্রফুল্ল। বিপক্ষ দলের—

রঙ্গরাজ। ওদের কেউ খুন হয়নি, তবে দু একজন একটু জখম হয়েছে। সৈনিকের পক্ষে সে কিছুই নয়।

প্রফুল্ল। বজরা লুঠ হয়েছে ?

রঙ্গরাজ। হয়েছে—

প্রফুল্ল। মালপত্র—

রঙ্গরাজ। সব আপনার বজরায় নিয়ে এসেছি।

প্রফুল্ল। টাকাকড়ি—

রঙ্গরাজ। কিছুই নাই মা, সামান্য যা কিছু আছে বজরার মালিকের কাছেই আছে।

প্রফুল্ল। মালিক কোথায় ?

রঙ্গরাজ। ছিপে বসিয়ে রেখেছি।

প্রফুল্ল। এখানে হাজির কর।

রঙ্গরাজ। যদি তিনি বজরায় আসতে না চান, তাহলে জোর করে নিয়ে আসব ?

প্রফুল্ল। না—না স্বসম্মানে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে।

রঙ্গরাজ। দেবি—

প্রফুল্ল। যাও রঙ্গরাজ! মনে রেখ আমার আদেশ—

রঙ্গরাজ। দেবীর এই পরিবর্ত্তনের কারণ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।   [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। আমি কি ধরা পড়ে যাচ্ছি! সকলের কাছে আমি কি

ছোট হয়ে যাচ্ছি? হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমি ছোট হব ধরাদেব, আমাকে আমি তাঁর চরণে বিলীন করে দেব।

নিশির প্রবেশ।

নিশি। **গীত**

সখিরে—

অঙ্গ পুলকত ঘরম সহিত
অঝরে নয়ন ঝরে।
হেন অনুমানি, কালরূপখানি
আছ এ অন্তর ভোরে॥
শুন—শুন সখি কহি তুয়া ঠাঁই
ভালনা দেখি যে তোরে।
সে বর নাগর রসের সাগর
পাগল করিতে পারে॥

প্রফুল্ল। নিশি আজ তিনি এসেছেন!

নিশি। তাত জানি, কিন্তু এদিকে যে আর কোন উপায় নেই।

প্রফুল্ল। কেন—?

নিশি। তুমি যে সব ত্যাগ করে—গুরু ভবানীপাঠকের নিষ্কাম ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছ দেবী।

প্রফুল্ল। নিয়েছি সত্য, কিন্তু আমি যে নারী একথা ভুলতে পারি না।

নিশি। তুমি ত শুধু নারী নও, তুমি যে শত-শত নিরন্ন সন্তানের অন্নদায়িনী মা—অন্নপূর্ণা।

প্রফুল্ল। পত্নীত্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে মাতৃত্বকে গ্রহণ করা যায় না।

নিশি। আমার মত নিজেকে তুমি পরমপতি শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বিলিয়ে দাও।

প্রফুল্ল। স্বামী দেবতাকে বাদ দিয়ে—শ্রীকৃষ্ণের পূজায় কোন ফল হয় না।

নিশি। দেবি!

প্রফুল্ল। তুই বিয়ে করিস্‌নি নিশি স্বামী কি তা তুই বুঝতে পারবি না।

নিশি। এত যদি তোমার স্বামীভক্তি তবে তুমি সংসারে ফিরে যাও।

প্রফুল্ল। সে পথ খোলা থাকলে, এখানে আসতাম না।

নিশি। এখানে এসে যখন গুরু-ভবানীপাঠকের শিষ্যা হয়েছ, তখন তোমার আর এ কাতরতা শোভা পায় না দেবী-চৌধুরাণী।

প্রফুল্ল। ওরে তোদের প্রবল প্রতাপশালিনী দেবী-চৌধুরাণীকে আজ ভিখারিণী প্রফুল্লের কাছে নতশিরে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

[প্রস্থান।

নিশি। দেবি—! দেবি—

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। কই কোথায় দেবীরাণী—কোথায় দেবী-চৌধুরাণী?

নিশি। [সহসা ঘোমটা দিয়া একপাশে দাঁড়াইল] আসুন—

ব্রজেশ্বর। আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

নিশি। আপনার পরিচয় নিয়ে কিছু টাকা আদায় করবার জন্য।

ব্রজেশ্বর। আমার পরিচয় পেলেই আপনারা আমায় ছেড়ে দেবেন?

নিশি। দেব—

ব্রজেশ্বর। এত সহজে আপনারা আমায় বিশ্বাস করবেন?

নিশি। করব, কারণ আপনি ব্রাহ্মণ নিশ্চয় মিথ্যাকথা বলবেন না। বলুন আপনার নাম?

ব্রজেশ্বর। আমি ভুতনাথপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরবল্লভ রায় মহাশয়ের

পুত্র, আমার নাম শ্রীব্রজেশ্বর রায়। এইবার আমায় কি দরে ছাড়বেন, দর-দাম মীমাংসা করে ছেড়ে দিন!

নিশি। আপনার দাম এককড়া কানা কড়ি। দিন দাম মিটিয়ে দিয়ে চলে যান।

ব্রজেশ্বর। কানা কড়ি—

নিশি। হ্যাঁ, দিন তাড়াতাড়ি দাম মিটিয়ে দিন—

ব্রজেশ্বর। কানা কড়িত আমার কাছে নেই—

নিশি। বজরা থেকে নিয়ে আসুন।

ব্রজেশ্বর। বজরায় কানা কড়ি নেই।

নিশি। মাঝিদের কাছ থেকে ধার করে আনুন—।

ব্রজেশ্বর। মাঝিরা কানা কড়ি রাখে না।

নিশি। তাহলে আপনার আর মুক্তির কোন উপায় নেই। যতদিন না কানাকড়ি দিতে পারেন—ততদিন আপনাকে এখানে বন্দী থাকতে হবে!

অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সাগরের প্রবেশ।

সাগর। [চাপাগলায় কথা বলিতেছিল] সত্যই যদি ওনার এককড়া কানাকড়ি দাম হয়—আমি দিচ্ছি দিদি! আপনি ওঁকে আমার কাছে বিক্রী করে দিন।

ব্রজেশ্বর। সেকি! আমায় বিক্রী করবেন কি কথা—

নিশি। আপনি যে আপনার দাম দিতে পারছেন না। তাই আপনাকে বিক্রয় করে দাম আদায় করে নেব। তুমি ওনাকে নিয়ে কি করবে ভাই। উনি জাতিতে বামুন।

সাগর। আমার রাঁধবার বামুন নেই—উনি আমার ভাত রাঁধবেন।

নিশি। বেশ ভাই, তাহলে আপনি বিক্রী হয়ে গেলেন। আপনার

আর কোন ভয় নেই। আমাদের কাছ থেকে মুক্ত হয়ে, এখন আপনি ওঁর কেনা চাকর হলেন। [প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। যাঃ বাবা! এ যে দেখছি চোর তাড়িয়ে ডাকাত এসে হাজির হল।

সাগর। আপনি এখন আমার কেনা চাকর হলেন বুঝলেন?

ব্রজেশ্বর। হ্যাঁ তাত বুঝলাম—কিন্তু তুমি আবার কে?

সাগর। আপনার মুনিব।

ব্রজেশ্বর। মুনিব—

সাগর। হ্যাঁ, এইমাত্র যে এককড়া কানাকড়ি দিয়ে আপনাকে কিনলাম।

ব্রজেশ্বর। ও হ্যাঁ, তা কি করতে হবে হুকুম কর।

সাগর। আপনি কখনও রান্না করেছেন?

ব্রজেশ্বর। না—

সাগর। তাহলে তো রান্না করতে পারবেন না। আচ্ছা জল তুলতে পারেন?

ব্রজেশ্বর। না—

সাগর। কাঠ কাটতে পারেন?

ব্রজেশ্বর। না—

সাগর। বাজার করতে পারেন?

ব্রজেশ্বর। হ্যাঁ—তা চেষ্টা করলে করতে পারি।

সাগর। বাতাস্ করতে পারেন?

ব্রজেশ্বর। বাতাস? বাতাস্ ত কখনও কাউকে করি নি! তবে হ্যাঁ তুমি যদি আমায় বাতাস কর, আমি আরাম্‌সে বসে বসে বাতাস খেতে পারি।

সাগর। আপনি ত ভয়ানক বেয়াড়া লোক! আপনাকে নিয়ে কি করি বলতে পারেন?

ব্রজেশ্বর। আমায় যা হুকুম করবে, তাই করব—

সাগর। পা টিপে দিতে পারেন?

ব্রজেশ্বর। তোমার মত সুন্দরীর পা টিপে দেব, সেত আমার পরম সৌভাগ্য।

সাগর। তবে দিন আমার পা টিপে—

[ব্রজেশ্বরের দিকে একটি পা আগাইয়া দিলেন]

ব্রজেশ্বর। [সাগরের পা টিপিবার জন্য পায়ে হাত দিলেন] তোমার পা দুখানি বেশ টক-টকে লাল।

সাগর। হ্যাঁ ঠিক যেন সাগর বৌয়ের পায়ের মত।

[ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল]

ব্রজেশ্বর। একি সাগর!

সাগর। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমি গঙ্গা নই, যমুনা নই, বিল নই, খাল নই। একেবারে সাক্ষাৎ তোমার সাগর। এখন বুঝতে পারলে যে আমি সত্যই বামুনের মেয়ে।

ব্রজেশ্বর। তোমাকেও কি দেবী-চৌধুরাণী ধরে এনেছেন?

সাগর। না, তোমার সঙ্গে যাব বলেই—আমি সেচ্ছায় দেবীরাণীর সঙ্গে এসেছি। আমাকে তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতেই দেবীরাণী তোমার বজরা আটক করে তোমায় এখানে ধরে এনেছেন।

একটি কলসী লইয়া নিশির প্রবেশ।

নিশি। [কলসীটি একপাশে রাখিলেন] ব্রজেশ্বর বাবু! আপনার মালপত্র সব আপনার বজরায় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন সাগরের কি হবে বলুন?

ব্রজেশ্বর। সাগর আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী যাবে। তোমাদের বাহাদুরী আছে। তোমরা আমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিলে। আমি মনে করেছিলাম, সত্য সত্যই আমি বুঝি দেবী-চৌধুরাণীর হাতে বন্দী হয়েছি।

নিশি। সত্যই আপনি দেবী-চৌধুরাণীর হাতে বন্দী হয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর আপনি দেবীরাণীর বন্দী নন্। বন্দী আপনি সাগরের।

ব্রজেশ্বর। আপনি কি দেবীরাণী?

নিশি। না, দেবীরাণীকে কি দেখতে চান?

ব্রজেশ্বর। যদি তিনি দয়াকরে দর্শন দেন তাহলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান বলে মনে করব।

নিশি। অপেক্ষা করুন, সময় মত তাঁর দর্শন পাবেন। এই সাগর তুই কি রকম বে আক্কেলেরে, ভদ্র লোককে হাতে পেয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিলি, এখন ওনার একটু জলখাবারের ব্যবস্থা কর।

সাগর। যাচ্ছি দিদি—　　　　　　　　　　　　　　[প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। আচ্ছা দেবীরাণী কি সত্যই ডাকাতি করেন?

নিশি। না, ডাকাতি করেন দেবীরাণীর সন্তানগণ।

ব্রজেশ্বর। উনি কি বিবাহিতা?

জলখাবার ও আসন লইয়া অবগুণ্ঠনে প্রফুল্লর প্রবেশ।

প্রফুল্ল। সাগরকে ওনার বজরায় তুলে দিয়ে আয় নিশি।

নিশি। এই যে যাই—[চাপা স্বরে] এই দেবীরাণী।

ব্রজেশ্বর। এই দেবী-চৌধুরাণী—

প্রফুল্ল। [আসন পাতিয়া জলখাবার দিয়া ব্রজেশ্বকে প্রণাম করিল] আপনার একটু জলখাবারের আয়োজন করেছি, আপনি দয়াকরে বসুন।

ব্রজেশ্বর। [অন্যমনস্ক ভাবে] হ্যাঁ বসছি। [বসিয়া আহার করিতে ছিল]

প্রফুল্ল। আমি আপনাকে জোর করে ধরে এনে যে অন্যায় করেছি, সেজন্য আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

ব্রজেশ্বর। আমায় ধরে এনে আপনি আমার উপকার করেছেন।

প্রফুল্ল। আজ আপনি আমার এখানে জলগ্রহণ করে আমার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করলেন। আপনার মর্য্যাদা স্বরূপ যা দেব দয়া করে গ্রহণ করবেন?

ব্রজেশ্বর। [উঠিলেন] আপনি আমার স্ত্রীধন ফিরিয়ে দিলেন। আর কি দেবেন?

প্রফুল্ল। ওই কলসীটা আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

ব্রজেশ্বর। ওঃ ভট্টাচার্যি বিদায়? হ্যাঁ আমি বামুনের ছেলে, ওতে খুব রাজি। [সহসা কলসী তুলিয়া দেখিয়া] একি! কলসীটা এত ভারি কেন? এতে আছে কি?

প্রফুল্ল। মোহর—

ব্রজেশ্বর। এত মোহর—!!!

প্রফুল্ল। হ্যাঁ, সাগরের কাছে শুনলাম, আপনার বাপের জমিদারী রক্ষার জন্য আপনাদের পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রয়োজন। তাই পঞ্চাশ হাজার টাকার মত মোহর আমি আপনাকে ধার দিলাম।

ব্রজেশ্বর। আমি তো আপনার কাছে টাকা চাই নি। আপনি আমায় টাকা দেবেন কেন?

প্রফুল্ল। সাগর আমার ছোট বোন, সে বল্‌লে কিনা তাই—

ব্রজেশ্বর। না—না সে হয় না, এ ভাবে আমি আপনার কাছে টাকা নেব না। আমার যত টাকারই প্রয়োজন থাক, আপনি আমায় কেন টাকা দেবেন,—সেটা আমি ঠিক্ বুঝতে পারছি না। এ জগতে বিনা স্বার্থে কেউ কাউকে একটা কানা কড়ি দেয় না, আর এক কথায় আপনি আমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা দিচ্ছেন!

প্রফুল্ল। আমার ইচ্ছা হল দিলাম, এখন আপনি এ মোহরের কলসী নিয়ে যাবেন কিনা বলুন।

ব্রজেশ্বর। না, এ আমি নেব না।

প্রফুল্ল। টাকা যদি না নেন্, আপনাকে যারা ধরে এনেছে তারা আপনাকে এখান থেকে যেতে দেবে না।

ব্রজেশ্বর। সেত আরও বিপদের কথা। আমি ফিরে না গেলে আমার বাবা যে মহা বিপদে পড়বেন।

প্রফুল্ল। তাহলে এই টাকা ধার নিয়ে বাড়ী চলে যান—

ব্রজেশ্বর। ধার নেব কিন্তু ধার পরিশোধ করব কি করে?

প্রফুল্ল। পরিশোধ আর করতে হবে না। আপনার যখন টাকা হবে। তখন ওই পঞ্চাশ হাজার টাকা আর এক মোহর সুদ গরীব তুঃখীর মধ্যে দান করে দেবেন।

ব্রজেশ্বর। না—না সে হবে না। আপনার টাকা আমি আপনার হাতে ফিরিয়ে দিতে চাই।

প্রফুল্ল। আমাকে আর আপনি দেখতে পাবেন না। কারণ আমি এক জায়গায় থাকি না।

ব্রজেশ্বর। আমাদের বাড়ীতে আপনি কোন পাঠিয়ে দেবেন।

প্রফুল্ল। আমার লোক আপনাদের বাড়ী যাবে না।

ব্রজেশ্বর। আমি যদি নিজে আসি, তাহলে আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে?

প্রফুল্ল। কবে আসবেন্ বলুন?

ব্রজেশ্বর। আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে আমি টাকার জোগাড় করে আসতে পারি।

প্রফুল্ল। বেশ, বৈশাখের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের মধ্যে যদি আসতে

পারেন এইখানে আমার দেখা পাবেন। কিন্তু তার পরে এলে আর আপনি আমায় দেখতে পাবেন না।

ব্রজেশ্বর। না—না, আমি ঠিক্ ওই সময়ের মধ্যেই এখানে আসব।

প্রফুল্ল। দাঁড়ান—

ব্রজেশ্বর। কেন ?

প্রফুল্ল। আর একটা কাজ বাকী আছে—

ব্রজেশ্বর। কি ? ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা দেবেন নাকি—

প্রফুল্ল। ব্রাহ্মণ ভোজন যখন করিয়েছি দক্ষিণা তখন দিতেই হবে।

ব্রজেশ্বর। কই দিন। [হাত পাতিলেন।

প্রফুল্ল। দিচ্ছি। [নিজের হাত হইতে আংটি খুলিয়া ব্রজেশ্বরের হাতে পরাইয়া দিলেন। তাঁহার চোখের জল ব্রজেশ্বরের হাতে পড়িল]

ব্রজেশ্বর। একি! আপনি কাঁদছেন ? না—না কাঁদবেন না। আমি আপনার—[সহসা ব্রজেশ্বরের হাত লাগিয়া প্রফুল্লর অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল] একি! কে—কে তুমি ?

প্রফুল্ল। আমি দেবী-চৌধুরাণী—

ব্রজেশ্বর। না—না তুমি আমার প্রফু……আঃ! একি হতে পারে! মানুষে—মানুষে এত সাদৃশ্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক সেই মুখ সেই চোখ সেই কণ্ঠ,…না—না এ অসম্ভব! সে যে দশবছর আগে মরে গেছে। সত্যবল কে তুমি ? একি এখনও কাঁদছো! সেইরূপ—সেইরূপ! দশবছর আগে ভুতনাথপুরের বাড়ীতে সাগরের ঘরে, দুটি ভাতের জন্য যখন আমার পায়ে পড়ে কেঁদেছিল তখন ঠিক এই রকম চোখের জলেই মুখ ভেসে গিয়েছিল। বল কে তুমি ?

প্রফুল্ল। তুমি আমায় চিন্তে পারছ না ?

ব্রজেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ওই সুর—ওই সুর! ওই সুরে অন্তরে সপ্ত-সাগরের আলোড়ন সুরু হল। দশবছর আগে যখন এক কাপড়ে দুটী ভাতের জন্য আমাদের বাড়ীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তখন আমার বাবা তোমায় শেয়াল কুকুরের মত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আজ সেই তুমি—টাকা দিয়ে আমার বাবার বিষয় রক্ষা করলে!…না—না এ অসম্ভব। এ হতে পারে না। আমার প্রফুল্ল মরে গেছে। তার রূপ ধরে তুমি আমায় ভোলাতে পারবে না। প্রমাণ চাই—প্রমাণ ছাড়া আমি তোমায় বিশ্বাস করতে পারি না।

প্রফুল্ল। প্রমাণ দেবার মত সম্পদ আমার কাছে আর কিছুই নেই আমার যা কিছু সম্বল ছিল তোমার হাতে তুলে দিয়েছি।

ব্রজেশ্বর। কি ছিল তোমার কাছে? কি দিয়েছ তুমি আমায়?

প্রফুল্ল। তোমার হাতের ওই আংটি।

ব্রজেশ্বর। আংটী! হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই ত আমার সেই নাম লেখা আংটি। তুমি আমার সেই প্রফুল্ল!

প্রফুল্ল। স্বামি— [ব্রজেশ্বরের পদধূলি লইলেন]

ব্রজেশ্বর। আঃ! না—না আমি তোমার স্বামী নই। আমি নির্ম্মম, আমি নিষ্ঠুর, আমি জগতের ঘৃণিত জীব। পথের ভিখারীও ভিক্ষে করে স্ত্রীর ক্ষুধার অন্ন যোগায়। আর আমি বাপের কথায় বিশ্বাস করে আজ বিশবছর তোমায় ত্যাগ করেছি। তোমায় ক্ষুধায় অন্ন দিই নি—লজ্জা নিবারণের বস্ত্র দিইনি তবু তুমি আজও ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে আমারই রূপধ্যান করছ? তুমি আর্য্য ঋষিদের ধ্যান ধারণার বহির্ভূতা—তুমি সীতা সাবিত্রির অতীতা। তোমার মত সতী সাধ্বি স্ত্রীর স্বামী হবার যোগ্যতা আমার নেই। প্রফুল্ল তোমার উপর এতদিন আমি যে

অবিচার করেছি তারজন্য তুমি আমায় ক্ষমা······না—না অভিশাপ দাও—অভিশাপ দাও। [দ্রুত প্রস্থান।

প্রফুল্ল। রঙ্গরাজ! রাজনারায়ণ! মদন! কে আছ ছুটে এস অতিথি চলে যাচ্ছেন, তাঁর মর্য্যাদার যোগ্য সম্মান, এই মোহরের কলসী তাঁর বজরায় তুলে দাও—

মদনের প্রবেশ।

মদন। **গীত।**

একি করলি গো তুই আপন ভুলে।
ছল করে তুই পড়লি কেন ছলে॥
মান রেখে—মান খোয়ালী
মাখতে আতর মাখলি কালি
ক্ষনের ভুলে ডুবলি গো তুই
প্রলয় তুফান তলে॥

প্রফুল্ল। জানি মদন—এ আমার মহাভুল। তবু এ ছাড়া বর্ত্তমানে আমার আর কোন উপায় নাই। ···ওই ওঁর বজরা ছেড়ে যাচ্ছে, যাও—যাও মদন এই মোহরের কলসী ওই বজরায় তুলে দিয়ে এস।

মদন। দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য। [কলসী লইয়া প্রস্থান।

প্রফুল্ল। সব গেল, সব গেল। উঃ কী ভীষণ আকর্ষণ, এক মুহূর্ত্তে আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমায় রিক্তা করে দিয়ে গেল।

ভবানী পাঠকের প্রবেশ।

ভবানী। রঙ্গরাজ! বজরা আটক করে—মোহরের কলসী ফিরিয়ে নিয়ে এস।

প্রফুল্ল। না, আমি মোহরের কলসী ওনাকে ধার দিয়েছি।

ভবানী। ও মোহর ধার দেবার তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি মাত্র দান করিতে পার।

প্রফুল্ল। সেই অধিকারই যদি থাকে, তাহলে মনে করুন আমি দানই করেছি।

ভবানী। অত্যাচারী ধনী জমিদারদের টাকা কেড়ে নিয়ে আমরা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করি, ধনীর ধনভাণ্ডার পূর্ণ করতে আমরা ডাকাতি করি না।

প্রফুল্ল। ওনাদের আজ সত্যিকারের অভাব। এই টাকা না পেলে ওঁর বাবাকে বন্দি হতে হবে।

ভবানী। সেই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। পরকে বঞ্চিত করে যারা নিজেদের সার্থসিদ্ধ করতে চায়, কারাবাসই তাদের যোগ্য পুরস্কার।

প্রফুল্ল। আপনি আমাকে মুক্তি দিন। আমি আর এ মহাপাপ করতে পারব না।

ভবানী। কিসের পাপ— ?

প্রফুল্ল। পরের সর্ব্বস্ব কেড়ে নেওয়া, ডাকাতি করা—

ভবানী। ডাকাতি আমরা করি, তুমি ত কর না।

প্রফুল্ল। কিন্তু ডাকাতির ধনরত্ন আমাকেই আগলে বসে থাকতে হয়।

ভবানী। তুমি যে মা—সাক্ষাৎ ভগবতী। তাই তোমায় ত্যাগ ও সংযম শিক্ষা দিয়ে আমাদের মায়ের আসনে বসিয়েছি।

প্রফুল্ল। এ কাজ আমার নয়। এ আর আমি পারছি না, এ ভার বহন করতে আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে।

ভবানী। এ ভার আমি তোমার ওপর জোর করে চাপিয়ে দিই নি, তুমি স্বেচ্ছায় এ ভার বহন করতে রাজী হয়ে—শত-শত সন্তানের মায়ের আসন অধিকার করেছ। আজ সেই সন্তানদের যদি মাতৃহারা করে তুমি পালিয়ে যেতে চাও তারাত তোমায় ছেড়ে দেবে না।

প্রফুল্ল। আমার কাছে ধনরত্ন যা কিছু আছে সব নিয়ে আমায় শুধু আপনি মুক্তি দিন। আমি আর এখানে থাকতে পারছি না! আপনি দয়া করে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দিন।

ভবানী। না। আমাদের ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে পাবে না।

প্রফুল্ল। না—না সে হবে না। এ অন্যায়—এ মহাপাপ আমি আর করতে পারব না।

ভবানী। অন্যায় নয় মা অন্যায় নয়। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেছে, বিদেশী বেনিয়া ইংরাজরা এখনও এ দেশে শান্তি স্থাপন করতে পারেনি। এই সুযোগে বাংলার স্বার্থপর ধনি জমিদারগণ নিরীহ দরিদ্র দেশবাসীর সর্ব্বস্ব কেড়ে নিয়ে নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করে চলেছে। বিবেক হীন স্বার্থপর মানুষ পশুর অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালীর ঘরে উঠেছে আজ আকুল ক্রন্দন। দিকে—দিকে চলেছে শিশুদলন, নারী নির্য্যাতন। তাই আমরা করেছি ডাকাতদল গঠন। ত্যাগ ও সংযম ব্রতে দীক্ষা নিয়ে—আমরা করেছি কঠোর পণ। পরোপকার পরম ধর্ম্ম জ্ঞানে দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে করে অভিযান, আমরা করে দেব সব অত্যাচারের চির অবসান। [দূরে বিউগিল বাজিয়া উঠিল]

প্রফুল্ল। একি! বিপদের শঙ্কেত কেন—?

দ্রুত রঙ্গরাজের প্রবেশ।

রঙ্গরাজ। নদীপথে একখানা ইংরাজের বজরা এই দিকে আসছে।

ভবানী। সঙ্গে কত লোক আছে?

রঙ্গরাজ। প্রায় একশত।

ভবানী। সকলেই কি বন্দুক-ধারি?

রঙ্গরাজ। না, কিছু লাঠিয়ালও আছে। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি মহারাজ?

প্রফুল্ল। ইংরাজদের আক্রমণ করবেন ?

ভবানী। না মা তা হয় না। যদি যুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষতি হয়—তাহলে বৈকুণ্ঠপুরের শত-সহস্র নরনারী অনাহারে মারা যাবে।

প্রফুল্ল। কিন্তু ইংরাজরা যখন একবার আমাদের সন্ধান পেয়েছে—তখন আর ওরা আমাদের সহজে ছাড়বে না।

ভবানী। ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে দেবীগড় থেকে সমস্ত ধনরত্ন উদ্ধার করে দীন দরিদ্রকে মুক্ত হস্তে দান করতে হবে।

প্রফুল্ল। তাই হবে। দেবীগড় থেকে সমস্ত ধনরত্ন উদ্ধার করে—দীন দরীদ্রকে মুক্ত হস্তে দান করে, তারপর আমরা করবো ইংরাজ দলনের বিজয় অভিযান।　　　　　　　　[প্রস্থান।

রঙ্গরাজ। আমাদের বজরা এখন কোন পথে যাবে মহারাজ ?

ভবানী। আমাদের বজরা এখন দেবীগড়ে নিয়ে যেতে হবে।

রঙ্গরাজ। সামনে ইংরাজের বজরা আসছে, নদীপথে দেবীগড়ে যাবার আর কোন উপায় নেই।

ভবানী। বজরা খুলে চারপাল তুলে দাও। তীরন্দাজ বরকন্দাজ বন্দুকধারীদের বজরার ছাতে বসিয়ে হাওয়ার অনুকূলে বজরা ছেড়ে দাও। রঙ্গরাজ! কাল রাতের মধ্যে যেমন করে হোক আমাদের দেবীগড়ে পৌঁছাতে হবে। সেখান থেকে সমস্ত রনরত্ন উদ্ধার করে আমাদের যেতে হবে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে। যে ধনরত্নের লোভে ইংরাজরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে—সেই ধনরত্ন বিলিয়ে দিয়ে আমরা বজরা ভাসিয়ে পদ্মার পথে দক্ষিণ বঙ্গে চলে যাব।　　　　　　　　[প্রস্থান।

রঙ্গরাজ। রাজনারায়ন! তুমি তুর্য্যধ্বনি করে সংবাদ দাও—আমাদের বজরা যাবে দেবীগড়।　　　　　　　　[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ভুতনাথপুর জমিদার বাটী

হরবল্লভ ও বিশ্বনাথ।

হরবল্লভ। বলকি বিশ্বনাথ! যে দেবী-চৌধুরাণীর নামে ইংরেজরা সভয়ে কেঁপে ওঠে, সেই দেবী-চৌধুরাণী ব্রজেশ্বরকে ধরে নিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ হুজুর, সেই দেখেই আমরা সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য্য হচ্ছি! দেবী-চৌধুরাণীর দল আমাদের বজরায় ডাকাতি করে, খোকা-বাবুকে ধরে নিয়ে গেল—আবার একঘড়া মোহর দিয়ে বিদায় দিলে।

হরবল্লভ। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই বিশ্বনাথ। দু-দুবার যে আমাদের খাজনার টাকা ডাকাতি করেছে, সময় পেলে আমি যে তাকে ছাড়ব না সেটা সে বুঝতে পেরেই এবারে খুব চালাকি করেছে।

বিশ্বনাথ। কিন্তু হুজুর এ টাকাটা দেবীরাণী আপনাকে ধার দিয়েছেন। আপনাকে ত ধার শোধ করতে হবে।

হরবল্লভ। হ্যাঁ তাত করতেই হবে। ধার যখন দিয়েছে তখন ধার শোধ দিতেই হবে। হ্যাঁ কোন তারিখে টাকাটা দিতে হবে বলত?

বিশ্বনাথ। সে কথা খোকাবাবু আপনাকে কিছু বলেন্ নি?

হরবল্লভ। হ্যাঁ—ব্রজেশ্বর কি একটা তারিখের কথা বল্‌ছিল বটে আমার ঠিক স্মরণ নেই।

বিশ্বনাথ। আমি খোকাবাবুর কাছে শুনেছি হুজুর, আগামী বৈশাখি শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের মধ্যে সন্ধানপুর কালসাজির ঘাটে দেবীরাণী বজরায় থাকবেন। সেই খানে গিয়ে টাকা দিয়ে আস্‌তে হবে।

হরবল্লভ। সন্ধানপুর কালসাজির ঘাটে—বৈশাখি শুক্লা-সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের মধ্যে! না বিশ্বনাথ?

বিশ্বনাথ। হ্যাঁ হুজুর—

হরবল্লভ। আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি এখন যাও। হ্যাঁ শোন, মহলের তশীলদারদের বাকী খাজনা আদায়ের জন্য তাড়া দাও। চৈত্র মাসের মধ্যে যেমন করে পার, আমায় এই ধারের টাকা আদায় করে দিতেই হবে।

বিশ্বনাথ। ধারের টাকা সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর। চৈত্র মাসের মধ্যে যেমন করে পারি আমি আপনাকে এই টাকা আদায় করে দেব। হুজুর একটা কথা শুধু দয়া করে মনে রাখবেন, আমরা গরীব সত্য একবার যাঁর নেমক খাই তাঁর সঙ্গে নেমকহারামী করি না।

[প্রস্থান।

হরবল্লভ। সুযোগ পেলে সবাই উপকারের বাহাদুরি নিতে চায়। ছেলে চায় উপকার করে বাপের মাথা কিনে নিতে, কর্ম্মচারী চায় উপকার করে মনিবকে হাতে রাখতে, কিন্তু আমি সে উপকারের কি করব—সে কথা···থাক্। [একখানি দলিল দেখিতেছিলেন]

সরোজের প্রবেশ।

সরোজ। এই যে রায় মশাই! আপনাকেই খুঁজছিলাম।

হরবল্লভ। কি বল—

সরোজ। আমার বোন সাগর কোথায়?

হরবল্লভ। জানি না—   [দলিল দেখিতে লাগিলেন।

সরোজ। ব্রজেশ্বর আমাদের বাড়ী থেকে চলে আসবার পর সাগরকে আর সেখানে পাওয়া যাচ্ছে না।

হরবল্লভ। তারজন্য আমি দায়ি নই।

সরোজ। না তা নয়—শুধু সে এখানে এসেছে কিনা এই সংবাদটা নিয়েই আমি বাড়ী ফিরে যেতে চাই।

হরবল্লভ। আমার এখন ওসব বাজে কথা আলোচনা করবার সময় নেই।

সরোজ। সত্য বলুন আমার বোন কোথায়?

হরবল্লভ। তুমি কি চোখ রাঙ্গিয়ে আমার কাছ থেকে কথার জবাব আদায় করতে চাও?

সরোজ। হ্যাঁ বলুন আমার বোন কোথায়?

হরবল্লভ। আমি তোমার কথার জবাব দিতে বাধ্য নই।

সরোজ। ও তাহলে আপনি বলবেন না?

হরবল্লভ। না—

সরোজ। পাটোয়ারীরও একটা সীমা আছে রায় মশাই।

হরবল্লভ। সাবধানে কথা বলো সরোজ! মনে রেখ আমি তোমার খাস তালুকের প্রজা নই।

সরোজ। তাদের তবু আত্মসম্মান জ্ঞান আছে আপনার তাও নেই।

হরবল্লভ। এত সাহস তোমার, আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তুমি আমার অপমান কর?

সরোজ। চক্ষু লজ্জার মাথা খেয়ে, টাকার জন্য যার দ্বারে বার বার হাত পাততে হয়—তাকে ওই রক্তচক্ষু দেখানো আপনার শোভা পায় না। যতদিন আপনার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা হয়েছে—ততদিন কারণে অকারণে আপনি আমার কাছ থেকে ধাপ্পা দিয়ে টাকা আদায় করে

এসেছেন। এবার যখন ছেলেকে পাঠিয়ে টাকা পেলেন না, তখন আমার বোনকে লুকিয়ে রেখে টাকা আদায় করতে চান !

হরবল্লভ। আমি এত নীচ নই যে তোমার বোনকে লুকিয়ে রেখে—তোমার কাছ থেকে টাকা আদায় করব।

সরোজ। ব্যাটার বৌকে ভাত কাপড় না দিয়ে—তাকে তাড়িয়ে দিয়ে, ছেলের বার বার বিয়ে দিয়ে যে মহত্ত্ব আপনি দেখিয়েছেন রায় মশাই—তাতেই আপনি বাংলার বুকে আদর্শপুরুষ হয়ে আছেন।

হরবল্লভ। সাবধান যুবক! তুমি আমার আত্মীয় বলে, আমি এতক্ষণ তোমার অনেক বাচালতা সহ্য করেছি।

সরোজ। কিন্তু প্রতিকার করবারও আপনার কোন উপায় নেই রায় মশাই।

হরবল্লভ। যাও আর কথা না বাড়িয়ে এখান থেকে চলে যাও।

সরোজ। আমার বোনের কোন সংবাদ তাহলে আপনি দেবেন না ?

হরবল্লভ। না—

সরোজ। বেশ! এই পর্য্যন্তই তাহলে আপনার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা শেষ হয়ে গেল রায়-মশাই। মায়ের পেটের বোন কিনা তাই তার একটা সংবাদ না পেলে মনটা একটু খারাপ হবে। যাক্—যে মেয়ের শ্বশুর বাড়ীতে সুখ শান্তি নেই, তার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল। আমি মনে করব আমার বোন সাগর—মরে গেছে। কিন্তু আপনিও মনে রাখবেন রায় মশাই এতদিন আমার দ্বারা উপকৃত হয়ে, আজ আপনি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করলেন—তারজন্য এতদিন সর্ব্বশক্তিমান ভগবানের কাছে আপনাকে জবাব দিতে হবে।

[প্রস্থান।

হরবল্লভ। সরোজ!······না থাক্। একটা বালকের সঙ্গে তর্ককরা

আমার শোভা পায় না। যে মাগি এককথায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিতে পারে, নিশ্চয় তার বহু টাকা আছে। যদি তাকে একবার কায়দা করতে পারি তাহলে তার সব টাকাই—

দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। আপনার হয়ে যাবে হুজুর।

হরবল্লভ। কে! ও দুর্লভ। কি খবর?

দুর্লভ। আপনাকে অনেকদিন দেখিনি কিনা, তাই একবার দর্শন করতে এলাম। আর সেই সঙ্গে সেই ডাকাত মাগির সন্ধান দিয়ে যাব।

হরবল্লভ। তুমি তার সন্ধান জান?

দুর্লভ। সব জানি হুজুর। তার নাড়ী নক্ষত্র সব জানি, কেবল ভয়ে কিছু বলতে পারি না।

হরবল্লভ। তোমাদের যাতে আর কোন ভয় না থাকে, এইবার সেই ব্যবস্থাই করছি দুর্লভ।

দুর্লভ। সে তো করবেনই হুজুর। আপনার ভরসাতেই কোন রকমে বেঁচে আছি। মাগির কি স্পর্দ্ধা হুজুর আমাদের তালুকের মধ্যে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দিচ্ছে—যে জমিদারের খাজনা আর দিতে হবে না। যারা খাজনা আদায় করতে আসবে লাঠিয়ে তাদের মাথা ফাটিয়ে দেবে জমি জমা সব তোমাদের, তোমরাই জমির ন্যায্য মালিক।

হরবল্লভ। বলকি দুর্লভ! মাগি আমার জমিদারীর মধ্যে হানা দিয়েছে? না—এবার আর তার পরিত্রাণ নেই।

দুর্লভ। তারজন্যই হুজুর আমি আজ ছ'মাস ধরে একটি পয়সা আদায় করতে পারলাম না।

হরবল্লভ। তবে যে বিশ্বনাথ বলছিল—এ বছর তুমি বহুটাকা আদায় করেছো? তোমায় যখন তাগাদা করা হয়েছিল তুমি নাকি বকেয়া হিসাবের একটা ফিরিস্তিও দিয়েছিলে?

দুর্লভ। না হুজুর! আমায় সদর থেকে কেউ তাগাদাও করে নি—আর আমি এ যাবৎ কোন ফিরিস্তিও দাখিল করিনি।

হরবল্লভ। আচ্ছা তুমি এখন যাও। আমি এ বিষয় খোঁজ নিয়ে তোমায় জানাব। না এখন দিনকতক এখানে থাক। তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে। তুমি ডাকাত দলের সব সন্ধান জান?

দুর্লভ। হ্যাঁ হুজুর! আমি তাদের লোকজন সব জানি। ইংরেজদের মত তাদের বড় বজরাও চিনি? তা ছাড়া আমি আপনাকে পথ ঘাট দেখিয়ে নিয়ে যাব।

হরবল্লভ। ঠিক আছে—

ব্রেনান্ সাহেবের প্রবেশ।

ব্রেনান। Good afternoon. Mr. Roy. (গুড্ আফ্টারনুন্ মিঃ রায়)।

হরবল্লভ। আসুন—আসুন সাহেব। আজ আমি প্রতিটী মুহূর্ত্ত আপনাকেই স্মরণ করছি।

ব্রেনান। Well (ওয়েল্) হাপনি খাজনার টাকা রেডী করিয়াছেন?

হরবল্লভ। খাজনার টাকা আমি বহুদিন জোগাড় করে রেখেছি—শুধু আপনার আসার অপেক্ষায় বসে আছি।

ব্রেনান। Many thanks Mr. Roy. I congratulate with you. (মেনী থ্যাঙ্কস্ মিঃ রায়। আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্ উইথ্ ইউ)। হামরা টাকা চায় কিন্তু হাপনার সহিট বন্ধুট্ব নষ্ট করিটে চাহে না।

হরবল্লভ। চলুন সাহেব আজই আমি আপনার সঙ্গে টাকা দিয়ে

লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি !…হ্যাঁ ডাকাত দলের কোন সন্ধান করতে পারলেন ?

ব্রেনান। দু-চারজন ডাকাইত ধরিয়াছে, লেকিন্ উহাডের অরিজিনাল্ Gang (গ্যাং) এর কোন সন্ধান করিটে পারিলাম না। উহাডের ডলের সন্ধান করিটে হামি একজন লোককে পাঠাইলাম সেও আউর ফিরিল না।

হরবল্লভ। আমি কিন্তু আসল দলের সন্ধান পেয়েছি সাহেব।

ব্রেনান। Very good news Mr. Roy. হামি যডি উহাডের ধরিটে পারে—একডম খটম করিয়া ডিবে।

হরবল্লভ। সে যা করবার আপনারা করবেন। কিন্তু যে ধরিয়ে দেবে আপনারা তাকে কি দেবেন ?

ব্রেনান। কালেক্টার সাহেব টাহাকে পুরস্কার ডিবেন। You tell me Mr. Roy. (ইউ টেল মী মিঃ রায়)। হাপনি কোন দলের সন্ধান পাইয়াছেন ? ভবানীপাঠক Or (অর) দেবী-চৌধুরাণী ?

হরবল্লভ। এক সঙ্গে দু দলেরই সন্ধান পেয়েছি সাহেব।

ব্রেনান। It is real information ? (ইট্ ইজ্ রিয়েল্ ইনফরমেশান্) ?

হরবল্লভ। তা না হলে কি আমি আপনাদের কাছে পুরস্কার দাবি করতে পারি ?

ব্রেনান। আমি নিজে হাপনার পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া ডিব চলুন কোঠায় যাইটে হইবে ?

হরবল্লভ। যাবার এখন দেরি আছে সাহেব।

ব্রেনান। How many day's ? (হাউ মেনী ডেজ্) ?

হরবল্লভ। আমাদের বাংলা হিসাবে বৈশাখ মাসে যেতে হবে।

ব্রেনান। বৈশাখ মাস I mean April—may. All right

(আই মিন্ এপ্রিল-মে—অলরাইট)। হামি ফৌজ আনিটে আজই রংপুর যাইবে। As soon as possible you come to Rowngpur (য়্যাজ সুন্ য়্যাজ পসিবল্ ইউ কাম টু রংপুর)। হামরা কালেক্টর সাহেবের সাথে সল্লা করিয়া ডাকাইট্ ধরিবার বন্দবস্ত করিবে।

হরবল্লভ। বাংলার ওই বিখ্যাত ডাকাতদল ধরবার জন্য এবার আপনাদের বেশ ভালভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

দুর্ল্ভ। তাদের সঙ্গে হুজুর যুদ্ধের সব সরঞ্জামই আছে। ঢাল, তলোয়ার, গোলা, গুলী, বন্দুক, বারুদ, বজরা, ছিপ সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে।

ব্রেনান। হামি এক ডফে দেখিটে চাহে উহাদের সাথে কেট Arms amunation (আরমস্ অ্যামুনেশন) আছে ? You know Mr. Roy, I am a English Man, (ইউ নো মিঃ রায়, আই এ্যাম এ ইংলিশম্যান) জলযুদ্ধে হামাডের Spain, Partugal France (স্পেন, পরটুগাল্, ফ্রান্স) কেহই হারাইটে পারে নাই। I am not affarid for Dacoo (আই এ্যাম নট্ এ্যাফরেড্ ফর ডাকু)। হাফনারা ডেখিয়া লইবেন, হামরা কেমন করিয়া ডাকাইট ডমন্ করি। উহারা লাঠি চালাইবে ট হামরা পিস্তল চালাইবে। উহারা টীর চালাইবে টো হামরা বণ্ডুক চালাইবে। উহারা বণ্ডুক চালাইবে টো হামরা কামান চালাইবে। হামরা যডি উহাদের ডরিটে না পারে টো একডম্ খটম্ করিয়া ডিবে। হাপনাডের ডেশের ডাকাইট ডমন্ করিটে হামরা জান ডিবে লেকিন ডাকাইটের ডাকাইটীর প্রশ্রয় ডিবে না।

[প্রস্থান।

হরবল্লভ। চল দুর্ল্ভ আমরা আজই রংপুর যাবার ব্যবস্থা করি।

ছদ্মবেশে মদনের প্রবেশ।

মদন। **গীত**

যেওনা তুমি যেওনা।
কণ্টক পথে কোমল পা দিওনা ॥
হাজার কাঁটা ফুটবে পায়ে
ব্যথায় জ্বালা লাগবে গায়ে
নিজের ভুলে মরবে জ্বলে
ভুল করে আর তুমি ভুল করনা ॥

হরবল্লভ। কে ? কে তুমি ?

মদন। আমি একজন ভিখারী বাবা। গাঁয়ে-গাঁয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াই।

হরবল্লভ। না—না তুমি ভিখারী নও। তুমি গুপ্তচর, তুমি শয়তান! দুর্লভ এই ব্যাটাকে থামে বেঁধে জুতো লাগাও।

মদন। আপনার জুতো খাব এত আমার পরম সৌভাগ্য হুজুর।

হরবল্লভ। জুতো লাগাও দুর্লভ! জুতিয়ে ব্যাটার পিটের ছাল তুলে দাও।

দ্রুত পাইকের প্রবেশ।

পাইক। বাবু—বাবু—

হরবল্লভ। এই এ ব্যাটাকে বাঁধো—থামে বেঁধে জুতো লাগাও।

পাইক। কিন্তু বাবু, এই লোকটাকে উপর থেকে দেখে, খোকাবাবু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

হরবল্লভ। সেকি! ব্রজেশ্বর অজ্ঞান হয়ে গেছে ? আমার একমাত্র সন্তান ব্রজেশ্বর এই লোকটাকে দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে। দুর্লভ, বিশ্বনাথ, তেওয়ারী, পাইক! বেঁধে ফেল ওকে বেঁধে ফেল···না—না

ওকে ছেড়ে দাও, ওকে দেখেই যখন ব্রজেশ্বর অজ্ঞান হয়ে গেছে, তখন ওকে বেঁধে রাখলে বোধ হয় আমি ব্রজেশ্বরকে হারিয়ে ফেলব। ওকে ছেড়ে দাও—ওকে ছেড়ে দাও—ব্রজেশ্বর—ব্রজেশ্বর—

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল

ভবানীপাঠক।

ভবানী। ব্রজেশ্বর! ব্রজেশ্বরকে টাকা দেবার পর থেকেই দেবীর মনভাব পরিবর্ত্তন হয়েছে। দেবী কি ব্রজেশ্বর রায়কে—না না সে হতে পারে না। আমি যে পাঁচবছর ত্যাগ ও সংযম শিক্ষা দিয়ে তাকে রাজরাণী করেছি! তবে কি ব্রজেশ্বর রায়ের সঙ্গে দেবীর আগেকার কোন সম্বন্ধ আছে?

পরাণকে লইয়া রঙ্গরাজের প্রবেশ।

রঙ্গরাজ। মহারাজ—!

ভবানী। এস রঙ্গরাজ! তোমাকেই আমি—ও-কে?

রঙ্গরাজ। এই লোকটা, আজ দুদিন এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সন্দেহ হয়, আমি ওকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছি কোন উত্তর পাই নি, তাই আপনার কাছে ধরে এনেছি।

ভবানী। সত্যবল তুমি কে?

পরাণ। বলব কি বাবা! বনের ভেতর এইসব রাজসিক কাণ্ড-মাণ্ড দেখে, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে।

ভবানী। ভনিতা রাখ সত্য বল কে তুমি ? আর কেনই বা এখানে এসেছ ?

পরাণ। বল্‌ছি বাবা একটি—একটি করে সব বলছি। আগে বল দেখি বাবা, মা অন্নপূর্ণার মত ঐ যে মেয়েটা কদিন ধরে লক্ষ-লক্ষ টাকা দান করলে ও-কে ?

রঙ্গরাজ। ওই আমাদের "মা" দেবী-চৌধুরাণী।

পরাণ। ওই দেবী-চৌধুরাণী! ওর মুখখানা যেন চেনা-চেনা মনে হয়। অনেক দিন আগে যেন···যাক্ সে কথা। এ আমি কোথায় এসেছি বাবা ?

রঙ্গরাজ। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে।

পরাণ। এই কি ভবানীঠাকুরের বৈকুণ্ঠপুর ? যাক্ তাহলে ঠিক্ এসে গেছি। তিনি কোথায় বাবা ?

রঙ্গরাজ　তিনি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

পরাণ। আপনিই ভবানীঠাকুর ? আপনার চরণে শতকোটী প্রণাম। আপনার দর্শন আশায়—আমি একমাস বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ভবানী। কেন ? আমাকে তোমার কি প্রয়োজন ?

পরাণ। প্রথমে ইংরেজ সরকারের গুপ্তচররূপে আপনাকে ধরিয়ে দিতে এসেছিলাম। তারপর আপনার কাজের পরিচয় পেয়ে—এখন আপনার চরণে একটু আশ্রয় চাই।

ভবানী। ইংরাজের গুপ্তচররূপে কে তোমায় নিযুক্ত করেছেন ?

পরাণ। ইংরাজ সেনাপতি ব্রেনান্ সাহেব।

ভবানী। ব্রেনান্ সাহেব আমাকে ধরবার জন্য তোমায় গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন ?

পরাণ। আমি ও সাহেবের কাছে আর ফিরে যাব না, কাজেই সে আর আপনার সন্ধান পাবে না।

ভবানী। না, আমার সন্ধান নিয়ে তোমায় সাহেবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

পরাণ। আপনার পবিত্র চরণ ছেড়ে আর আমি কোথাও যাব না।

ভবানী। কেন সংসারে তোমার কেউ নাই ?

পরাণ। হ্যাঁ—একদিন সব ছিল বাবা, কিন্তু শয়তান দুর্লভ চক্রবর্ত্তী আমার সব শেষ করে দিয়েছে। তাকে আমার চাই। সে যেমন আমার সব শেষ করে দিয়েছে, আমিও তেমনি তাকে শেষ করে দিয়ে প্রফুল্লর পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করব।

ভবানী। কে ? কে তোমার প্রফুল্ল—

পরাণ। বলব ঠাকুর বলব, আজ নয় দুদিন পরে। [প্রস্থান।

ভবানী। এ লোকটাকে কিছু বুঝতে পারলে রঙ্গরাজ ?

রঙ্গরাজ। আজকাল আমি কাউকে ঠিক বুঝতে পারি না মহারাজ ! দেবীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনারও ভাবান্তর ঘটেছে মহারাজ !

ভবানী। সহজ সরল কথাটা এখনও বুঝতে পার্চ্ছ না রঙ্গরাজ, এবার আমার দিন ঘনিয়ে আসছে। আমাকে ধরবার জন্য সারা বাংলায় আজ ইংরাজের গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইংরাজরা আমায় কোনদিনই ধরতে পারত না রঙ্গরাজ ! আমি নিজেই ভুল করেছি······হ্যাঁ আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব।

রঙ্গরাজ। মহারাজ ! মহারাজ !

ভবানী। ওই চেয়ে দেখ রঙ্গরাজ ! কেমন নির্ভয়ে নদীপথে ধনির বজরা বিচরণ করছে ?

রঙ্গরাজ। ও কার বজরা মহারাজ ?

ভবানী। দেখে মনে হয় রতনপুরের জমিদারের বজরা? বোধ হয় কোথাও বাণিজ্যে গিয়েছিল, রতনপুরে ফিরে যাচ্ছে।

রঙ্গরাজ। আমরা আর ওকে রতনপুরে ফিরে যেতে দেব না মহারাজ!

ভবানী। না—না আর তোমরা ডাকাতি কর না।

রঙ্গরাজ। ক্ষমা করবেন মহারাজ! আপনার এ আদেশ আমি পালন করতে পারলাম না। আমি বুঝতে পেরেছি মহারাজ! আপনি ধীরে ধীরে নিজেকে ধ্বংস করতে চান। আমরা জীবিত থাকতে, আপনি আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবেন না। আপনার অলস জীবনকে আমরা আবার নূতন কর্ম্মে মাতিয়ে তুলব। আপনার শ্রান্ত, ক্লান্ত মনে এনে দেব জেতার বিজয় উল্লাস।

ভবানী। না—না ডাকাতিতে আর কোন প্রয়োজন নেই।

রঙ্গরাজ। আছে মহারাজ! দেবীগড়ের সমস্ত ধনরত্ন বৈকুণ্ঠপুর দরবারে দেবী নিজ হাতে দান করে দিয়েছেন। বর্ত্তমানে আমরা কপর্দ্দক শূন্য। সামনে আমাদের ভীষণ বিপদ আসছে। ইংরাজ যুদ্ধে আমাদের প্রচুর টাকার প্রয়োজন হবে, তাই আমাদের টাকা চাই। টাকা না পেলে আমরা আপনাকে বাঁচাতে পারব না।

ভবানী। আমার বাঁচার আর কোন প্রয়োজন নেই।

রঙ্গরাজ। আপনার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের প্রয়োজন আছে মহারাজ।

ভবানী। রঙ্গরাজ—!

রঙ্গরাজ। আপনার চরণ বন্দনা করে যে দীক্ষা আমরা নিয়েছি, সেই মন্ত্র জপ করে আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করব, তবু জীবিত থেকে কোনদিন দরিদ্র দেশবাসীকে অনাহারে মরতে দেবনা।

ভবানী। রঙ্গরাজ—রঙ্গরাজ!

রঙ্গরাজ। মহারাজ একদিকে আমার শত শত ভাই-বোন ক্ষিদের জ্বালায় দুটী ভাতের জন্য বুক ফাটা চীৎকার করছে, আর অন্যদিকে ওই ধনীর দল, দেশের সমস্ত ধন-রত্ন আত্মসাৎ করে মহানন্দে সুখের পালঙ্কে নিদ্রা যাচ্ছে। আশীর্ব্বাদ করুন গুরুদেব, যেন বাংলার ওই ধনীদের ধনরত্ন কেড়ে নিয়ে আমার ক্ষুধার্ত্ত ভাইবোনের ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে পারি। [প্রস্থান।

ভবানী। ভগবান! শক্তি দাও—শক্তি দাও দয়াময়। তোমার সৃষ্টি মানুষের দুঃখ দূর করতে যেন আমি আমার এই ক্ষুদ্র মানব জীবন উৎসর্গ করতে পারি।···ওকি আলো! ওই আবার নিভে গেল। ওই আবার জ্বলে উঠল! ওকি আলো না আলেয়া? কে—কে ওখানে আলো জ্বাললে?

রাজনারায়ণের প্রবেশ।

রাজনারায়ণ। আমি।

ভবানী। কি সংবাদ রাজনারায়ণ?

রাজনারায়ণ। দেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না!

ভবানী। সেকি? কোথায় গেল দেবি—

রাজনারায়ণ। বৈকুণ্ঠপুর দরবার শেষের পর আর কেউ দেবীকে দেখতে পাচ্ছে না।

ভবানী। দেবীর বজরা কোথায়?

রাজনারায়ণ। ঘাটে নাই—

ভবানী। দিবা—নিশা—?

রাজনারায়ণ। তারা দেবীর সঙ্গে আছে।

ভবানী। দেবীর বজরায় কজন বোটে আছে?

রাজনারায়ণ। দশজন।

ভবানী। মাত্র দশজন বোটে নিয়ে দেবী গেল কোথায়?

মদনের প্রবেশ।

মদন। সন্ধানপুর কালসাজির ঘাটের দিকে গেছেন।

ভবানী। হঠাৎ সন্ধানপুর যাবার প্রয়োজন?

মদন। ব্রজেশ্বর রায়ের ধারের টাকা শোধ নেবার জন্য।

রাজনারায়ণ। ব্রজেশ্বর রায় কি সত্যই টাকা দিতে আসবে?

মদন। ব্রজেশ্বর রায় আসবে কিনা জানিনা—তবে তার বাবা আসবে—কিন্তু টাকা দিতে নয়, দেবীকে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দিতে।

রাজনারায়ণ। এ সংবাদ দেবী জানেন?

মদন। হ্যাঁ, তিনি আমার কাছ থেকে সব কথা শুনে তবে এখান থেকে গেছেন।

ভবানী। পালিয়ে যেতে চায়। আমাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে ইংরাজের হাতে ধরা দিতে চায়—

রাজনারায়ণ। দেবী যদি ইংরাজের হাতে ধরা দেন, তাহলে মহারাজ, আপনার মহৎ সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ভবানী। না, আমি তাকে ধরা দিতে দেব না। আমি জীবিত থাকতে দেবী-চৌধুরাণীর হাতে ইংরাজকে শেকল পরাতে দেব না।

রাজনারায়ণ। কিন্তু মহারাজ ইংরাজরা আমাদের সন্ধান পেয়েছে, সঙ্গে আছে বাংলার বিখ্যাত জমিদার হরবল্লভ রায়, এইবার ইংরাজের বিশাল বাহিনী ছুটে আসবে—বাংলার বুক থেকে মুছে দিতে দেবী-চৌধুরাণীর নাম।

ভবানী। আসুক ইংরাজ বাহিনী—আমি তাদের পলকের মধ্যে ছত্রভঙ্গ করে দেব। ইংরাজরা ভারতভূমি জয় করেছে কিন্তু ভবানীপাঠক

দেখেনি। কে আছ—আমার শিরস্ত্রান। রাজনারায়ণ দামামা—দামামা বাজিয়ে দুর্দ্ধর্ষ সন্ন্যাসী বাহিনীকে সমবেত করে [দামামা বাজিল] দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন কর্‌তে—মাতৃজাতির মর্য্যাদা রক্ষা করতে—কর সবে বিজয় অভিযান। [উভয়ে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

জমিদার বাটী

হরবল্লভ।

হরবল্লভ। বিজয় অভিযান! বিজয় অভিযান! আজ রাত্রি শেষে হবে আমাদের বিজয় অভিযান। দেবী-চৌধুরাণী এবার দেখব তুমি কতবড় শয়তানি।

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। বাবা—!

হরবল্লভ। ব্রজেশ্বর! তুমি আবার অসুস্থ শরীরে উঠে এলে কেন?

ব্রজেশ্বর। দেবী-চৌধুরাণীর দেনা শোধ করবার কি ব্যবস্থা করলেন?

হরবল্লভ। আমি ত সর্ব্বদাই তার দেনা শোধ করবার জন্য চেষ্টা করছি! কিন্তু কি করি বল? কিছুতেই সম্পূর্ণ টাকা একসঙ্গে যোগাড় কর্‌তে পার্‌ছি না।

ব্রজেশ্বর। ডাকাতের টাকা ধার নেওয়াই আমাদের অন্যায় হয়েছে। তারপর যদি কথা মত ঠিক সময়ে টাকা দিতে না পারি, তাহলে যে কোন সময়ে আমাদের বিপদ ঘটতে পারে।

হরবল্লভ। তাত ঘটতেই পারে। তারা যখন ডাকাত তখন তাদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। তবে তুমি কিছু ভেব না, আমি ঠিক সময় মত তার টাকা পাঠিয়ে দেব।

ব্রজেশ্বর। আপনি যাকে চেনেন না তাকে কি করে টাকা দেবেন? টাকা যদি দেন, আমায় দিন্, আমি গিয়ে দিয়ে আসি।

হরবল্লভ। না—না তোমার এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথাও যাওয়া হবে না।

ব্রজেশ্বর। তাহলে কি আপনি দেবী-চৌধুরাণীকে টাকা দেবেন না?

হরবল্লভ। আহা এখনও সময় আছে, এরজন্য এত তাড়াতাড়ির কি আছে? সে সব ঠিক হবে, তুমি আগে সুস্থ হয়ে ওঠ তারপর সব ব্যবস্থা হবে।

ব্রজেশ্বর। সময় আর একদিনও নেই বাবা! সত্যই যদি আপনি তাঁর টাকা দিতে চান, তাহলে আজই এখান থেকে টাকা নিয়ে রওনা হতে হবে, তবে শুক্লাসপ্তমীর সন্ধ্যায় সন্ধানপুর কালসাজির ঘাটে পৌছাতে পারা যাবে।

হরবল্লভ। ও—শুক্লা সপ্তমীর সন্ধ্যার মধ্যেই যেতে হবে না? দেখ দেখি তারিখের কথাটা আমি একেবারেই ভুলে গেছি। বয়সের সঙ্গে মানুষ একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে যায়। আজকাল কথায় কথায় কেবলই সব ভুল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক্ আছে, আমি আজই সব ব্যবস্থা করছি।

ব্রজেশ্বর। আপনার টাকার জোগাড় নেই আপনি কি ব্যবস্থা করবেন?

হরবল্লভ। হ্যাঁ তাও তো বটে।

ব্রজেশ্বর। আমি বুঝতে পেরেছি বাবা, ও দেনার টাকা আপনি আর শোধ দেবেন না।

হরবল্লভ। তুমি আমায় ভুল বুঝনা ব্রজেশ্বর।

ব্রজেশ্বর। আপনি আর আমায় ভুল বোঝাবেন না বাবা! আপনার মনে সত্যই যদি সেই সদ্‌ইচ্ছা থাকত তাহলে চৈত্র মাসের খাজনা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ও টাকাটা আপনি আমায় দিয়ে দিতে পারতেন!

হরবল্লভ। আহা বকেয়া আদায় থেকে যে কালেক্টারের খাজনা দিতে হল।

ব্রজেশ্বর। কালেক্টারের খাজনা আপনি হালসনের আদায় থেকেও দিতে পারতেন।

হরবল্লভ। না—না সে কি করে হয়—

ব্রজেশ্বর। ইচ্ছা থাকলে সবই হয় বাবা!

হরবল্লভ। তুমি কি বলতে চাও, যে দেনা শোধ করবার আমার মোটেই ইচ্ছা নেই?

ব্রজেশ্বর। না, ডাকাতের ডাকাতির টাকা বলে, আপনি দেনার টাকাটাকে বেমালুম উড়িয়ে দিতে চান, তাই আমার দুঃখের চেয়ে লজ্জাই বেশি হচ্ছে বাবা। যে আপনাকে অসময়ে টাকা দিয়ে রক্ষা করলে, আজ তাকেই আপনি ফাঁকি দিতে চান?

হরবল্লভ। তুমি বিশ্বাস কর ধর্ম্মত আমি এ টাকা ফাঁকি দিতে চাই না।

ব্রজেশ্বর। থাক্‌ বাবা ধর্ম্মের ভান করে আর সত্যের অমর্য্যাদা করবেন না।

হরবল্লভ। ব্রজেশ্বর—!

ব্রজেশ্বর। ফাঁকি দিয়ে আপনি বহু লোককে ঠকিয়েছেন বাবা। কিন্তু এবার আর আপনি ফাঁকি দিয়ে রেহাই পাবেন না। ওই সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য আপনাকে অনেক বেশী ক্ষতি স্বীকার করতে হবে।

হরবল্লভ। আমি যদি টাকা না দিই তুমি কি করতে চাও ?

ব্রজেশ্বর। আপনি আমার পিতা, একদিন যেমন আপনার মান সম্মান রক্ষা করতে তার কাছ থেকে টাকা ধার করে এনে আপনাকে দায়মুক্ত করেছি, আজ আবার তেমনি আপনার মান সম্মান বজায় রাখতে আমি তার হাতে ধরে বলব প্রফু······না—না আমি কিছু বলব না। আপনাকে আর তার টাকা দিতে হবে না। আপনি আমার জন্মদাতা পিতা। ঋণগ্রস্ত পিতাকে ঋণমুক্ত করা পুত্রের কর্ত্তব্য। বাবা আপনাকে আর টাকার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি যেমন করে পারি তার ঋণ পরিশোধ করে আপনাকে ঋণমুক্ত করে দেব। [প্রস্থান।

হরবল্লভ। ব্রজেশ্বর—ব্রজেশ্বর—! তাইত ওর কথা কিছু বুঝতে পারলাম না। ওকি সত্যই আমার বিরুদ্ধে কিছু করতে যাবে ? না—সে সাহস ওর হবে না।

দ্রুত দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। [চাপাস্বরে] হুজুর—

হরবল্লভ। দুর্লভ ! খবর কি ?

দুর্লভ। সব ঠিক্ আছে।

হরবল্লভ। ব্রেনান্ সাহেব ?

দুর্লভ। এসেছেন্।

হরবল্লভ। সঙ্গে কত সেপাই আছে ?

দুর্লভ। পাঁচ'শ খাঁটী ইংরেজ বাচ্চা সঙ্গে আছে। সকলেই বন্দুক পিস্তলধারী ! আর কালেক্টর সাহেব আপনাকে কিছু লাঠিয়াল সঙ্গে নিতে বলেছেন।

হরবল্লভ। বাদলপুর ঘাটে আমি হাজার লাঠিয়াল ঠিক করে

রেখেছি। যাবার সময় তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। হ্যাঁ সাহেবের বজরা কোথায়?

দুর্ল্লভ। আপনার জন্য আমাদের ঘাটে অপেক্ষা করছে।

হরবল্লভ। যাও—যাও এখনি আমাদের ঘাট থেকে বজরা ছেড়ে দিতে বল।

দুর্লভ। কেন এখানে থাকলে কি কোন ক্ষতি হতে পারে?

হরবল্লভ। হ্যাঁ—হ্যাঁ বিশেষ ক্ষতি হতে পারে। তুমি এখনি যাও বজরা ছেড়ে দিয়ে বাদলপুর খালের মুখে জঙ্গলের ভেতর সাহেবকে অপেক্ষা করতে বল।

দুর্লভ। আপনি তাহলে কখন যাবেন?

হরবল্লভ। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। ছিপে গিয়ে আমি ঠিক্ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব, যাও। হ্যাঁ—বজরায় খাবার-দাবার সব ঠিক করে নেওয়া হয়েছে—?

দুর্লভ। হ্যাঁ হুজুর। সে সব ব্যবস্থা ঠিক্ করে নিয়েছি। আর বলছিলাম কি হুজুর, আমার পুরস্কারটা যদি দয়া করে একটু ব্যবস্থা করেন—

হরবল্লভ। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আমি একেবারে হাতে-হাতে যার যা পাওনা হয়, সব মিটিয়ে দিয়ে তবে সেখান থেকে আসব।

দুর্লভ। হুজুরের মেহেরবাণীতেই কোন রকমে বেঁচে আছি। তাহলে হুজুর আমি যাই, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ওদিকে সাহেব বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। [প্রস্থান।

হরবল্লভ। পুরস্কার! ব্যাটার আশাকেও বলিহারী। চুরি করে আমার সর্ব্বনাশ করে দিচ্ছেন—কারাগারে পাঠাইনি এই সৌভাগ্য। তার উপর একটু কাজ করেই অমনি পুরস্কার চাই! চল সেখানে—আগে

ভালয় ভালয় কাজটা সেরে ফেলি—তারপর ভালকরে তোমার শ্রাদ্ধর ব্যবস্থা করব। [কয়েক পা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন] ব্রজেশ্বর কি করছে একবার দেখে যাব? না থাক। যদি সে জানতে পারে, যদি বাধা দেয় তাহলে আর যাওয়া হবে না। তার চেয়ে আমি এখুনি বেরিয়ে পড়ি। [চাদর ও লাঠি লইলেন] দুর্গা—শ্রীহরি! দুর্গা—শ্রীহরি—

দ্রুত বিশ্বনাথের প্রবেশ।

বিশ্বনাথ। হুজুর—

হরবল্লভ। আঃ তুমি আবার এমন সময় কি করতে এলে?

বিশ্বনাথ। দুর্লভ চক্রবর্ত্তীর সেই ফিরিস্তিখানা আপনি চেয়েছিলেন, তাই আমি সেটা আপনাকে দিতে এসেছি।

হরবল্লভ। তুমি ফিরিস্তি দেবার আর সময় পেলেনা?

বিশ্বনাথ। আপনি বলেছিলেন কিনা তাই—

হরবল্লভ। বলেছিলাম বলেই যখন তখন আমায় বিরক্ত করতে আসবে? যাও আমার এখন ওসব দেখবার সময় নেই।

বিশ্বনাথ। দেখবার সময় না থাকে, এটা আপনার কাছেই রেখে দিন। এসব দরকারি কাগজ আপনার কাছে রাখাই ভাল।

হরবল্লভ। আমার ভালমন্দ আমি বুঝব। তোমার বোঝাবার কোন প্রয়োজন নেই।

বিশ্বনাথ। না, তা নেই, তবে আপনি বলেছিলেন—

হরবল্লভ। চোপরাও উল্লুক—।

বিশ্বনাথ। বাবু—

হরবল্লভ। যত সব পাজী বদ্‌মাস জুটে আমার সব পণ্ড করে দিচ্ছে। যাও ওসব রেখে দাও, আমার এখন দেখবার সময় নেই। জয় মা মঙ্গলচণ্ডী। [প্রস্থান।

বিশ্বনাথ। ভগবান! আমাদের শুধু গরীব করনি ঠাকুর! আমাদের তুমি মানুষের মর্য্যাদাও দাওনি। তবু আমি তোমায় শতকোটী প্রণাম করি দয়াময়। ওই রকম পাষণ্ড ধনি হওয়ার চেয়ে—এই রকম শাকান্ন-ভোজী গরীব হওয়া অনেক গৌরবের।

দ্রুত দুর্ল্লভের প্রবেশ।

দুর্ল্লভ। দাও কাগজ দাও— [সহসা বিশ্বনাথের হাত হইতে কাগজ নিলেন।]

বিশ্বনাথ। কে—কে তুমি?

দুর্ল্লভ। চুপ্— [কাগজখানি সামলাইতে লাগিল।]

বিশ্বনাথ। আমার কাগজ ফিরিয়ে দাও—।

দুর্ল্লভ। চীৎকার করলে বিপদ বাড়বে—।

বিশ্বনাথ। বাড়ুক। তবু আমার কাগজ আমি তোমায় দেবনা।

[দুর্ল্লভের হাত চাপিয়া ধরিল।]

দুর্ল্লভ। না দেব না, এই ফিরিস্তি দেখিয়ে তুমি আমায় মনিবের কাছে চোর প্রমাণ করতে চাও?

বিশ্বনাথ। ও আমার তৈরি করা কাগজ নয়। তুমি নিজে যা লিখে সহি করে পাঠিয়েছ ওতে তাই আছে। দাও ওটা তুমি ফিরিয়ে দাও।

দুর্ল্লভ। না—না এ আর তুমি ফেরত পাবে না।

বিশ্বনাথ। ওটা নিয়ে গেলেই তুমি রেহাই পাবে না। সেরেস্তায় তোমার নিকাশের নীচে তোমার নিজের হাতের সহি আছে।

দুর্ল্লভ। সেরেস্তার সব খাতাই আমি সরিয়ে দিয়েছি। এখন আমার সই করা এই ফিরিস্তিখানা সরিয়ে দিতে পারলেই ব্যস্ কিস্তী মাৎ।

বিশ্বনাথ। না—না ও কাগজ তুমি নিও না। ওটা নিয়ে গেলে আমি মনিবের কাছে চোর হয়ে যাব। আমি তোমার হাতে ধরি—আমি তোমার পায়ে ধরি তুমি ওটা নিয়ে যেও না। [দুর্লভের পদধারণ]

দুর্লভ। তবে রে হারাজাদ্— [বিশ্বনাথের পিঠে পদাঘাত করিল]

বিশ্বনাথ। ওরে বাবা রে— [পড়িয়া গেলেন।

দুর্লভ। থাক, এবার যত পার পড়ে পড়ে চীৎকার কর। [প্রস্থান।

বিশ্বনাথ। [উঠিয়া দাঁড়াইল মুখ দিয়া রক্ত ঝরিতেছে] খোকাবাবু তেওয়ারি—রামসিং—দরওয়ান—চোর—চোর—চোর। [দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

দেবীর বজরা।

নিশির প্রবেশ।

নিশি। চোর—চোর—চোর।

দ্রুত প্রফুল্লর প্রবেশ।

প্রফুল্ল। কই কোথায় চোর ?

নিশি। ওই যে একখানা পান্‌সী এইদিকে ঝড়ের মত ছুটে আসছে।

প্রফুল্ল। না—না উনি চোর নন্—

নিশি। চোর যদি না হবে—তবে চুপি চুপি আমাদের বজরার দিকে ছুটে আসছে কেন ?

প্রফুল্ল। ওনার যে আজ চন্দ্রাস্তের মধ্যে এখানে আসার কথা আছে। তাই আমাদের বজরা দেখে এইদিকেই ছুটে আসছেন।

নিশি। ও—তাই বুঝি আজ সবাইকে ছুটি দিয়ে চুপি চুপি অভিসারিকা সেজে, তাঁর জন্য এই কালসাজির ঘাটে এসে বসে আছ ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ রে নিশি ! আমার জন্য তিনি আজ পাগলের মত ছুটে আসছেন।

নিশি। গীত

ধনি ধনি রমণি, জনম ধনি তোর।
সবজন কানু কানু করি ঝুরয়ে—
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ,
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বন কারী
মঝু মনে লাগল ধন্দা॥
কোথ পসারি যবহুঁ তুহুঁ আছলি
উরপর অম্বর আধা।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল
কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥

প্রফুল্ল। নিশি! আজ আমার জীবনের সুপ্রভাত। একদিকে আমার জন্য আমার স্বামী ছুটে আসছেন—আর ওই চেয়ে দেখ অন্যদিকে ইংরেজের নৌ ফৌজ আসছে আমায় বন্দী করতে।

নিশি। কই কোথায় ইংরেজের নৌ ফৌজ ?

প্রফুল্ল। এখান থেকে দেখতে পাবিনা। বজরার ছাতে গেলে সব দেখতে পাবি।

নিশি। বেশ আমি ছাতে চললাম, ইংরেজ ফৌজ বজরার দিকে এলে আমি তোমায় সংবাদ দিয়ে জানাব। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। ইংরেজের হাতে ধরা দেবার আগে আমার সব কাজ সেরে নিতে হবে।

দ্রুত ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল। [ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিয়া] এসো—

ব্রজেশ্বর। আজ আমি তোমার টাকা আনতে পারিনি! দিন কয়েকের মধ্যেই আমি টাকা জোগাড় করে তোমায় দিয়ে যাব। বল এরপর আবার তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে?

প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবেনা।

ব্রজেশ্বর। তাহলে তোমার টাকা?

প্রফুল্ল। ছাই টাকা, তোমাকে পেয়েছি—তোমার ভালবাসা পেয়েছি, আর আমার টাকার কোন প্রয়োজন নেই।

ব্রজেশ্বর। সে আমি জানি প্রফুল্ল! তোমায় হারিয়ে দীর্ঘ দশ বছর আমি কি মর্ম্মান্তিক জ্বালায় জ্বলেছি, সে আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারিনা। দশ বছর আমার মন-মন্দিরে তোমার প্রতিমা গড়ে পূজা করেছি। আজ যখন আমি তোমায় ফিরে পেলাম—তখন তোমার এই বৃত্তি—

প্রফুল্ল। আমি ডাকাতি করি বলে বলছ? ডাকাতি আমি করি না।

ব্রজেশ্বর। তবে এত ধনরত্ন তুমি কোথায় পেলে?

প্রফুল্ল। পাঠান মোগলের ভয়ে গৌড়েশ্বর রাজা নীলাম্বরদেব এই ধনরত্ন গভীর জঙ্গলে পুঁতে রেখেছিলেন। এক বৈষ্ণব সেই ধনরত্ন উদ্ধার করে, তাঁর মৃত্যুকালে আমি তাঁর সেবা করে এই ধনরত্ন পুরস্কার পেয়েছি। তা থেকে এক ঘড়া মোহর আমি তোমায় দিয়েছি! তুমি বিশ্বাস কর ডাকাতির একটা কানা-কড়িও আমি আমার সুখের জন্য ব্যয় করি না।

ব্রজেশ্বর। সত্য?

প্রফুল্ল। তুমি আমার একমাত্র দেবতা! গুরুদেব আমায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পুষ্পাঞ্জলী দিতে বলেছিলেন কিন্তু আমি তোমায় বাদ দিয়ে ভগবানের পায়েও অঞ্জলী দিতে পারি নি! সেই তুমি। তোমার কাছে আমি এক বর্ণও মিথ্যাকথা বল্‌ব না।

[প্রফুল্ল শিশুরমত কাঁদিয়া ফেলিলেন]

ব্রজেশ্বর। তুমি আমায় ক্ষমা কর প্রফুল্ল। [প্রফুল্লর হস্ত ধারণ]

প্রফুল্ল। ওকথা বলে আর তুমি আমার পাপের মাত্রা বাড়িয়ে দিও না। [ব্রজেশ্বরের বুকে মাথা রাখিলেন এমন সময় দূরে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল]

ব্রজেশ্বর। একি! এখানে কিসের শব্দ?

প্রফুল্ল। তুমি যাও, এখুনি তোমার পানসীতে উঠে চলে যাও।

[আবার বন্দুকের শব্দ।

ব্রজেশ্বর। ওই আবার, এযে বন্দুকের শব্দ? ও কাদের ছিপ? কে কাকে গুলি কর্‌ছে?

প্রফুল্ল। ও ইংরেজের ছিপ, ইংরেজের সেপাই আমায় ধরতে আসছে।

ব্রজেশ্বর। এ কথা তুমি আগে জান্‌তে?

প্রফুল্ল। জানতাম।

ব্রজেশ্বর। জেনে শুনে কেন তুমি এখানে এলে?

প্রফুল্ল। তোমায় দেখতে তোমায় প্রণাম করতে।

ব্রজেশ্বর। তোমার লোকজন কোথায়?

প্রফুল্ল। তারা কেউ এখানে নেই। আমি ধরা দেব বলে তাদের সবাইকে বিদায় দিয়েছি।

ব্রজেশ্বর। না, তোমার ধরা দেওয়া হবে না, তোমায় বাঁচতে হবে।

প্রফুল্ল। আমার আর বাঁচবার কোন প্রয়োজন নাই। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। যার জন্য এতদিন বেঁচেছিলাম—তাকে যখন পেয়েছি, তখন আর আমি বাঁচতে চাই না।

ব্রজেশ্বর। আমার জন্য তোমায় বাঁচতে হবে। আজ আমি তোমায় আবার নূতনরূপে বরণ করে বাড়ী নিয়ে যাব।

প্রফুল্ল। আমার শ্বশুর যদি তাতে রাগ করেন ?

ব্রজেশ্বর। আজ যদি বাবা তোমায় গ্রহণ করিতে আপত্তি করেন তাহলে আজন্মের সাধনা "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" এই মহামন্ত্র ভুলে গিয়ে—পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে,—তোমায় নিয়ে আমি দূরে বহুদূরে চলে যাব।

প্রফুল্ল। এ কথা কাল শুনলে বোধ হয় আত্মরক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু আজ আর কোন উপায় নেই। [পুনঃ বন্দুকের শব্দ] তুমি যাও পানসীতে উঠে চলে যাও।

ব্রজেশ্বর। না, আমি যাব না।

প্রফুল্ল। ওগো আমার জন্য তুমি জীবন দিতে যেও না।

ব্রজেশ্বর। তুমি যদি জীবন দিতে পার, আমি পারি না ?

প্রফুল্ল। না—না সে কথা নয়।

ব্রজেশ্বর। কোন কথা নয় আমি তোমার—ধর্ম্মসাক্ষ্য স্বামী। বিপদে ন্যায়তঃ আমিই তোমার রক্ষা কর্ত্তা। সেই আমি তোমায় বিপদে ফেলে পালিয়ে যেতে পারব না। আমি পুরুষ আমি আগে জীবন দেব, তবু প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি পরপুরুষের হাতে তুলে দিতে পারব না। আমায় একটা বন্দুক দাও। বন্দুক—বন্দুক [সহসা একটি বন্দুক তুলিলেন] পেয়েছি বন্দুক। এইবার—[গুলি করিতে উদ্যত]

প্রফুল্ল। [সহসা ব্রজেশ্বরের বন্দুক ধরিয়া] না—না রাতের অন্ধকারে তুমি ইংরেজদের ছিপে গুলি ক'র না। তাহলে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে।

ব্রজেশ্বর। না—না ছেড়ে দাও আমার বন্দুক ছেড়ে দাও—

প্রফুল্ল। না আমি ছাড়ব না।

ব্রজেশ্বর। ছেড়ে দাও বন্দুক্ ছেড়ে দাও—

প্রফুল্ল। না, আমার জন্য আমি তোমায় পিতৃহত্যা করতে দেব না।

ব্রজেশ্বর। বাবা !! কোথায় তিনি ?

প্রফুল্ল। ওই ইংরেজের ছিপে—

ব্রজেশ্বর। তিনিই কি তোমায় ধরিয়ে দিতে এসেছেন ?

প্রফুল্ল। তোমার কাছ থেকে কৌশলে আমার সন্ধান নিয়ে বহু পরিশ্রমে তিনি ইংরেজের হাতে আমায় ধরিয়ে দিতে এসেছেন ! আজ যদি ইংরেজরা আমায় ধরতে না পারে, যদি এখানে ইংরেজের কোন প্রাণহানী হয় তাহলে আমার শ্বশুরের জীবন বিপন্ন হবে। তাই আমি বিনা বাধায় ইংরেজদের হাতে ধরা দিয়ে আমার শ্বশুরের জীবন রক্ষা করতে চাই।

ব্রজেশ্বর। তোমার জীবন দিয়ে তুমি আমার বাবাকে রক্ষা করবে ?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ গো হ্যাঁ। আমি যে গুরু ভবানীপাঠকের নিষ্কাম মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি, তাঁর কাছেই শিখেছি পরোপকারই পরম ধর্ম্ম।

[নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি "জয় দেবী-রাণী কী জয়"]

ব্রজেশ্বর। একি ?

প্রফুল্ল। কে তূর্য্যধ্বনি করলে ? কে দিলে জয়ধ্বনি ?

দ্রুত নিশির প্রবেশ।

নিশি। রঙ্গরাজ।

প্রফুল্ল। কার আদেশে রঙ্গরাজ ইংরেজদের আক্রমণ করেছে ?

নিশি। তা জানি না। তবে দেখলাম রঙ্গরাজের আদেশে—শত-শত বরকন্দাজ ইংরেজদের আক্রমণ করতে ছুটেছে।

প্রফুল্ল। নিশি! তুই বজরার ছাতে গিয়ে শঙ্খধ্বনি করে রঙ্গরাজকে বজরায় ডেকে নিয়ে আয়।

নিশি। আমি এখুনি শঙ্খধ্বনি করে রঙ্গরাজকে বজরায় ডেকে নিয়ে আসছি। [দ্রুত প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। প্রফুল্ল এখন আমার কর্ত্তব্য?

প্রফুল্ল। তুমি বজরার ছাতে গিয়ে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করে নিশিকে দিয়ে আমায় সংবাদ দাও।

ব্রজেশ্বর। কিন্তু আমার বাবার জীবন রক্ষার উপায়?

প্রফুল্ল। তাঁর জন্য তোমার কোন চিন্তা নেই। যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব ততক্ষণ কেউ আমার স্বামী ও শ্বশুরের দেহে একটা কাঁটার আঁচড় দিতে পারবে না।

ব্রজেশ্বর। আমি মরি তাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যেমন করে হোক্ আমার বাবাকে রক্ষা করতে হবে। প্রফুল্ল! ভুলের বসে বাবা তোমার উপর অনেক অবিচার করেছেন সত্য—তবু আমি জীবিত থেকে আমার বাবার অপমান সহ্য করতে পারব না। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। রঙ্গরাজ! রঙ্গরাজ! আমার বিনা আদেশে রঙ্গরাজ ইংরেজদের আক্রমণ করে আজ আমার স্বামী ও শ্বশুরের বিপদ ডেকে এনেছে—এই অবাধ্যতার জন্য রঙ্গরাজকে আমি শাস্তি দেব।

দ্রুত যোদ্ধাবেশে রঙ্গরাজের প্রবেশ।

রঙ্গরাজ। মায়ের দেওয়া শাস্তি নিতে রঙ্গরাজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

প্রফুল্ল। কেন তুমি আমার বিনা আদেশে ইংরেজদের আক্রমণ করেছ?

রঙ্গরাজ। আপনি কেন আমাদের অজ্ঞাতে বৈকুণ্ঠপুর থেকে এখানে এসেছেন ?

প্রফুল্ল। আমার প্রয়োজন আছে, তাই এসেছি !

রঙ্গরাজ। আমাদেরও প্রয়োজন আছে, তাই আমরা ইংরেজদের আক্রমণ করেছি।

প্রফুল্ল। তোমায় এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।

রঙ্গরাজ। আপনাকেও এখুনি বৈকুণ্ঠপুরে ফিরে যেতে হবে।

প্রফুল্ল। না, আমি যাব না।

রঙ্গরাজ। তা হলে আমরাও যুদ্ধ বন্ধ করব না।

প্রফুল্ল। রঙ্গরাজ ! এ তোমার মায়ের আদেশ—

রঙ্গরাজ। মায়ের আদেশে আমি এই মুহূর্ত্তে ইংরেজের গোলার সামনে বুক পেতে দিয়ে দাঁড়াতে পারি, কিন্তু মা—সন্তান কোনদিন মাকে লম্পটের বিলাস কক্ষে পাঠিয়ে দিতে পারে না।

প্রফুল্ল। রঙ্গরাজ— !

রঙ্গরাজ ! মা ! তোমায় যদি ইংরেজরা একবার হাতে পায়, অযোধ্যার বেগমদের মত—তোমাকেও ওরা চরম অপমান করবে।

প্রফুল্ল। আমার জন্য তোমায় চিন্তা করতে হবে না। আমার সম্মান রক্ষার জন্য আমি সর্ব্বদাই সতর্ক আছি। তুমি যাও এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ জানাও।

রঙ্গরাজ। এখন যদি আমাদের পক্ষথেকে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেওয়া হয়, তবে ইংরেজরা বিনা সর্ত্তে আপনাকে বেঁধে নিয়ে যাবে, গুরু ভবানী-পাঠককে হত্যা করবে। না—না আমরা জীবিত থাকতে—আপনাদের পায়ে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেব না। আপনাদের রক্ষা করতে বিশ-হাজার সন্ন্যাসীর রক্তে লালে লাল হয়ে যাক তটিনীর স্বচ্ছ জল—ঘন-ঘন

বন্দুকের শব্দে—আর্ত্ত আহতের মরণ চীৎকারে কেঁপে উঠুক বঙ্গের গগণ পবন! সন্ন্যাসী বাহিনীর শবদেহে পাহাড় সৃষ্টি হোক,—তবু আমরা যুদ্ধ বন্ধ করব না।

প্রফুল্ল। তোমার এই অবাধ্যতার জন্য আমি তোমায় অভিশাপ দেব রঙ্গরাজ।

রঙ্গরাজ। মায়ের অভিশাপ—আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ করবো তবু মায়ের অপমান নীরবে সহ্য করব না।

[প্রস্থান।

প্রফুল্ল। রঙ্গরাজ—রঙ্গরাজ! কে আছ ভেরী বাজাও গুরুদেবকে সংবাদ দাও যুদ্ধ বন্ধ করতে—

রক্তাক্ত মদনের প্রবেশ।

মদন। আমি আছি;—কিন্তু ভেরী বাজাবার আর শক্তি নেই—

প্রফুল্ল। একি মদন, তুমি আহত, তোমার সারাদেহ ক্ষত বিক্ষত।

মদন। হ্যাঁ আজ আবার মাথা ফেটেছে, সেই একদিন তোমায় ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে মাথা ফেটেছিল। আজ আবার তোমার জন্য মাথা ফেটেছে। সে দিনের লাঠির ঘা সহ্য করে বেঁচে ছিলাম। আজ আর বাঁচতে পারলাম না।

প্রফুল্ল। ভয় নেই মদন! তুমি আবার বেঁচে উঠবে। আমি নিজে তোমার সেবা করে, তোমায় বাঁচিয়ে তুলব।

মদন। আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না! আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। যদি পার এ সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ বন্ধ কর। নতুবা সন্ন্যাসী বাহিনীর আর কেউ বেঁচে থাকবে না।

প্রফুল্ল। আমি এখুনি যুদ্ধ বন্ধ করব। মদন আমি যে মা! আমি জীবিত থেকে সন্তান বলি দিতে পারব না। আমার জন্য যে কাল সমরের সূচনা হয়েছে, আমি নিজের জীবন দিয়ে সব বিবাদের অবসান করে দেব। ভয় নাই—ভয় নাই সন্তানগণ! তোদের মা এখনও জীবিত আছে ভয় নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

নদী তীর

ব্রেনান্।

ব্রেনান। ভয় নাই—ভয় নাই! Britains brave lads come'n come'n. (ব্রিটেন্স ব্রেভ ল্যাডস্ কামন্-কামন্)। হামি ছিপ ছাড়িয়া টীরে আসিয়াছে, এইবার গোলি চালাইয়া ডাকাইটদের একডম্ জাহান্নামে পাঠাইবে। Come'n come'n our brave soldiers come'n. (কামন্-কামন্ আওয়ার ব্রেভ সোল্জারস্ কামন্)।

দ্রুত দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। আমাদের স্থলপথের সিপাহীগণ অবরুদ্ধ হয়েছে সাহেব।

ব্রেনান। অবরুদ্ধ! Oh! What happened? (ও হোয়াট্ হ্যাপেণ্ড)? বল বল এখন হামি কি করিবে?

দুর্লভ। আমার মনে হয় সাহেব এখান থেকে বজরার উপর গুলি চালালেই ভাল হয়।

ব্রেনান। Oh my God. (ও মাই গড্)। টোমার মট Brain (ব্রেন) লইয়া হাসিলে হামরা টোমাডের ডেশ শাষণ করিটে পারিট না।

দুর্লভ। ওসব বড় বড় কথা ছেড়ে দিন্। এখন যদি বাঁচতে চান্ সামনে গুলী চালান।

ব্রেনান। আরে বুদ্ধু হামরা সামনে গোলি চালাইবে তো উহারা পিছন হইটে হামাডের উপর লাঠি চালাইবে। তখন টুমি কি করিবে? সামনে মারিবে না পিছনের মার খাইবে?

দুর্লভ। এখন যা বিপদে পড়া গেছে, কোন রকমে প্রাণে বাঁচলে হয়।

ব্রেনান। আরে উল্লুক্ এট পট থাকিটে, টুমি হামার Soldier's (সোলজার্স) এই জঙ্গলের পঠে কেন আনিলে?

দুর্লভ। গালাগালি দেবেন না সাহেব তা'হলে ভাল হবে না।

ব্রেনান। আলবাট্ গালি ডিবে। কেন তুমি হামাডের ভুল পটে আনিলে?

দুর্লভ। আমি কি করে জানব সাহেব—যে ওরা বনের ভেতরে বাঘের মত থাবা গেড়ে বসে আছে?

ব্রেনান। না জানিবে ট সে কাজ তুমি করিবে কেন?

দুর্লভ। সেটা আমার ভুল হয়ে গেছে সাহেব।

ব্রেনান। Oh no no—not only your (ও নো নো নট্ ওন্লি ইওর) ভুল, টুমি ডাকাইটডের ডারা আমাদের খুন করাইটে চাও। I shall shot you (আই স্যাল্ সট্ ইউ)—

দুর্লভ। না—না, আমায় মের না সাহেব, আমি অত্যন্ত নিরীহ জীব, আমার কোন দোষ নেই।

ব্রেনান। দোষ নাই? ডেখ—ডেখ তোমার জন্য জলের ফৌজ মার খাইটেছে, স্থলের ফৌজ আটক পড়িয়াছে আউর টুমি কি বলিটে চাহ?

দুর্লভ। আমি কিছুই বলতে চাই না সাহেব। কি বলতে কি বলে ফেলব, আপনি না বুঝে অমনি ফস্ করে গুলী করে দিন। ব্যাস্ একেবারে আমার খেল্ খতম্ হয়ে যাক্। রাধামাধব, আমি আর ও কাজ করছি না। আমি বরং ছুটে গিয়ে হুজুরকে ডেকে আনি। আপনি যা হয় তার সঙ্গে বোঝাপড়া করুন।

ব্রেনান। যাও—যাও জল্‌ডি টোমার হুজুরকে ডাকিয়া আন।

দুর্লভ। এই যে এক ছুটে যাব আর আসব— [প্রস্থান।

ব্রেনান। হামি এখন কি করিবে? আগে যাইয়া নৌ ফৌজকে বাঁচাইবে? না পিছে যাইয়া অবরুদ্ধ Soldiers (সোলজার্স) কে উদ্ধার করিবে?

শিরস্ত্রান ও বর্ম্ম-পরিহীত ভবানীপাঠকের প্রবেশ।

ভবানী। তোমার আর কোনদিকে যাবার উপায় নেই সাহেব।

ব্রেনান। Who are you? (হু আর ইউ)? I mean. (আই মিন্)। টুমি কে আছ?

ভবানী। আমার নাম ভবানীপাঠক।

ব্রেনান। I see. (আই সী) টুমী ডেবী-চৌধুরাণীর ডলের সর্দ্দার আছে।

ভবানী। আমরা তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি, কেন তোমরা আমাদের আক্রমণ করতে এসেছ?

ব্রেনান। চুরি, ডাকাইটী, রাহাজানি ডমন করিয়া হামরা এডেশে শান্টি স্থাপন করিটে চাই।

ভবানী। মুখে বড় বড় কথা বল্‌লেই রাজ্যে শান্তি স্থাপন করা যায় না সাহেব। রাজ্যে শান্তি স্থাপন করতে হলে প্রতিটী মানুষের দৈনন্দিন্ জীবনের হিসাব রাখতে হবে

ব্রেনান। What do you say? I mean. (হোয়াট্ ডু ইউ সে? আই মীন)। হাপনি কি বলিটে চাহেন?

ভবানী। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর তোষামোদে ভুলে রাজধানীর আরাম কেদারায় বসে কোপ্তা কাবাব খেতে খেতে শান্তির বুলি আওড়ালেই রাজ্যে শান্তি স্থাপন হয় না। টাকার নেশায় তোমাদের ভুলিয়ে রেখে এ দেশের স্বার্থপর ধনী সম্প্রদায় আজ লক্ষ্য লক্ষ্য দেশবাসীকে পথের ভিখারী করে রেখেছে। ধনী জমিদার পুঁজিবাদী আর ব্যবসাদারদের জুলুমে আজ বাংলার ঘরে ঘরে উঠেছে ক্রন্দনের রোল, দিকে—দিকে উঠেছে হাহাকার, সেই নিরন্ন বাঙ্গালীর মুখে ক্ষুধার আহার দিতেই স্বার্থপরের বিরুদ্ধে আমরা ধরেছি হাতিয়ার।

ব্রেনান। Right you are! But it is a illegal. (রাইট্ ইউ আর বাট্ ইট্ ইজ এ ইল্‌লিগ্যাল)। টোমরা ডাকাইতি করিয়া লোকের শাণ্টি নষ্ট করিবে, আর—British (ব্রিটীশ), এ দেশে রাজ্য-শাষণ করিটে আসিয়া বসিয়া বসিয়া টামাসা ডেখিবে? It is quite impossible (ইট্ ইজ কোয়াইট্ ইমপসিবল্) হামরা উহার প্রটীকার করিবে। টোমরা ডাকাইটী ছাড়িয়া ডাও হামাডের সাঠে হাট মিলাও। হামরা টোমাডের বানিজ্যের সুযোগ করিয়া ডিবে।

ভবানী। যতদিন পর্য্যন্ত তোমরা এ দেশে শান্তি স্থাপন করতে না পারবে—যতদিন না তোমরা ধনী দরিদ্র ভেদাভেদ তুলে দিয়ে, সকল মানুষকে সমান অধিকার দিতে পারবে, ততদিন আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব।

ব্রেনান। তাহা হইলে আজই হামি টোমাকে গোলির মুখে উড়াইয়া ডিবে।

ভবানী। সাবধান ব্রেনান। যে মুহূর্ত্তে তোমার বন্দুকে আওয়াজ হবে, সেই মুহূর্ত্তে তোমার তিন'শ ইংরেজ ভাইয়ের জীবন্ত সমাধি হয়ে যাবে।

ব্রেনান। O No—no, (ও নো—নো), হামি উহাদের উদ্ধার করিবে, আমি ছিপে যাবে।

ভবানী। না—আমি আর তোমায় ছিপে যেতে দেব না।

ব্রেনান। হামি যাবে।

ভবানী। পথ নাই সাহেব—

ব্রেনান। I am not afraid, I have a sword. (আই য়্যাম্ নট্ এ্যাফ্রেড, আই হ্যাভ এ সোর্ড) হামি ইহাদ্বারা ছিপে যাবার পথ খুঁজিয়া নিবে।

ভবানী। আমারও অস্ত্র আছে সাহেব। যদি শক্তি থাকে আমাকে পরাজিত করে যাও। [উভয়ে যুদ্ধ ও প্রস্থান।

দ্রুত দুর্ল্লভের প্রবেশ।

দুর্ল্লভ। সাহেব—সাহেব হুজুর বল্‌লেন্ আমার এখন মাথার ঠিক নেই। আমি এখন ওসব কিছু বলতে···আরে সাহেব ! সাহেব কোথায় গেল ? সাহেব ! ও সাহেব ? এরা কি সাহেবকে সেরে দিলে নাকি ? তাও দিতে পারে। জলে স্থলে যে রকম লড়াই লেগেছে তাতে ব্যাপার এখন অনেক দূর গড়াবে। যাক্ গে বাবা পুরস্কার, এখন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাই। [প্রস্থানোদ্যত।

লাঠি হস্তে পরাণের প্রবেশ।

পরাণ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! আর যাবে কোথায় চাঁদ ? আমি যে

বহুদিন তোমায় খুঁজছি। আজ যখন সামনে পেয়েছি, তখন আর ত তোমায় ছেড়ে দেব না।

দুর্লভ। কে! কে তুমি?

পরাণ। কাজ ফুরিয়ে গেছে কিনা তাই আজ আর আমায় চিন্তে পারবে না। ব্যাটা লম্পট্ ছোট লোক, আর তোমার পরিত্রাণ নেই। ফুলমণি! চেয়ে দেখ আজ আমি তোমার হত্যাকারীকে ধরে ফেলেছি।

দুর্লভ। কে পরাণ—

পরাণ। চোপরও শয়তান। তুমি কত লোকের বৌ ঝিকে বাবুদের কাছারী বাড়ীতে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের সর্ব্বনাশ করেছ। তুমি প্রফুল্লর মায়ের নামে কলঙ্ক রটিয়ে মেয়েটাকে স্বামীর ঘর করতে দাওনি। তাকে নষ্ট করবার জন্য ধরে নিয়ে গিয়ে বনের মাঝে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে ছিলে। তুমি আমায় টাকার লোভ দেখিয়ে আমাকে দিয়ে মহাপাপ করিয়েছ। তুমি আমার ফুলমণির ধর্ম্ম নষ্ট করতে গিয়ে ছিলে। আজ আবার তুমি দেবী-চৌধুরাণীর সর্ব্বনাশ করতে এসেছ। আজ আর আমি তোমায় ছেড়ে দেব না।

দুর্লভ। আরে পরাণ—তুমি আমার মাথায় লাঠি মারবে? এত ভারী আশ্চর্য্যের কথা। শোন পরাণ তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

পরাণ। কোন কথা নয়। তোমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এই বংশদণ্ড।　　　　　　[দুর্লভের মাথায় লাঠি মারিল]

দুর্লভ। উঃ পরাণ! আমায় ক্ষমা কর ভাই—

পরাণ। ক্ষমা—হা—হা—হা! তোমার মত লম্পট পিশাচ ছোট লোকের ক্ষমা নেই।

দুর্লভ। ক্ষমা কর ভাই—আমায় তুমি ক্ষমা কর।

পরাণ। এই যে ক্ষমা করছি, লাঠির ঘায়ে তোমায় একেবারে শেষ করে দেব। শয়তান প্রবঞ্চক্, নারী নির্য্যাতনের শাস্তি এই লাঠি।

[পর পর দুর্লভের মাথায় আঘাত]

দুর্লভ। ওরে বাবারে—মরে গেছি রে— [প্রস্থান।

পরাণ। হা—হা—হা—হা! পালিয়ে তুমি বাঁচতে পারবে না—শয়তান। তোমায় আমি একেবারে শেষ করে তবে ছাড়ব। ফুলমণি—ফুলমণি চেয়ে দেখ এতদিনে আমি তোমার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি। প্রতিশোধ নারী নির্য্যাতনের চরম প্রতিশোধ। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দেবীর বজরা।

বন্দুক হস্তে আহত রাজনারায়ণের প্রবেশ।

রাজনারায়ণ। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! ইংরেজের অতর্কীত আক্রমণের এই হবে চরম প্রতিশোধ! সেনাপতি ব্রেনান—এতক্ষণ তোমায় লক্ষের মধ্যে পাই নি, এইবার বজরা থেকে গুলি করে আমি তোমায় শেষ করে দেব। [গুলি করিতে উদ্যত]

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। খবরদার! বজরা থেকে গুলি করলে এখুনি আমাদের বিপদ বাড়বে।

রাজনারায়ণ। না! আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। ইংরেজের নৌ ফৌজ বিপন্ন—পদাতিক্ সৈন্য অবরুদ্ধ। এই সময় যদি সেনাপতি ব্রেনানকে সরিয়ে দিতে পারি জয় আমাদের অনিবার্য্য।

ব্রজেশ্বর। ইংরেজ সেনাপতিকে মারলেই আমাদের যুদ্ধে জয় হবে না।

রাজনারায়ণ। হবে—হবে ওই দেখ বিপন্ন ইংরেজবাহিনী পরিত্রাহি চীৎকার করছে, আমায় পথ ছেড়ে দাও! আমি মরবার আগে ওকে শেষ করে দিয়ে যাব।

ব্রজেশ্বর। না তোমায় আহত দেহে আমি যুদ্ধ করতে দেব না।

রাজনারায়ণ। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় গুরুকে রক্ষা করতে হবে। আমায় পথ ছেড়ে দাও।

ব্রজেশ্বর। না, আমি তোমায় পথ ছেড়ে দেব না।

রাজনারায়ণ। তুমি কি ছদ্মবেশী ধ্বংসের দেবতা? তুমি কি এই দুর্য্যোগের মাঝে দেবীকে ধ্বংস করতে চাও? কে কে তুমি?

প্রফুল্লর প্রবেশ।

প্রফুল্ল। উনি আমার স্বামি।

রাজনারায়ণ। তুমি! তুমি এই মমতাময়ী নারীর স্বামি! হে মহাপুরুষ! আমি তোমার অবাধ্য হয়ে যে মহাপাপ করেছি, সেজন্য তুমি আমায় ক্ষমা কর দেবতা। আমরা অপরাধী সত্য, কিন্তু তোমার পায়ে ঠেলা মাণিক, এতদিন আমরা মাথায় করে রেখেছিলাম, আজ তোমার সম্পদ রক্ষার ভার তুমি গ্রহণ করে আমাদের দায় মুক্ত কর।

প্রফুল্ল। রাজনারায়ণ—

রাজনারায়ণ। আর একটা কাজ বাকী আছে মা! জীবন প্রদীপ নিভে যাবার আগে সে কাজ শেষ করে ফিরে এসে, তোমার কাছ থেকে চির বিদায় নিয়ে যাব। [প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। এখনও যুদ্ধ বন্ধ হল না। বরকন্দাজ নৌফৌজে ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে। বরকন্দাজগণ যদি ইংরেজদের পরাজিত করে ছিপে উঠতে পারে তাহলে আর বাবাকে রক্ষা করা যাবে না।

প্রফুল্ল। বরকন্দাজগণ ইংরেজের ছিপে ওঠবার আগেই আমি যুদ্ধ বন্ধ করে দিচ্ছি। [শঙ্খধ্বনি করিলেন] এই শঙ্খধ্বনিতে এবার নিশ্চয় যুদ্ধ বন্ধ হবে।

ব্রজেশ্বর। না—না শঙ্খধ্বনিতে যুদ্ধ বন্ধ হবে না। তোমাদের গুরুদেব নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

প্রফুল্ল। গুরুদেব যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছেন তাহলে এখন উপায় ?

ব্রজেশ্বর। এখনি যদি এই বজরা থেকে শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দাও তাহলে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

প্রফুল্ল। শ্বেত পতাকা—

ব্রজেশ্বর। হ্যাঁ—হ্যাঁ শ্বেত পতাকা। বাইবেলে যিশুখৃষ্টের নির্দ্দেশ আছে। তাই শ্বেত পতাকা দেখলে ক্রেস্তানরা আর যুদ্ধ করবে না।

প্রফুল্ল। তবে যাও এই মুহূর্ত্তে তুমি বজরার ছাতে গিয়ে ভেরী বাজিয়ে উড়িয়ে দাও শান্তির প্রতীক ওই শ্বেত পতাকা।

ব্রজেশ্বর। ইংরেজরা যুদ্ধ বন্ধ করবার পর তোমার সৈন্যগণ যদি তাদের আক্রমণ করে ?

প্রফুল্ল। আমার সন্তানগণ মানুষ—তারা নিরস্ত্রের উপর অস্ত্রাঘাত করে নিজেদের অমানুষ প্রতিপন্ন করবে না।

ব্রজেশ্বর। বেশ, তবে তুমি সন্ধির জন্য প্রস্তুত হও। প্রফুল্ল এ সন্ধি তোমার জন্য নয়, এ শুধু আমার পিতার জীবন রক্ষার জন্য। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। সন্ধি ! সন্ধি ! ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হবে শুধু এক সর্ত্তে—মাত্র আমার আত্ম সমর্পণের বিনিময়ে সকলকে মুক্তি দিতে হবে।

রক্তাক্ত দেহে পুনঃ রাজনারায়ণের প্রবেশ।

রাজনারায়ণ। আঃ ! হলো না—হলো না, গুরুদেবের সঙ্গে আর এ জীবনে দেখা হলো না। তাঁর দেওয়া মহাসম্পদও গ্রহণ করতে পারলাম

না। ইংরেজ লাঠিয়ালের লাঠির ঘায়ে আমার বাঁ হাতটা ভেঙ্গে গেছে মা।

প্রফুল্ল। আমি তোমায় সেই সম্পদ দেব রাজনারায়ণ!

রাজনারায়ণ। দাও—দাও মা! আজ আমার জানবার প্রয়োজন হয়েছে। আজ যে বাংলার বুক থেকে মুছে যাচ্ছে অতীত বাংলার গৌরবের পরিচয়।

প্রফুল্ল। তোমার পরিচয় কোনদিনই বাংলা থেকে মুছে যাবে না। তুমি সর্ব্বজন পরিচিত গৌড়ের রাজবংশধর—বাংলার আদর্শ জনসেবক রঙ্গরাজএর কনিষ্ঠ সহোদর—

রাজনারায়ণ। রঙ্গরাজ আমার দাদা! না—না এ হতে পারে না। আমি যে বাল্যকালে ধাইমার কাছে শুনেছি, দস্যুতে আমার দাদাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।

প্রফুল্ল। গুরু ভবানী পাঠকের কৃপায় সেদিন তোমার দাদা দস্যুর কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাই সে গুরুদেবের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সেবা ব্রত গ্রহণ করেছে। এই দেখ সন্তান গৌড়েশ্বরের শিল মোহর দেওয়া রঙ্গরাজের হাতের কবচ।

রাজনারায়ণ। মা! তোমার মহাদানে আজ আমি আমার ভাইকে ফিরে পাব। বাংলার বুকে আবার আমরা গৌরবের পরিচয় নিয়ে দাঁড়াব। মা তোমার মহতী কল্পনায় আত্মনিয়োগ করে বিনিময়ে আজ যে সম্পদ আমি লাভ করলাম, এ স্মৃতি আমার আজীবন মনে থাকবে। তোমার মহাকার্য্যের জন্য যে অস্ত্র আমি গ্রহণ করেছিলাম, সেই অস্ত্র তোমার পায়ে ফেলে দিয়ে মাথা পেতে গ্রহণ করলাম তোমার পুত আশীর্ব্বাদ।　　　　　　　　[দেবীকে প্রণাম ও প্রস্থান।

প্রফুল্ল। রাজনারায়ণ গেল! রঙ্গরাজও যাবে। আমার মহাযাত্রার

পূর্ব্বে একে একে সবাইকে সরিয়ে দিতে হবে। [নেপথ্যে ভেরী বাজিল]
ওই ভেরী বেজে উঠেছে—ওই উঠেছে শূন্যে শান্তির নিশান শ্বেত পতাকা।

দ্রুত ভবানী পাঠকের প্রবেশ।

ভবানী। কার আদেশে বজরায় শ্বেত পতাকা উঠেছে?

প্রফুল্ল। আমি আদেশ দিয়েছি।

ভবানী। আঃ! ভুল করেছ তুমি, মহা-ভুল করেছ। নামিয়ে নাও—নামিয়ে নাও শ্বেত পতাকা। আমাদের নিশ্চিত জয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমাদের পক্ষ থেকে সন্ধির প্রস্তাব করার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রফুল্ল। আমাদের যদি জয় হয়—সেই জয় হবে আমার জীবনের শোচনীয় পরাজয়।

ভবানী। না না পরাজয় নয়। কে আছ? বজরার ওপর থেকে শ্বেত পতাকা নামিয়ে দিয়ে, ইংরেজের ছিপে গুলি চালাও।

প্রফুল্ল। না বাবা শ্বেত পতাকা নামানো হবে না।

ভবানী। নামিয়ে নাও শ্বেত পতাকা—আক্রমণ কর ইংরেজদের—

প্রফুল্ল। বাবা! আমি আপনার পায়ে পড়ি, ইংরেজের ছিপে গুলি চালাবেন না।

ভবানী। ইংরাজের উপর কেন তোমার এত মমতা? ওখানে তোমার কে আছে?

প্রফুল্ল। আমার শ্বশুর আছেন—।

ভবানী। কে তোমার শ্বশুর?

প্রফুল্ল। ভুতনাথপুরের রায় মশাই।

ভবানী। ব্রজেশ্বর রায়—

প্রফুল্ল। আমার স্বামি—

ভবানী। ওই হরবল্লভ রায় একদিন তোমায় শেয়াল কুকুরের মত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল না?

প্রফুল্ল। হ্যাঁ বাবা—

ভবানী। তুমি একদিন টাকা দিয়ে ওদের জমিদারী রক্ষা করেছিলে?

প্রফুল্ল। সত্য কথা।

ভবানী। আজ আবার ইংরেজের গোয়েন্দা হয়ে তোমায় ধরিয়ে দিতে এসেছে। সেই নরাধমের জন্য এই অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে তুমি ইংরেজের হাতে ধরা দিয়ে তার জীবন রক্ষা করতে চাও?

প্রফুল্ল। তাইত হয় বাবা! বাপের বাড়ীর রাজভোগের চেয়ে শ্বশুর বাড়ীর লাথি ঝাঁটাই হয় মেয়েদের গৌরবের।

ভবানী। ভুল হয়ে গেছে! ওইখানে আমার জীবনে একটা মহাভুল হয়ে-গেছে। তোমার সিঁথিতে সিঁন্দুর দেখে প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু রূপে-গুণে তুমিই ছিলে একমাত্র আমার কল্পনা সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। তাই আমি পাঁচ বছর তোমায় ত্যাগ ও সংযম শিক্ষা দিয়েছিলাম। পরীক্ষাও নিয়েছিলাম তখন তোমায় বুঝতে পারি নি, ভাবতে পারি নি—যে বিবাহিতা নারীর কাছে বাপের সৌধ চূড়ার চেয়ে শ্বশুরের জীর্ণ পর্ণকুটীর হয় সুখ স্বর্গধাম।

প্রফুল্ল। বাবা—!

ভবানী। চুপ! ও সম্বোধনের আর প্রয়োজন নেই। আমার সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেছে, মরে গেছে সম্রাজ্ঞী। অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে প্রকৃতির বুকে উঠেছে প্রলয় তুফান, তার মাঝে একা আমি জীর্ণ কঙ্কাল নিয়ে মহাশ্মশানের বুকে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে আছি। না—না এও আর রাখব না। ধ্বংস দেবতার দৃষ্টি পড়েছে, এটাকেও আমি পুড়িয়ে ছাই করে দেব।

প্রফুল্ল। না—না তা হবে না বাবা। এই সুযোগে আপনি বজরা নিয়ে দূরে বহুদূরে চলে যান।

ভবানী। প্রাণের ভয়ে ভবানীপাঠক পালিয়ে যাবে না। যে মুহূর্ত্তে আমার পলায়ণ সংবাদ ইংরেজ সেনাপতির কানে পৌছাবে, সেই মুহূর্ত্তে আমার সন্ধানের জন্য শত-শত নিরীহের উপর নির্য্যাতন সুরু হবে। না—না আমার জন্য আমি কাউকে পীড়ন করতে দেব না। ভুল আমিই করেছি, আমিই সেই ভুলের সংশোধন করে যাব। সারা জীবনের সাধনায় বাংলার বুকে গড়ে ছিলাম মহিমামণ্ডিতা আদর্শ মহিলা দেবী-চৌধুরাণী। সেই যখন আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে চায়—তখন আমার জীবনের কোন প্রয়োজন নেই। এইবার আমি ইংরেজের হাতে ধরা দেব। মুছে দেব বাংলার বুক থেকে ধনির বিভীষিকা গরীবেব দরদী বন্ধু ভবানী-পাঠকের নাম। [প্রস্থান।

প্রফুল্ল। বাবা—বাবা—

দ্রুত রঙ্গরাজের প্রবেশ।

রঙ্গরাজ। দেবী! যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেছে। সেনাপতি ব্রেনান সন্ধির সর্ত্ত স্থির করবার জন্য আপনার বজরায় আসতে চায়।

প্রফুল্ল। না—না বজরায় সে আসতে পাবে না। এ বজরায় তার কোন অধিকার নেই। তাকে বল সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে শুধু আমি ইংরেজ সরকারের হাতে ধরা দেব।

রঙ্গরাজ। এ কথা যদি ইংরেজ সেনাপতি না শোনে? যদি জোর করে আসতে চায়?

প্রফুল্ল। যদি জোর করে আসতে চায়, বাধা দিও না, সসম্মানে তাঁকে এখানে নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, আর একটা কথা তোমায় অনেক দিন

বলব মনে করেছিলাম, আজ শুনে যাও রঙ্গরাজ ! রাজনারায়ণ তোমার কনিষ্ঠ সহোদর, তুমি গৌড়ের রাজবংশধর।

রঙ্গরাজ। রাজনারায়ণ আমার সহোদর ভাই ! সে কোথায় মা ?

প্রফুল্ল। আহত রাজনারায়ণ নদীর তীরে পড়ে আছে। যদি তাকে দেখতে চাও এখুনি যাও, দেরি করলে তুমি বোধ হয় আর তাকে দেখতে পাবে না।

রঙ্গরাজ। না—না তাকে আমি ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে দেব না। সে আমার সহোদর ভাই ! জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এতদিন পরে যখন তাকে খুঁজে পেয়েছি তখন তাকে বুকের মাঝে লুকিয়ে রাখ্‌ব।

[প্রস্থান।

প্রফুল্ল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ! ঝড় উঠবে। ধীর গম্ভীর গগনে উঠবে মহাকালের ডমরু নিনাদ। সেই প্রলয় ঘূর্ণাবর্ত্তে মুছেযাবে বাংলার বুক থেকে দেবী-চৌধুরাণীর নাম। [প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দেবীর বজরার একাংশ।

দ্রুত দিবার প্রবেশ।

দিবা। দেবী-রাণি! দেবী-রাণি! কোথায় তুমি, সাড়া দাও,—আকাশে মেঘ জমেছে, এখুনি ঝড় উঠবে। কোথায় তুমি? দেবী-রাণি—দেবী চৌধুরাণি—

ব্রেনানের প্রবেশ।

ব্রেনান। Where is your Debi Rani (হোয়্যার ইজ ইওর ডেবী রাণি)?

দিবা। এই যে আমি দেবীরাণি সাহেব—

ব্রেনান। টুমি দেবী চৌধুরাণি—

নিশির প্রবেশ।

নিশি। না সাহেব আমি দেবী চৌধুরাণি।

ব্রেনান। What (হোয়াট)?

দিবা। না সাহেব আমি দেবী চৌধুরাণি, ও আমার ছোট বোন তাই তামাসা কর্‌ছে। আসলে ও কেউ নয়। আমিই দেবী চৌধুরাণি।

ব্রেনান। Right you are (রাইট ইউ আর)।

নিশি। না সাহেব, ও আমার বড় বোন কিনা তাই আমায় বাঁচাবার জন্য মিথ্যা কথা বলছে। আসলে আমিই দেবীরাণি।

বেনান। টোমরা হামাকে লইয়া খেলা করিটে চাও। You know (ইউ নো), এখন হামি টোমাদের শাষ্টি দিটে পারে। সত্য বল টোমাডের মধ্যে কে ডেবী চৌধুরাণি আছে ?

দিবা। সত্যই বলছি সাহেব আমি দেবী চৌধুরাণি।

নিশি। না সাহেব, আমি দেবী চৌধুরাণি।

ব্রেনান। এবার হামি টোমাডের ডুজন্‌কে চাবুক মারিবে।

দিবা। অত কাণ্ডের দরকার কি সাহেব? তোমার সঙ্গে যদি গোয়েন্দা থাকে, তাকে ডাক। সেইত বলে দিতে পারবে কে দেবী চৌধুরাণি।

ব্রেনান। Thats right (ছাটস্‌ রাইট্‌)। এই—গোয়েন্দা কো বজরা মে পাঠাইয়া দাও।

দিবা। এইত মিটে গেল সাহেব, গোয়েন্দা এসে এইবার দেবী-রাণীকে দেখিয়ে দিলেই, তুমি তার হাতে শেকল পরিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসী দেবে।

হরবল্লভের প্রবেশ।

হরবল্লভ। দেবী চৌধুরাণী ধরা পড়েছে সাহেব?

ব্রেনান। No Mr. Roy (নো মিঃ রায়)। ইহারা ফেরেব করিয়া ডুইজনেই বলিটেছে হামরা ডেবী চৌধুরাণী, টাই হামি হাপনাকে ডাকিয়াছে। বলুন ইহাডের মধ্যে কে ডেবী চৌধুরাণী আছে?

হরবল্লভ। [ডুইজনকে দেখিয়া নিশিকে দেখাইয়া] এই দেবী-চৌধুরাণী—

নিশি। হা হা হা! বুড়ো বয়সে রায় মশায়ের কেমন ভীমরতী ধরেছে দেখ দিদি।

হরবল্লভ। না—না ভুল হয়ে গেছে—

বেনান। বলুন মিঃ রায় ডেবী চৌধুরাণী কোন্ আছে ?

হরবল্লভ। [দিবাকে দেখাইয়া] এই ঠিক্ দেবী চৌধুরাণী।

দিবা। হা—হা—হা দেখ ভাই বুড়ো কেমন ভুল বক্‌ছে।

ব্রেনান। বলুন বলুন কে ডেবীরাণী ?

হরবল্লভ। [পুনঃ নিশিকে দেখাইলেন] এই দেবীরাণী।

নিশি। হা—হা—হা—হা।

হরবল্লভ। [দিবাকে দেখাইয়া] না—না, এই ঠিক্ দেবীরাণী হবে—

দিবা। হা—হা—হা—হা।

ব্রেনান। হাপনি বহুত বদ্‌লোক আছেন। হাপনি দেবী চৌধুরাণীকে না জানিয়া—ঝুট্‌মুট্ হামাডের হায়রাণ করিয়াছেন। হাপনার জন্য আজ এখানে বহুট আংরেজকে Fornothing (ফরনাথিং) জান্ ডিটে হইল। হামি হাফনাকে ছাড়িবে না। হাফনার মট বজ্জাট শয়টান কো হামি কয়েদ করিয়া রংপুর লইয়া যাইবে।

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। সাবধান সাহেব! আমার বাবাকে অপমান করলে আমি তোমায় জ্যান্ত কবর দেব।

হরবল্লভ। ব্রজেশ্বর! তুমি এখানে ?

ব্রজেশ্বর। আপনার মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি বাবা।

হরবল্লভ। আমার পাপের জন্য ফলভোগ করবে তুমি ?

ব্রজেশ্বর। তাইত হয় বাবা! বাপের কলঙ্ক ছেলের বুকেই সবচেয়ে বেশী লাগে। তাই আপনাকে কলঙ্ক মুক্ত করতে আমাকেই সবার আগেই এখানে ছুটে আসতে হয়েছে।

ব্রেনান। টুমি ডেবী চৌধুরাণীকে জানে ?

ব্রজেশ্বর। জানি।

ব্রেনান। বোলো—ইহাডের মধ্যে কে ডেবী চৌধুরাণী ?

ব্রজেশ্বর। এরা কেউ দেবী চৌধুরাণী নয়। এরা তার দাসী—

ব্রেনান। ঝুট বাত্ কাহে বল্‌তা হায় উল্লুক।

[ব্রজেশ্বরকে আঘাত করিতে উদ্যত]

ব্রজেশ্বর। খবর্দ্দার সাহেব। [ব্রেনানকে ঘুষি মারিল]

হরবল্লভ। আরে সর্ব্বনাশ! একি করলে ব্রজেশ্বর! ইংরেজের গায়ে হাত তুল্‌লে। এখুনি যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। নাও—নাও সাহেবের কাছে হাত জোড় করে মাফ চাও।

ব্রজেশ্বর। বাবা! আপনার স্বার্থ রক্ষার জন্য আপনি ইংরেজের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ধন্য হতে পারেন, কিন্তু আমি ওই বিদেশী বেনিয়ার কাছে মাথানত করব না।

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি হইল, আকাশে ঝড় উঠিল]

দিবা-নিশি। তুফান্ তুফান্ আকাশে বাতাসে নদীতে ভীষণ তুফান আরম্ভ হয়েছে।

দিবা। বদর—বদর—

[দ্রুত প্রস্থান।

ব্রজেশ্বর। হা হা হা হা আকাশে ঝড় উঠেছে। বাতাস ক্রোধে গর্জ্জন কর্চ্ছে। প্রকৃতির বুকে সুরু হয়েছে প্রলয় তুফান! এইবার মহাকালের তাণ্ডব নৃত্যে সৃষ্টির বুকে চলবে ধ্বংসের মহামার। বজরার নোঙ্গর খুলে দিয়ে—চারপাল তুলে প্রলয় তুফানে বজরা ভাসিয়ে দাও।

ব্রেনান। এই বাঁধো! বাঁধো বজরা বাঁধো—

ব্রজেশ্বর। না—না বজরা বেঁধনা। ওই প্রলয় তুফানে বজরা ভাসিয়ে নিয়ে চল দূরে বহুদূরে—

ব্রেনান। No—No. (নো—নো)। রকো—রকো, বজরা রকো।

ব্রজেশ্বর। হা—হা—হা ইংরেজ সেনাপতি ব্রেনান, যে দম্ভ নিয়ে তুমি দেবী-চৌধুরাণীকে দমন করতে এসেছ তোমার সেই দম্ভ এবার আমি ধুলিস্যাৎ করে দেব। [প্রস্থান।

ব্রেনান। হামার যডি কোন ক্ষটি হয়—British Government (ব্রিটীশ গভার্ণমেণ্ট) সারা বাংলায় আগুন জ্বলাইয়া ডিবে। [প্রস্থান।

হরবল্লভ। আরে আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাও—

নিশি। চলুন, ডাকিনির শ্মশানে নিয়ে গিয়ে, আমরা আপনাকে বলি দেব।

হরবল্লভ। না—না আমার উপর অত কঠোর হয়োনা দেবী, তুমি শান্ত হও। [হরবল্লভের হাত ধরিয়া নিশির প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

রাজনারায়ণ।

রাজনারায়ণ। প্রশান্ত পৃথিবীর বুকে উঠেছে প্রলয় তুফান। দিগ্-দিগন্ত দলিত মথিত করে—মহাশূন্যে ওঠে ওই নৈরাশ্যের বিরাট হাহাকার! এইবার সৃষ্টিখানা ভেঙ্গে খান-খান হয়ে শূন্য হতে মহাশূন্যে বিলিন হয়ে যাবে।

দিবার প্রবেশ।

দিবা। রাজনারায়ণ! রাজনারায়ণ—

রাজনারায়ণ। আঃ! শুভ যাত্রায় বাধা দিও না—

দিবা। আর কোন বাধা নেই, এইবার চল আমরা ছিপে উঠে এখান থেকে লোকালয়ে চলে যাই।

রাজনারায়ণ। আর তা হয় না দিবা, দেবীকে ফেলে তোমার যাওয়া হতে পারে না।

দিবা। দেবী চলে গেছেন।

রাজনারায়ণ। গুরুদেব কোথায় ?

দিবা। ওই যে হাতিয়ার নিয়ে তিনি ইংরেজ সৈন্যদের বাধা দিচ্ছেন।

রঙ্গরাজের প্রবেশ।

রঙ্গরাজ। রাজনারায়ণ—রাজনারায়ণ—

রাজনারায়ণ। দাদা—দাদা— !

রঙ্গরাজ। ওরে আয়—আয় কাছে আয়—এতদিন পরে যখন তোকে ফিরে পেয়েছি, তখন আর ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে দেব না।

রাজনারায়ণ। সময় নেই দাদা ! আর সময় নেই ! ওই ইংরেজ বাহিনী চারিদিক থেকে গুরুদেবকে আক্রমণ করেছে, তিনি একা উন্মাদের মত ইংরেজসৈন্য বিদ্ধস্থ করতে এগিয়ে চলেছেন। ওদিকে বজরায় দেবী একা, আমরা তাঁদের শিষ্য, আমরা তাঁদের সেবক। এই সময় আমাদের পালিয়ে থাকা শোভা পায় না।

রঙ্গরাজ। রাজনারায়ণ—

রাজনারায়ণ। দাদা ! জীবনের এই প্রথম ও শেষ প্রণাম গ্রহণ করে তুমি আমায় বিদায় দাও—   [প্রস্থান।

দিবা। রাজনারায়ণ—

রঙ্গরাজ। চুপ্ ! ধ্যানমগ্ন যোগীর ধ্যান ভাঙ্গিও না। এসো ছিপ প্রস্তুত। এই ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ রাতের সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে চল আমরা মিশে যাই ওই দিগ-দিগন্তে।   [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবীর বজরা।

হরবল্লভ।

হরবল্লভ। দিগ্‌দিগন্ত পার করে, এভাবে তোমরা আর আমাদের কতদূর নিয়ে যাবে?

নিশির প্রবেশ।

নিশি। আর বেশী দূর আপনাকে কষ্ট করে যেতে হবে না। এইখানেই আপনাদের বধের ব্যবস্থা হবে।

হরবল্লভ। না—না আমায় তুমি দয়া করে ক্ষমা কর।

ব্রেনানের প্রবেশ।

ব্রেনান। আরে এত ভয়ের কি আছে? হামাডের ফাঁসী দিবার ক্ষমতা উহাডের নাই।

নিশি। ক্ষমতা আছে কিনা তোমায় দেখিয়ে দিতে পারতাম সাহেব, যদি দেবীর আদেশ পেতাম। দেবীর দয়ায় তুমি মুক্ত। যাও সাহেব এই ঘাটে আমরা বজরা নোঙ্গর করছি—এইখানে তুমি নেমে যাও।

ব্রেনান। টোমরা তীরের মত বজরা চালাইলে। হামার লোকজন ছাড়িয়া বহুডুর চলিয়া আসিলাম। এখন হামি কোঠায় যাইবে? কি করিয়া যাইবে?

নিশি। এই নাও, তোমার পথ খরচের জন্য দেবী তোমায় এই মোহরগুলি দিয়েছেন। এই নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাও। গ্রামে গিয়ে ঘোড়া কিংবা নৌকা নিয়ে রংপুর যেতে পারবে।

ব্রেনান। দেবী আমার উপর আজ যেরূপ কৃপা করিলেন সেজন্য হামি দেবীকে ধন্যবাদ দিতেছি।

হরবল্লভ। বল কি সাহেব! খাঁটী ইংরেজ বাচ্চা হয়ে সামান্য একটা ডাকাত মাগীকে তুমি ধন্যবাদ দিচ্ছ?

ব্রেনান। আলবাট্ ডিবে—একশোবার ডিবে। হামি টোমার মত বেইমান বাঙ্গালী মীরজাফর না আছে। I am a brave English Man (আই এ্যাম্ এ ব্রেভ্ ইংলিশ ম্যান)। যে ইচ্ছা করিলে হামায় ফাঁসি দিটে পারিট—সে যখন কৃপা করিয়া হামায় মুক্তি দিয়াছে, তখন হামি সারা জীবন টাহাকে স্মরণ রাখিবে। হামি প্রার্থনা করে God save the (গড্ সেভ্ দি) দেবী চৌধুরাণী। [প্রস্থান।

হরবল্লভ। সাহেবকেত খুব ভাল ব্যবস্থা করে ছেড়ে দিলে, এইবার দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও।

নিশি। না আপনার মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই। আপনি যা করেছেন সেজন্য আপনাকে একেবারে ফাঁসী দিতে হবে।

হরবল্লভ। তুমি বিশ্বাস কর এমন কাজ আমি আর কখনও করব না। তুমি দয়া করে আমায় মুক্তি দাও।

নিশি। আপনাকে মুক্তি দিতে পারি এক সর্ত্তে—

হরবল্লভ। আমি তোমার যে কোন সর্ত্ত পালন করতে প্রস্তত—।

প্রফুল্লর প্রবেশ।

প্রফুল্ল। না বাবা! আপনাকে আর কোন সর্ত্ত পালন করতে হবে না। আপনার পাল্কি প্রস্তুত। আপনি নির্ভয়ে বাড়ী যেতে পারেন।

হরবল্লভ। কে! কে তুমি?

নিশি। এই আমাদের দেবী-চৌধুরাণী।

হরবল্লভ। না—না এযে আমাদের প্রফুল্ল বৌ।

ব্রজেশ্বরের প্রবেশ।

ব্রজেশ্বর। সংসারের সংঘাতে মরে গেছে প্রফুল্ল বৌ। প্রকৃতির প্রলয় তুফানে ধ্বংসগর্ভে ডুবে গেছে দেবী চৌধুরাণী। বাবা এ শুধু আপনার নতুন বৌ।

হরবল্লভ। ব্রজেশ্বর—

ব্রজেশ্বর। আর কোন কথা নয় বাবা! জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে আমাদের হু'টী জীবন! অগ্নি নারায়ণ সাক্ষ্য রেখে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যাকে একদিন বিবাহ করেছিলাম, তাকে ত্যাগ করে এই দীর্ঘ দশ বছর আমি অতৃপ্ত প্রেতের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। আজ যখন হাতে পেয়েছি, তখন আর আমি তাকে ত্যাগ করতে পারব না। বাবা আমি আপনার একমাত্র সন্তান। আমি আপনার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি, আর আপনি ভুল করে আমাদের হু'টী জীবন ব্যর্থ করে দেবেন না।

[প্রফুল্ল ও ব্র:জশ্বর হরবল্লভের পদতলে বসিল]

হরবল্লভ। [ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লকে ধরিয়া] ওরে আমার অবোধ পুত্র-কন্যা! আর কি আমি তোদের উপর অবিচার করতে পারি। তোদের এই বুড়ো ছেলেকে ক্ষমা করে—আয়ত আয়ত তোরা আমার বুকে। তোদের হু'টী মহাপ্রাণকে বুকে নিয়ে আমার অন্তরস্থিত শয়তানটাকে চেপে মেরে ফেলে—মাটীর বুকে আবার আমি মানুষ হয়ে দাঁড়াই।

[ব্রজেশ্বর ও প্রফুল্লকে বক্ষে ধারণ করিলেন।
নিশি শঙ্খধ্বনি করিল।]

সমাপ্ত